কথা-কণ্ড

বহু সম্প্রদায়ে অভিনীত ও উচ্চপ্রশংসিত নাটক

পলাশ ডিহির রাজা বেণীমাধব ও ডিহিপাড়ার রাজা অনাথবন্ধু দু'জনে হরিহর আত্মা। এই নিবিড় বন্ধুত্বকে কেন্দ্র ক'রে এক বিরাট রহস্যের মধ্যে জন্ম নিল, সুজিত আর কমলি। ঘটনাক্রমে দুই বন্ধু রাজার মধ্যে সাঁওতালচরকে কেন্দ্র করে মামলা বাধল। সুজিতের সঙ্গে কমলির দেখা হ'ল ঐ চরে।

এই সময়ে নবাবের আত্মীয় নাসিরুদ্দিন এল বেড়াতে। রাজার দূর সম্পর্কের আত্মীয় তিনকড়ি রাজ্যের লোভে নাসিরুদ্দিনের সহিত ষড়যন্ত্র ক'রে—রাজ্যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। ছাদনাতলায় সুধা নামে এক নারীর স্বামী খুন হ'ল। সেই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় পথঘাট রক্তে রাঙা হ'ল। শেষে দুই রাজা বিভেদ ভুলে গিয়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তিনকড়ির সাহায্যে কমলিকে নাসিরুদ্দিনের শিবিরে ধরে আনা হ'ল। তারপর! যে রহস্য দানা বেঁধে উঠেছিল, তা মীমাংসা করল কে? সুজিত ও কমলির রহস্য উদ্‌ঘাটন হ'ল কি করে?

মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত

বোবা কান্না

অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। নিউ রয়েল বীণাপাণী অপেরায় বিজয়-বৈজয়ন্তী। কান্না…কান্না…এ কান্নার ভাষা নেই। তাই এর নাম বোবা কান্না। মহীতোষ রায় অত্যাচারী লম্পট জমিদার। মথুরামোহন গরীবের রক্ত শোষণকারী ধনী। নীলকান্ত গোস্বামী নির্যাতীত শোষিত মানুষ। আর দেবী কমলা ভাগ্যের বলি। কিন্তু তিনি জমিদারের হাওয়া মহলে আত্মহত্যা করলেন? কোথায় গেল তার ছেলে শঙ্কু আর মেয়ে সোনা। কেন পনের বছর পরে কাজল গুপ্তা খুন হল? কার পাপে? কে খুনী? পলাশ? রবিশঙ্কর? শিপ্রা না নীলকান্ত? মেয়েকে ফিরে পেয়েও নীলকান্ত কেন কাঁদলে বোবা কান্না? পড়ুন, অভিনয় করুন। মূল্য ৪-৫০।

কাঁদিতে জনম গেল—প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৪.৫০

বাংলার

সুবিখ্যাত সুরশিল্পী, গায়ক ও অভিনেতা

শ্রীধীরেন দাস

বন্ধুবরেষু।

বিষ পাথর

(রহস্য-রোমাঞ্চ ডিটেকটিভ নাটক)

শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত। নিউ আর্য অপেরায় অভিনীত। বিষ পাথর! বিষ পাথর! ধনীত্রাস বিষ পাথর। একদা যে ছিল শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক, মানুষের অত্যাচার তাকে ক'রে তুললো দস্যু বিষ পাথর! পুলিশ, ডিটেকটিভের নাকের ডগার উপর সে অসৎ লোককে খুন করে। জেল হাজত থেকে কৌশলে চুরি করে নিয়ে যায় অসৎ ধনীকে। ইলেকট্রিক চুল্লীর মধ্যে তাকে ফেলে দেয়। কেন?…কেন বৈজ্ঞানিক অশনি মিত্র বিষ পাথর হল? কেন স্বেচ্ছায় জীবন দিল। সব কেনর জবাব দেবে ডিটেকটিভ নাটক বিষ পাথর। মূল্য টাকা ৪.৫০

রক্তে রাঙা সন্ধি

শ্রীচিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বীণাপাণি নাট্য সম্প্রদায় কতৃক অভিনীত। প্রেম মৈত্রী ধর্ম-নিরপেক্ষতার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বিজয় নগরের রাজনীতি…ধর্মনীতি…সমাজনীতি।

স্বদেশ প্রেমই সে দেশের অধিবাসীদের ঐশ্বর্য—মনের দৃঢ়তাই তাদের বৈভব। সেই শান্তিকামী রাজ্যের উপর পড়ল লোলুপ দৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদী দস্যু বাহমনীর নবাব ফিরোজ শাহের….শঠতাই তার ধর্মনীতি….ক্রুরতাই তার সমাজনীতি….বিশ্বাসঘাতকতাই তার রাজনীতি।….কলহের সূত্রপাত করলো সীমান্তের উৎসব শিব গাজনকে কেন্দ্র করে।

…ধীরে ধীরে সে কলহ রূপ নিল বিধ্বংসী সংগ্রামে।….অস্ত্র ধরলো হিন্দু হিন্দুর বিরুদ্ধে….মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে…পরিণামে রক্ত দিয়ে স্বাক্ষরিত হলো এক সন্ধি পত্র।….

….ভারতের ইতিহাসে চার উজ্জলতর ঐতিহ্যময় কাহিনীর অপূর্ব নাট্যরূপ "রক্তে রাঙা সন্ধি"। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রকাশ করেছেন সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর, ৩৬৬-এ (১০৪এ), রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬। ছেপেছেন শ্রীঅনিল কুমার চন্দ্র, জগদ্ধাত্রী প্রেস, ৮।১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা- ৭

চরিত্র পরিচয়

পুরুষগণ

নন্দকুমার	....	দেওয়ান, মহারাজ উপাধিধারী
গুরুদাস	...	ঐ পুত্র
জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ	...	ধনকুবের
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	...	দেওয়ান
মিরজাফর	....	বাংলার রাজ্যচ্যুত নবাব
মোবারক উদ্দৌলা	...	ঐ পুত্র
মিরকাসেম	...	ঐ জামাতা, পরে নবাব
রেজা খাঁ	....	বাংলার দেওয়ান সুবা
কামালউদ্দিন	....	হিজলির ইজারাদার
ওয়ারেণ হেষ্টিংস	...	কাউন্সিলার
সমরু	...	মিরকাসেমের জার্মাণ সেনাপতি
ক্লেভারিং	....	কাউন্সিলার

পাগল, দরবেশ ও সৈন্যগণ

স্ত্রীগণ

ক্ষেমঙ্করী	....	নন্দকুমারের স্ত্রী
লুৎফ্ উন্নেসা	....	সিরাজের বিধবা বেগম
উম্মত্ জহুরা		ঐ কন্যা
মণিবেগম	...	মিরজাফরের উপপত্নী
ফতেমা	...	মিরকাসেমের বেগম

অভিশপ্ত মসনদ্ (মাটি হল লাল)

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। নাট্যভারতী অপেরায় অভিনীত। কেন বাংলার মসনদ অভিশপ্ত তাহার কারণ নির্ণয়েই এই নাটকের সৃষ্টি। নবাব আলিবর্দী অভিশপ্ত মসনদের উত্তরাধিকারী স্থির এই করিয়া দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে নিজের কাছে রাখতে চান, কিন্তু সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন আহম্মদ হলেন ঘোর বিরোধী ; এই কারণেই শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে কলহের সৃষ্টি। কলহের অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন জোগাতে লাগল আর এক কন্যার পুত্র সওকৎজঙ্গ। ফলে বাঁধল যুদ্ধ, রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠল দেশের মাটি। পরিণামে কয়েকটি আদর্শ প্রাণের বলি হইল কিন্তু অভিশপ্ত মসনদের জন্য বিরোধ আর মিটল না। নাটকখানি সৌখীন ও পেশাদার নাট্য সমাজের একান্ত অভিনয়োপযোগী। মূল্য টাকা ৪-৫০।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বন্দিনী—শ্রীমা নাট্য কোংতে অভিনীত। ক্ষমতালোভই বাঙালীর আত্মকলহের মূল কারণ। আর এই আত্মকলহেই বাঙলার অধঃপতন। ইতিহাসের সাক্ষ্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙালীর এমনই এক অধঃপতনের কাহিনী এই নাটকের মূল উপাদান।

মহারাজ মদনপাল দেবের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রাজা আদিত্যশূর। এই দুই বাঙালী রাজার কলহে আগুনে ইন্ধন যোগান মহারাজ মদনপালের বিদেশী মন্ত্রী যোগদেব। সেই কলহের সুবর্ণ সুযোগে বাংলার সিংহাসনঅধিকার করল কর্ণাট বীর বিজয় সেন আর সেই আত্মহননের মহাযজ্ঞে আহুতি হল একটি বন্দিনী মেয়ের জীবনের সমস্তসুখ, সমস্ত শান্তি। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পলাশীর পরে

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

খোসবাগে সিরাজউদৌল্লার সমাধি-ভবন,
কুর্নিশ করিতে করিতে বাঁদীগণের প্রবেশ

বাঁদীগণ। গীত

সেলাম নবাব—সেলাম সিরাজ,—
সেলাম তোমারে প্রিয়।
বেহেস্ত থেকে আজকে জনাব
মোদের সেলাম নিও।
তোমারে স্মরিয়া আজি বাংলার
ঝরে শতধারে নয়নের ধার
যত ব্যথা তুমি পেয়েছ হেথায়
ভুলিও তাহা—ভুলিও।
আজিকে তোমার মৃত্যু তিথিতে
ভরে ওঠে মন তোমারি স্মৃতিতে
রোজ কেয়ামতে বেইমানদের
ক্ষমিও তুমি—ক্ষমিও।

[কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান

ছিন্ন-মলিন কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে লুৎফ্‌উন্নেসা
ও উন্মত্ জহুরার প্রবেশ

লুৎফ্‌উন্নেসা। না না—, ক্ষমা কর'না—ক্ষমা ক'রনা জনাব, বেইমানদের তুমি ক্ষমা ক'রনা। মৃত্যুর অন্ধকারে ঠিকরে উঠুক তোমার অগ্নিবর্ষী জলন্ত দৃষ্টি, তাতে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাক তাদের জীবন। কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসুক তোমার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,—তাতে ঝল্‌সে শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যাক তাদের সমস্ত সুখ শান্তি! যদি পার সহস্র বজ্রবৃষ্টিতে ভেঙে চুরমার ক'রে দাও বেইমানের দেশ—এই বাংলাটাকে।

উন্মত্। বেইমান কারা মা?

লুৎফ্‌উন্নেসা। বেইমান কারা! বাংলার বেইমানদের ফর্দ দিতে গেলে সে ফর্দ আর শেষ হবে না উন্মত্! তবুও শোন্,—অন্ততঃ গোটাকতককে তুই চিনে রাখ। যদি পারিস, বড় হয়ে তুই প্রতিশোধ নিস তাদের ওপর।

উন্মত্। প্রতিশোধ!

লুৎফ্‌উন্নেসা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—, তোর পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ,—তোকে পথ-ভিখারিণী করার প্রতিশোধ। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কন্যা তুই,— তোর জীবনযাত্রা নির্বাহের মাসোহারা আজ মাত্র একশ দশ টাকা। তবু—তবু আমাকে তা হাত পেতে নিতে হ'চ্ছে উন্মত্—শুধু এই আশায় যে, বড় হ'য়ে একদিন তুই প্রতিশোধ নিবি সেই শয়তানদের ওপর।

উন্মত্। সে শয়তান কারা মা?

লুৎফ্‌উন্নেসা। মিরজাফর, জগৎশেঠ রায়দুর্লভ আর নন্দকুমার।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। নন্দকুমার আপনাকে সেলাম জানাচ্ছে বেগম সাহেবা।

[কুর্ণিশ করিলেন]

লুৎফ্‌উন্নেসা। কে? মহারাজ নন্দকুমার!

নন্দকুমার। আপনার দাসানুদাস!

লুৎফ্‌উন্নেসা। দাসানুদাস! হাঃ হাঃ হাঃ! যে দাসানুদাস একদিন মহামান্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার আদেশ অমান্য ক'রে চন্দননগর অবরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করেছিল—সেই দাসানুদাস তুমি, না?

নন্দকুমার। আমি তার জন্য অনুতপ্ত মা।

লুৎফ্‌উন্নেসা। অনুতপ্ত! মহারাজ নন্দকুমার, চেয়ে দেখ, আজ তোমাদের গোস্তাখীর ফলে দেশের কি দারুণ দুর্দশা। ঘরে ঘরে আজ হাহাকার,—দিকে দিকে আজ আর্তনাদ। দেশ যায়, জাতি যায়,—বুঝি বাংলার স্বাধীনতাও আজ যায়।

নন্দকুমার। ঐ চিন্তা আজ আমাকেও পাগল ক'রে তুলেছে, মা। তাই আমি ছুটে এসেছি বাংলারস্বাধীনতারশেষ উপাসক সিরাজউদ্দৌলার সমাধির পার্শ্বে জানু পেতে বসে তাঁর কাছে হৃদয় বলের প্রার্থনা করতে কিন্তু এসেই শুনলুম, আপনি চান আমাদের উপর প্রতিশোধ।

লুৎফ্‌উন্নেসা। হ্যাঁ, আমি চাই আমার স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ,—তোমাদের নেমকহারামীর প্রতিশোধ।

নন্দকুমার। যে নেমকহারামী আমরা ক'রেছি, তার পরিণাম দেখে একদণ্ডও আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই মা। সানন্দে আমি আমার এই উন্মুক্ত তরবারি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি,—এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, নির্জন সমাধিক্ষেত্রে, লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বচ্ছন্দে আপনি আমার বুকে বসিয়ে দিন। কেউ দেখতে পাবে না,—কেউ জানতেও পারবে না। হাসিমুখে আমি এই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেব। যাবার সময় শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাব, যেন আমার বুকের রক্তে আপনার অন্তরের আগুন নিভে যায়।

লুৎফ্‌উন্নেসা। এ আজ তুমি কি বলছ মহারাজ! এ কোন বেহেস্তের

আলো আজ তোমার চোখে মুখে! এ কোন অপূর্ব চৈতন্যের নব জাগরণ আজ তোমার অন্তরেতে।

নন্দকুমার। বড় কঠিন আঘাতে এ চৈতন্যের জাগরণ মা! কাশিমবাজারের রেশম কুঠির গোমস্তাদের অত্যাচারে আশে পাশের গ্রাম থেকে একরাত্রে সাতশ' তাঁতী তাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ভদ্রাসন ফেলে দেশ ছেড়ে চ'লে গেছে। এই অত্যাচারের স্রোত যদি বন্ধ না হয়, তাহ'লে অচিরেই এই সোনার বাংলা শ্মশান হ'য়ে যাবে।

লুৎফ্‌উন্নেসা। অথচ এই বাংলাই ছিল সিরাজের প্রাণ। বাংলার দুর্দশায় মরণেও বোধ হয় তাঁর শান্তি নেই। বাংলার হাহাকারে আজও হয়তো মাঝে মাঝে তাঁর মহানিদ্রাও ভেঙ্গে যায়।

নন্দকুমার। আমি আজ তাঁর কবরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা—এই দেশ আর জাতির জন্য আজ থেকে আমার জীবন উৎসর্গীত।

লুৎফ্‌উন্নেসা। বাংলায় এই কথা আজ প্রথম শুনলুম তোমার মুখে। তোমার এই প্রতিজ্ঞায় হয়তো আজ থেকে সিরাজের অন্তরাত্মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে কবরের তলায় ঘুমুতে পারবে।

উম্মত্। আমার সেই ঘুম-পাড়ানী গানটা গাইব মা?

লুৎফ্‌উন্নেসা। গাও. তোমার গানে তাঁর ঘুম গাঢ়তম হোক।

উন্মত্। গীত

ঘুমাও তুমি ঘুমাও হেথা. মেরা বাপীজান।
তোমারে আমি শোনাব রোজ ঘুম প'াড়ানী গান॥
তোমার ঘুমের মাঝারে মোরে
হেরিও তুমি স্বপন ঘোরে
তোমার আমার মনের মাঝারে করিব আমি ধ্যান॥
সাঁঝের আঁধার আসিলে নামি,
কবরে তোমার আসিব আমি,
চরণে তোমার জানাব সেলাম উঠিলে আজান॥

নন্দকুমার। চমৎকার! পিতৃহারা নবাব-জাদীর সকরুণ সুরের ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস যেন বেদনায় স্তব্ধ! হয়তো ঈশ্বরের চক্ষুও আজ

লুৎফ্ উন্নেসা। এ দৃশ্যের সৃষ্টি-গৌরব তোমাদেরই মহারাজ। পলাশীর রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের উদ্বোধন হয়েছে, এ তারই একটা মর্মান্তিক দৃশ্য।

নন্দকুমার। এর প্রায়শ্চিত্ত আর কেউ না করুক,—আমি ক'রব মা।

লুৎফ্ উন্নেসা। মনে রেখো মহারাজ, সিরাজের পুণ্য মৃত্যু তিথিতে তাঁরই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার এই প্রতিজ্ঞা।

নন্দকুমার। আমরণ মনে থাকবে মা।

লুৎফ্ উন্নেসা। উত্তম। এস উম্মত্,আমাদের নামাজের সময় হয়েছে।

[উম্মত জহুরাকে লইয়া প্রস্থান

নন্দকুমার। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আজ আর তুমি ইহজগতে নেই;—কোম্পানীর গ্রাস থেকে বাংলাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি আত্মজীবন আহুতি দিয়েছ। নবাব মিরকাসেমও আজ তোমারই চলাপথে জীবনের যাত্রা সুরু করেছে। দোয়া কর জনাব, আমিও যেন তোমাদের অনুযাত্রী হ'তে পারি। [সহসা দূরে দৃষ্টি পড়ায়] ও কি! এদিকে কারা আস্‌ছে না! হ্যাঁ তাইতো—রাজা রাজবল্লভ আর জগৎশেঠ। তবে কি ওদের মনে আজ আমারই মত অনুতাপ জেগেছে? সত্যই কি বাংলার এমন সৌভাগ্য হবে? দেখতে হবে, ব্যাপারটা কি?

[প্রস্থান

সচকিতভাবে ও সন্তর্পণে জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের প্রবেশ

জগৎশেঠ। [কাহার অন্বেষণে চারিদিকে চাহিয়া পরে কহিলেন] কই না,—এখানে তো কা'কেও দেখছি না। তাহ'লে এখনো আসেনি বোধ হয়।

রাজবল্লভ। আপনি তাঁকে ঠিক এইখানেই আস্‌তে বলেছিলেন তো ?

জগৎশেঠ। নিশ্চয়। মিরকাসেমের গুপ্তচরে সমস্ত দেশ ছেয়ে আছে। তাই খোসবাগের এই কবরখানাই আমাদের আলোচনার উপযুক্ত স্থান বলে জানিয়েছিলুম। কথা ছিল, ঠিক সন্ধ্যার পরেই আমরা সকলে এসে মিলিত হব।

রাজবল্লব। সাহেবরা কিন্তু কখনো কথার খেলাপ করে না, শেঠজী। হেষ্টিংস সাহেব যদি কথা দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। Good evening my friends. Am I too late ? (গুড ইভনিং মাই ফ্রেণ্ডস্। এ্যাম আই টু লেট ?) আমার কি হাসিটে হুটিক বিলম্ব হইয়াছে ?

জগৎশেঠ। না-না, বিলম্ব এমন আর কি! বরং আমরা বোধ হয় একটু আগেই এসেছি। তোমরা হ'লে একেবারে খাস বিলিতি সাহেব,—তোমাদের কি কখনো বিলম্ব হ'তে পারে ?

ওয়ারেণ। Well (ওয়েল), হাপনাডের মণিবেগম কোঠায় ? টিনি না ঠাকিলে হালাপ হালোচনা কাহার সহিট হইবে ?

রাজবল্লভ। তিনি এখুনি আসবেন সাহেব ? কিন্তু একটা অসুবিধা হয়েছে। মিরকাসেমকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নবাবী গ্রহণ করতে মিরজাফর এবারে আর রাজী হচ্ছে না !

ওয়ারেণ। কেন ?

রাজবল্লভ। সিরাজউদ্দৌলাকে উচ্ছেদ করবার সময়ে তোমরা বাংলার মসনদের দর হেঁকেছিলি দু'কোটি বিশ লক্ষ টাকা। সে টাকা তিনি তোমাদের সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে না পারায় মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে সেই সিংহাসন তোমরা মিরকাসেমকে বেচেছিলে !

কিন্তু মিরকাসেমকে সরিয়ে আবার তোমাদের টাকা দিয়ে সিংহাসন কেনবার মত সামর্থ্ আর তাঁর নেই।

মণিবেগমের প্রবেশ

মণিবেগম। তাঁর সামর্থ না থাকলেও,—আমার আছে।

জগৎশেঠ। ও রাজবল্লভ। } আসুন—আসুন বেগমসাহেবা

[কুর্ণিশ করিলেন]

ওয়ারেণ। হামরা এটক্ষণ হাপনার জন্যই হপেক্ষা করিটেছিলাম।

মণিবেগম। বল সাহেব, মিরকাসেমকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, মিরজাফরকে মসনদে বসাতে এবার তোমরা কত টাকা চাও?

ওয়ারেণ। আমি কাউন্সিলের মেম্বার এবং গভর্ণর ভ্যান্সির্টাটের সহিট এ বিষয়ে হালোচনা করিয়াছে। বহুট বাটচিট হইবার পরে ঠিক হইয়াছে, যুদ্ধের খরচা আউর কোম্পানীর ক্ষটির জন্য হাপনাকে এবার টিরিশ লাখ টঙ্কা ডিটে হইবে। টাহা ছাড়া, হামাদের personal trade (পারসোন্যাল ট্রেড) এর যে ক্ষতি হইবে, টাহা হাপনাকে পূরণ করিটে হইবে।

মণিবেগম। তাই হবে সাহেব,—তাই হবে,—তাই হবে। আমার গায়ের গহনা বেচেও আমি এবার তোমাদের সমস্ত টাকা চুকিয়ে দেব।

ওয়ারেণ। Well (ওয়েল) হামরা টাহা হইলে এবার সণ্ডির খসড়া টৈয়ারী করিয়া লইয়া হাসিবে।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। খসড়া তৈরী করে আনতে হবে না সাহেব। বেগম সাহেবা যখন এর মধ্যে আছেন, তখন সাদা কাগজ নিয়ে এলেও নবাব তাতে সই করে দেবেন।

জগৎশেঠ। [সবিস্ময়ে] একি! আপনি—

রাজবল্লভ। [সবিস্ময়ে] মহারাজ নন্দকুমার!

ওয়ারেণ। হাপনিও কি হামাডের সহিট মিলিট হইটে চাহেন?

নন্দকুমার। সে দুর্মতি যেন এ জীবনে আমার আর কখনও না হয়, সাহেব। বরং আমি কায়মনোপ্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের এ ষড়যন্ত্র যেন ব্যর্থ হয়। আমার বিবেচনায় মিরজাফরের চেয়ে মিরকাসেমই বাংলার মসনদের যোগ্য অধিকারী।

মনিবেগম। অথচ এই মিরজাফরেরই অনুগ্রহে আপনি একদিন ইংরেজদের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন মহারাজ।

নন্দকুমার। সেজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ বেগমসাহেবা। রাজনৈতিক ব্যাপারের বাইরে মিরজাফরের জন্য আমি আমার প্রাণ দেব, কিন্তু দেশের সর্বনাশ ক'রে কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারব না!

জগৎশেঠ। মিরকাসেমের বদলে মিরজাফর—এতে দেশের সর্বনাশটা আবার কি মহারাজ?

নন্দকুমার। মিরজাফর অকর্মণ্য, দুর্বল, ভীরু। নবাব হ'লে তিনি পূর্বের মত কোম্পানীর হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়বেন। তাদের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথাটি পর্যন্ত বলতে সাহস ক'রবেন না।

ওয়ারেণ। লেকীন হামাদের কর্মচারীরা টোমাডেরই ডেশের লোক হাছে মহারাজ।

নন্দকুমার। তাই দুঃখের চেয়ে লজ্জাই আমাদের বেশী। কিন্তু— অন্যায়ের পোষকতা ক'রে তোমাদেরও কোন গৌরব নেই সাহেব।

ওয়ারেণ। [ক্রুদ্ধস্বরে] **Shut up Maharaja.** (সাট্ আপ মহারাজা)

নন্দকুমার। তোমার রক্ত চক্ষু দেখে তোমার মুন্সা কান্ত মুদ্রা ভয় করতে পারে, কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার ভয় করে না!

ওয়ারেণ। হামি টোমার কঠার টীব্র প্রটিবাড করিটেছে।

নন্দকুমার। তোমার প্রতিবাদে সত্য কখনও মিথ্যা হবে না। সম্রাট ঔরংজেবের প্রচণ্ড শক্তিও একদিন ইতিহাসের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি।

ওয়ারেণ। Dam your history, we don't care a fig for that. (ড্যাম ইওর হিষ্ট্রি। উই ডোণ্ট কেয়ার এ ফিগ্ ফর দ্যাট) আমরা যাহা করটব্য বলিয়া বুঝিবে, টাহা অবশ্যই করিবে।

জগৎশেঠ। সত্যি সাহেব তোমাদের মত কর্তব্যপরায়ণ জাতি জগতে আর একটিও নেই।

নন্দকুমার। শেঠজি!

জগৎশেঠ। বলুন!

নন্দকুমার। এই বাংলার জন্য কি আপনার এতটুকুও দরদ নেই।

জগৎশেঠ। বিলক্ষণ! এই বাংলায় আমার লাখ লাখ টাকা সুদে খাটছে। বাংলার রাজা, মহারাজা, নবাব সবাই আমার কাছে কিছু না কিছু ঋণী। আর বাংলার ওপরে আমার দরদ নেই।

নন্দকুমার। মুরগীর উপরে মুসলমানদের যে দরদ, এই বাংলার উপরে আপনারও দেখছি সেই দরদ শেঠজী। কিন্তু রাজা রাজবল্লভ।

রাজবল্লভ। বাংলার জন্য আমরা সর্বদাই চিন্তিত মহারাজ।

মণিবেগম। আর সেইজন্যই আমরা ইংরেজের সাহায্যে মিরকাসেমের অত্যাচার থেকে এই বাংলদেশকে মুক্ত করতে চাই।

ওয়ারেণ। Right-o (রাইট-ও)। হামরা হট্যাচার হইটে হাপনাডের দেশকে মুক্ট করিটে হাসিয়াছে।

নন্দকুমার। চমৎকার মিষ্টার [illegible]কার। তোমাকে

বলবার আমার আজ কিছুই নেই! মানুষের মন যদি তোমার মধ্যে থাকত, তাহ'লে তোমাদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জায় ঘৃণায় তুমি চির দিনের মত মুক হয় যেতে।

ওয়ারেণ। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] What? (হোয়াট) ইহার অর্ঠ?

নন্দকুমার। অভিধান দেখে নিও সাহেব।

ওয়ারেণ। হবিঠান! Well (ওয়েল) টাহাই হইবে। But remember Maharaja, (বাট রিমেম্বার মহারাজা) সুযোগ পাইলে হামি টোমাকেও একডফে দেখিয়া লইবে।

নন্দকুমার। কিন্তু দুঃখ কি জান সাহেব,—জোনাকীর আলোয় আগুন লাগে না।

[প্রস্থান

জগৎশেঠ। কি রকম অহঙ্কারটা, একবার দেখ্‌লে রাজাসাহেব!

রাজবল্লভ। নন্দকুমারের অহঙ্কার সীমা ছাড়িয়ে গেছে শেঠজী।

ওয়ারেণ। হাপনারা ডেখিয়া লইবেন আমি উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ডিবে? বেগম সাহেবা, হাপনার কঠার উপরে হামরা নির্ভর করিটে পারে?

মণিবেগম। নিশ্চয়ই।

ওয়ারেণ। Well (ওয়েল) শীঘ্রই হামি টাহা হইলে সণ্ডি পট্র লইয়া হাসিবে। Good night. (গুড নাইট।)

[প্রস্থান

মণিবেগম। শেঠজী, রাজাসাহেব আসুন—হীরা-ঝিলে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা আছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির চত্বর

দেবদাসীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

দেবদাসীগণ। **গীত**

মালা বদল করব আজি হে দেবতা, তোমার সনে।
জ্যোছনা রাতে ফুলবাসরে জাগব রাতি আজ দুজনে।
যা-কিছু মোর তুমিই নিও
আমায় শুধু তোমায় দিও
তোমায় আমি রাখবো প্রিয়, এই হৃদয়ের সিংহাসনে।
ফুলের বনে মধুপ সম
রাখবো তোমায় প্রিয়তম,
ভরবে আমার মনের কুঞ্জ তোমার মধুর গুঞ্জরণে।

[প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। আজও—আজও তিনি ফিরে এলেন না কেন? তাঁর জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে। ওগো লক্ষ্মীনারায়ণ, ওগো ইষ্ট দেবতা,—তুমি তাঁকে মঙ্গলে রেখ ঠাকুর—তুমি তাঁকে নিরাপদে রেখ.

[গলবস্ত্রে বিগ্রহকে প্রণাম]

গুরুদাসের প্রবেশ

গুরুদাস। বাবা ফিরে আসছেন মা।

ক্ষেমঙ্করী। ফিরে আসছেন?—কই, কোথায় তিনি গুরুদাস?

গুরুদাস। এখনও তিনি বাড়িতে এসে পৌছন নি, মা। খবর পেয়েছি, মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি ভাদুরে আসবার জন্য রওনা হয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি আজই এখানে এসে পৌছুবেন।

ক্ষেমঙ্করী। এ খবর তুমি কোথায় পেলে গুরুদাস ?

গুরুদাস। ঢাকার বুলাকিদাস শেঠকে তিনি ভাতুরে এসে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁরই পত্র দেখে জানতে পারলুম মা, মুর্শিদাবাদ থেকে বাবা রওনা হয়েছেন।

ক্ষেমঙ্করী। বুলাকীদাসের পরিচর্যার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর, গুরুদাস। তিনি শুধু তোমার পিতৃবন্ধু নন,—বাংলার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী।

গুরুদাস। জানি মা। আমি তা পূর্বেই করেছি।

ক্ষেমঙ্করী। মহারাজ এখন নিরাপদে ঘরে ফিরে এলে হয়।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। নিরাপদেই ঘরে ফিরে এসেছি, রাণী। কিন্তু নিরাপদে ঘরে থাকবার সৌভাগ্য টুকু মুর্শিদাবাদে হারিয়ে এসেছি।

গুরুদাস। কেন—কেন? কি হয়েছে বাবা ?

ক্ষেমঙ্করী। ইংরাজেরা কি আবার তোমাকে কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে ?

নন্দকুমার। ইংরাজেরা সবাই নয় রাণী! তাদের মধ্যেও ভাল মন্দ দু'রকম লোকই আছে। এক একজন ইংরাজের কাছ থেকে আমি এমন সদ্ব্যবহার পেয়েছি, যা' এ জীবনে কখনও ভোলবার নয়। ক্লাইভের দেওয়ানী করবার সময়ে তাঁরই অনুগ্রহে আমার ক্ষমতা এতদূর বর্ধিত হয়েছিল যে, লোকে আমাকে "কালা কর্ণেল" বলত। তাঁরই অনুরোধে নবাব মিরজাফর আমাকে হুগলীর ফৌজদার করেছিলেন। শেষে কোম্পানীর অধীনে নদীয়া,বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভারও পেয়েছিলুম। কিন্তু আমার সেই সৌভাগ্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ঈর্ষায় ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

গুরুদাস। হেষ্টিংস সাহেব কি আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করেছেন, বাবা ?

নন্দকুমার। ষড়যন্ত্র তাঁরা যা করেছেন, তা ঠিক আমার বিরুদ্ধে নয়। মিরকাসেমকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মিরজাফরকে আবার তাঁরা বাংলার নবাবী দেবার জন্য এক ঘোরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি তার প্রতিবন্ধকতা করেছিলুম বলে হেষ্টিংস আমাকে শাসিয়েছে, সুযোগ পেলে সে আমাকে একবার দেখে নেবে।

ক্ষেমঙ্করী। হেষ্টিংস তো একজন সামান্য কাউন্সিলার মাত্র। তার একার এমন কি ক্ষমতা যে, সে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে?

নন্দকুমার। আজ তার এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, সে আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। তাই সে ভবিষ্যৎ সুযোগের কথা বলেছে। কিন্তু আমি তার জন্য এতটুকুও চিন্তিত নই, রাণি! আমি চিন্তিত শুধু আমার-এই বাংলার জন্যে। রাষ্ট্রবিপ্লবে আমাদের এই সোনার বাংলা বুঝি এবার উৎসন্নে যায়।

গুরুদাস। এ ষড়যন্ত্রের কারণ কি বাবা?

নন্দকুমার। স্বার্থসিদ্ধি। মিরকাসেমের কঠোর শাসনে যাদের স্বার্থসিদ্ধির অসুবিধা হচ্ছে, তারাই এ ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা।

ক্ষেমঙ্করী। কেবল ষড়যন্ত্র, আর ষড়যন্ত্র! সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মিরজাফর, মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মিরকাসেম। আবার মিরকাসেমকেও সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র! আমি ভেবে পাই না প্রভু, এত পাপ এই ভগবানের রাজ্যে কেমন ক'রে আজ এমন প্রশ্রয় পাচ্ছে।

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ

পাগল।　　　গীত

ভগবান ব'লে কেহ নাই মাগো
　　নাই—নাই ভগবান,
যদি কেহ থাকে, নাহি তার চোখ,
　　নাহি তার মাগো, কান।

চক্ষু থাকিলে পেত' সে দেখিতে
শত ধারে পাপ বহে ধরণীতে
কর্ণ থাকিলে পেত সে শুনিতে
ধর্মের আহ্বান।

নন্দকুমার। কে তুমি? তোমার গলায় উপবীত দেখ্‌ছি। তুমি কি ব্রাহ্মণ?

পাগল। দাঁড়াও; ভেবে দেখতে হবে। [একটু ভাবিয়া] হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণই ছিলুম বটে! কিন্তু এখন আর নেই! আমি সমাজচ্যুত।

গুরুদাস। সমাজচ্যুত! কেন?

পাগল। কেন? দাঁড়াও, ভেবে দেখতে হবে। [একটু ভাবিয়া] হ্যাঁ, সেদিন ঝড়-জল আর অন্ধকার রাত! হঠাৎ দোর ভেঙ্গে আমার ঘরে এসে ঢুকলো হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সি নবকৃষ্ণ আর তিনজন গুণ্ডা। ঘরে ঢুকেই তারা আমার হাত পা বেঁধে ফেল্লে। তারপর—তারপর আমার শয্যা থেকে আমার স্ত্রীকে আমারই চোখের উপর তারা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

নন্দকুমার। তারপর?

পাগল। তিনদিন পরে সে ঘরে ফিরে এল! আলুথালু বেশ, রুক্ষ চুল, চোখের কোলে কালি। এসেই বললে, "এ অপবিত্র দেহে তোমাকে আর ছোঁব না আমি, আল্‌গোছে তুমি একটু পায়ের ধূলো দাও আমাকে।" পায়ের ধূলো দিতেই সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললো গঙ্গার দিকে। আমিও পিছু পিছু ছুটলাম্। তীরে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, দেখলুম, দূরে—অনেক দূরে—গঙ্গার তরঙ্গ ভেঙ্গে ভেসে যাচ্ছে তার প্রাণহীন মৃতদেহ।

ক্ষেমঙ্করী। উঃ।

গুরুদাস। তারপর তুমি কি করলে।

পাগল। আমি? পাথরের মূর্তির মত একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে

দাঁড়িয়ে রইলুম। চোখ দিয়ে আমার জল পড়ল না,—মুখ দিয়ে আমার কথা ফুট্‌ল না! ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে গেল, আকাশের নক্ষত্র ফুটে উঠল। তারপর—তারপর—

পাগল। গীত

হারিয়ে গেছে গো, সে কোন অন্ধকারে হায়।
তাই প্রদীপ জ্বলে না ঘরে আমার
সন্ধ্যা ব'য়ে যায়॥
সেথা চাঁদ ওঠে না, ফুল ফোটে না আর,
বাতাস কেঁদে করে হাহাকার,
আকাশ শোনে কান্না আমার
একলা নিরালায়॥

নন্দকুমার। রাণি, কাল প্রভাতেই আমাকে একবার মুঙ্গেরে যেতে হবে। যতদিন না ফিরি, এই ব্রাহ্মণকে তুমি গুরুদাসের মতই আদর যত্নে প্রাসাদে রেখে দেবে। ফিরে এসে আমি এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ করব, দেখ্‌ব অত্যাচারীর দণ্ডবিধান হয় কি না।

ক্ষেমঙ্করী। এস ব্রাহ্মণ, আজ থেকে তুমি আমার গুরুদাসের বড় ভাই।

পাগল। বাঃ রে মজা! বাংলায় এখনও এমন মানুষ আজও আছে!

[ক্ষেমঙ্করীর সহিত প্রস্থান

গুরুদাস। বাবা, ঢাকার বুলাকিদাস শেঠ আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আজ আমাদের এখানে এসেছেন।

নন্দকুমার। হ্যাঁ, আমি তাকে আসতে লিখেছিলুম। তোমার বোধ হয় মনে আছে গুরুদাস, আমি যখন হুগলীর ফৌজদার, তখন আমার গুরুপত্নী আর গুরুকন্যার প্রণামী বাবদ কতকগুলো জহরৎ কিনেছিলুম। কিন্তু তাঁদের প্রণাম করতে গিয়ে দেখলুম—গুরুপত্নী স্বর্গগতা আর গুরু কন্যা বিধবা।

গুরুদাস। এ কথা আপনার মুখে আমি অনেকবার শুনেছি, বাবা।

নন্দকুমার। এবার মনে করেছি গুরুদাস, ঐ জহরৎ বিক্রী ক'রে যে মূল্য পাওয়া যাবে, বুলাকিদাসকে দিয়ে সেই টাকা লগ্নি খাটিয়ে আমার হতভাগিনী গুরুকন্যার ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান ক'রে দেব।

গুরুদাস। এত খুব আনন্দের কথা বাবা।

নন্দকুমার। চল, বুলাকিদাসের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আজই এ বিষয়ে ঠিক করি ফেলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের দুর্গের মন্ত্রণাগার

নজাফ খাঁ ও সমরু কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন

নজাফ। আমাদের নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে, সাহেব।

সমরু। Who are the conspirators my friend? I mean, (হু আর্ দি কন্‌স্পিরেটার্স মাই ফ্রেণ্ড? আই মীন,) কাহারা ষড়ষণ্ট করিটেছে?

নজাফ। সেই মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ আর ইংরাজ।

সমরু। হাপনাকে ইহা কে বলিল?

নজাফ। মহারাজ নন্দকুমার।

সমরু। হাপনারই ডেশের লোক হাপনাডের এই বাংলাডেশটাকে ইংরাজের হাটে তুলিয়া ডিবে, খান সাহেব।

নজাফ। তুমি ঠিক বলেছ। আমরাই আমাদের দেশের সর্বনাশ কর্‌ব। আমার কি ইচ্ছা হয় জান সাহেব ?

সমরু। What ? (হোয়াট ?)

নজাফ। এই মুহূর্তে আমি এদের কয়েদ করি ! পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে নবাব সিরাজউদৌল্লা যদি এই বেইমানগুলোকে বন্দী করতেন, তা'হলে বোধ হয়, তার ভাগ্য অমন শোচনীয় ভাবে পরিবর্তিত হ'ত না। ভুল হ'চ্ছে—ভুল হ'চ্ছে সাহেব, এই বেইমানগুলোকে আজ কয়েদ না করায় আমাদের নবাবের ভুল হ'চ্ছে।

সমরু। হাপনিভি ভুল করিটেছেন খান সাহেব ! উহারা জীবিট ঠাকিলে কয়েডখানায় বসিয়াও ষড়যন্ট করিবে। So I like to shoot them at once (সো আই লাইক্ টু সুট্ দেম এ্যাট ওয়ান্স) হামি উহাডিগকে এই মুহূর্টে গুলি করিয়া মারিটে চাহে।

মিরকাসেম ও নন্দকুমারের প্রবেশ

মিরকাসেম। কাদের তুমি গুলি ক'রে মারতে চাও সমরু ?

[নজাফ কুর্ণিশ করিলেন এবং সমরু সামরিক কায়দায় স্যালুট করিলেন]

নজাফ। নিমক্‌হারাম বেইমানদের জাঁহাপনা।

মিরকাসেম। তা হ'লে যে তোমাদের নবাবও বাদ যায় না বন্ধু, আমাদের বেইমানিতেই তো নবাব সিরাজউদৌল্লার সেই শোচনীয় পরাজয়। তা না হ'লে, কার সাধ্য ছিল সেই সিংহশিশুর কেশাগ্রও স্পর্শ করে ? অপরিমিত সৈন্যবল, অতুলনীয় অস্ত্রবল, অপরিসীম অর্থবল, কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। অভাব ছিল শুধু আমাদের দেশাত্মবোধের, অভাব ছিল শুধু আমাদের মনুষ্যত্বের।

নন্দকুমার। তাই পলাশী প্রান্তরে অনুষ্ঠিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত

আমাদের করতে হবে, জনাব। জীবনের চেয়েও মূল্য দিতে হবে আজ এই দেশের মাটিকে, সর্বৈশ্বর্যের বিনিময়েও বাঁচাতে হবে এই হতভাগ্য জাতিকে।

মিরকাশেম। সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই মিরজাফরের হাত থেকে আমি নবাবী নিয়েছি, মহারাজা। মিরজাফর নবাবী করেননি— ক'রেছেন ইংরেজ কোম্পানীর গোলামী। বাদশাহী ফর্মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পেলো বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার; কিন্তু সেই অজুহাতে তার স্বার্থান্ধ কর্মচারীরাও বিনা মাশুলে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতে লাগলো। মিরজাফর দেখেও দেখলেন না। দেশীয় বণিকেরা এসে দাঁড়ালো ধ্বংসের পথে, দেশীয় শিল্প হ'তে চললো বিলুপ্ত প্রায়। ঘরে ঘরে উঠলো কান্নার রোল,—দিকে দিকে উঠলো হাহাকার। দেখ্‌লুম, দেশ যায়—প্রজা যায়।

নজাফ। তাই মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে জাঁহাপনা হ'লেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিম।

মিরকাসেম হ্যাঁ নজাফ, টাকা দিয়ে কিনলুম এই বাংলার মসনদ, তারপর মিরজাফরের দেনা কড়ায় গণ্ডায় কোম্পানীকে চুকিয়ে দিলুম। বর্ধমান, চট্টগ্রাম আর মেদিনীপুরের রাজস্বও তাদের হাতের ছেড়ে দিলুম এমন কি কর্ণাটক যুদ্ধের খরচাও দিলুম পাঁচলক্ষ টাকা। তবু তাদের দাবীরও আর অন্ত নেই,—জুলুমেরও আর শেষ নেই।

সমরু। And their defiance too knows no bound. I mean. (এ্যাণ্ড দেয়ার ডিফায়েন্স ট্যু নোজ নো বাউণ্ড, আই মিন্) টাহাডের স্পর্ঢারও সীমা নাই।

মিরকাসেম। জানি সমরু! এলিস জোর ক'রে আমার দুর্গের মধ্যে খানাতল্লাস করতে চায়, বিনা অপরাধে আমার কর্মচারীদের গ্রেফ্‌তার ক'রে কোলকাতাতে চালান দেয়। কর্ণেল কুট পিস্তল হাতে

করে সদর্পে এসে আমার জেনানা-শিবিরে ঢোকে, আমার দুর্গদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বসিয়ে আমাকে নজরবন্দী ক'রে রাখতে চায় ! নজাফ খাঁ।

নজাফ। [কুর্নিশ করিয়া] হুকুম জনাব।

মিরকাসেম। কাউন্সিলার ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

[কুর্নিশ করিয়া নজাফের প্রস্থান

নন্দকুমার। হেষ্টিংস সাহেব ?

মিরকাসেম। শুধু হেষ্টিংস সাহেব নয়, এর পূর্বে এলিয়েট আর হে সাহেবও এসেছিল, যাতে কোম্পানীর বাণিজ্য শুল্ক ছেড়ে দিয়ে আমি দেশীয় বাণিজ্যের উপর শুল্ক আদায় করি তারই জন্য তোষামোদ করতে।

নন্দকুমার। অদ্ভুত এই কোম্পানীর কর্মচারীরা জনাব। একদিকে চালাচ্ছে এরা সিংহাসনচ্যুতির ষড়যন্ত্র, আর একদিকে করছে, এই অনুগ্রহ প্রাপ্তির তোষামোদ। আশ্চর্য।

সমরু। That's the European politics Maharaja. (দ্যাটস দি ইউরোপীয়ান পলিটিক্স মহারাজা) এক হাট handshake (হ্যাণ্ডসেক্) করে ; লেকিন আউর এক হাট ছোরি সানায় !

মিরকাসেম। এই বুদ্ধিতে ওরা আমাদের মাত ক'রে দিচ্ছে, সমরু। বীরত্বে এরা আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ নয় ; কিন্তু বুদ্ধিতে ওরা অদ্বিতীয়।

নন্দকুমার। সুবুদ্ধিতে নয় জনাব,—দুর্বুদ্ধিতে !

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। বণ্ডেগী খোডাবণ্ড ! [কুর্নিশ করিলেন ; পরে নন্দকুমারকে দেখিয়া কহিলেন] Oh ! Mr. Nund Coomar is here ! (ও ! মিষ্টার নাণ্ড কুমার ইজ হিয়ার !)

মিরকাসেম। কেন সাহেব, মহারাজের এখানে আগমনে তোমার কোন ভয়ের কারণ আছে নাকি ?

ওয়ারেণ। হামরা ইংরাজ জাটি ভয় কাহাকে বলে টাহা জানে না। কিণ্টু যাহার জন্য হামি এখানে হাসিয়াছে, I think, (আই থিঙ্ক) টাহা আর সফল হইবে না।

মিরকাসেম। কি জন্য তুমি এখানে এসেছ সাহেব ?

ওয়ারেণ। ক্যালকাটা হইটে আমাদের ত্রিশখানা সওডাগরী boats (বোটস) পাটনা যাইতেছিল ; টাহাডিগকে মুঙ্গেরে হাটক করিয়াছেন। হামি টাহাডিগকে খালাস করিবে বলিয়া হাপনার নিকটে হাসিয়াছিল।

মিরকাসেম। কিন্তু আমার সংবাদ, এসব নৌকায় গোলা-গুলি, অস্ত্র-শস্ত্র যাচ্ছে, পাটনায় এলিসের কাছে!

ওয়ারেণ। মিঠ্যা কঠা। [নন্দকুমারের দিকে আড়চোখে একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া] মণ্ড লোকে হামাডের শট্রুটা করিয়া হাপনাকে মিঠ্যা কঠা বলিয়াছে।

মিরকাসেম। মিথ্যা কথা ? সমরু!

সমরু। [স্যালুট করিয়া] Your Excellency! (ইওর এক্সেলেন্সী)

মিরকাসেম। আটক নৌকার খানাতল্লাসীর সংবাদ!

[স্যালুট করিয়া সমরুর প্রস্থান

ওয়ারেণ। হামি ডেখিটেছে, হাপনি হামাডের সহিট সণ্ডি ভঙ্গ করিটেছেন!

মিরকাসেম। সন্ধি ভঙ্গ কর্‌ছি আমি! বলতে তোমার জিবে একটুকুও আটকালো না সাহেব। তুমি আর তোমাদের গভর্ণর ভান্সিটার্ট এই মুঙ্গেরে এসে আমার সঙ্গে সন্ধি করে গিয়েছিলে, দেশীয় বাণিজ্যে তোমরা শতকরা ন'টাকা হারে আমাকে শুল্ক দেবে। কেমন, এ সন্ধি তোমরা করেছিলে কি না ?

ওয়ারেণ। Yes, (ইয়েস্) হামরা টাহা অস্বীকার করে না।

মিরকাসেম। কিন্তু তোমরা তো তা দিলে না, উপরন্তু তোমাদের

কর্মচারীরাও ফাঁকি দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাচ্ছে ! শুধু তাই নয়, তোমাদের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে তোমাদের কুঠিয়ালরা আমার কর্মচারীদের গ্রেফ্‌তার ক'রে কোলকাতায় চালান দিচ্ছে, রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে যেখানে সেখানে হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। তাতে তোমাদের সন্ধি ভঙ্গ করা হ'চ্ছে না সন্ধি ভঙ্গ করা হ'চ্ছে শুধু তখন, যখন আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত অস্ত্র-শস্ত্র আমি আটক করলুম। চমৎকার যুক্তি বটে !

ওয়ারেণ। হামাডের লোকে হন্যায় করিলে হামাডের কাউন্সিল টাহার বিচার করিবে। লেকীন নবাব যে হট্যাচার করিটেছেন—

নন্দকুমার। তারও বিচার তোমরাও করতে চাও নাকি ? দেশের রাজা যদি কোন অন্যায় করেন, তবে তা দেখবে দেশের প্রজারা,—তোমরা বিদেশী বেণেরা নয়।

ওয়ারেণ। নবাব বাহাডুর হামাদের বাণিজ্যের ক্ষটি করিটেছেন। টিনি ডেশী লোকের বাণিজ্য-মাশুল টুলিয়া ডিয়াছেন !

মিরকাসেম। কেন তুলে দেব না ? তোমরা বিদেশ থেকে এসে আমাদের দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে, আর শতকরা সাতাশ টাকা মাশুল দিয়ে মরবে আমার দেশের দরিদ্র চাষী তাঁতী। তা হবে না—হবে না সাহেব। তোমাদের দুর্ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার ক'রেও দেশ থেকে আমি সমস্ত মাশুল তুলে দিয়েছি। যাও সাহেব, এবার যত পার তোমার ব্যবসা করগে।

ওয়ারেণ। হাপনি নিজের ক্ষটি করিয়া হামাডের ক্ষটি করিটেছেন। But remember, (বাট রিমেম্বার) হামরাই হাপনাকে নবাবী ডিয়াছে।

মিরকাসেম। তাই নবাবী করছি সাহেব,—গোলামী করিনি !

ওয়ারেণ। কিণ্টু হামাডের বাণিজ্যের ক্ষটি করিলে হামরা হার হাপনার সহিট সড্‌ভাব রাখিটে পাড়িবে না।

মিরকাসেম। তা জানি সাহেব, তোমরা আবার আর একজনের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন ক'রে বাংলার মসনদ বিক্রী করবে। আর সে আয়োজন যে হ'চ্ছে, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু মনে রেখো তোমরা, প্রজার জন্য এবার আমার জীবন পণ।

সমরুর প্রবেশ

সমরু। [স্যালুট করিয়া] জনাব।

মিরকাসেম। খানাতল্লাসীর সংবাদ ?

সমরু। নৌকা বোঝাই গোলা-গুলি, বন্দুক-বারুদ !

[স্যালুট করিয়া সমরুর প্রস্থান। ক্ষিপ্তের মত মিরকাসেম চীৎকার করিয়া উঠিলেন—]

মিরকাসেম। হেষ্টিংস !

[হেষ্টিংস চমকিয়া উঠিলেন। ক্রোধভরে মিরকাসেম বার কয়েক দ্রুত পদচারণা করিয়া শেষে সহসা হেষ্টিংসের সম্মুখে যাইয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন]

যাও—এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ কর তুমি। আমার অধিকারের এলাকার মধ্যে যেন আর কোনদিন আমি তোমাকে দেখতে না পাই। আমার নবাবী লাভের সময় তুমি একদিন আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলে। তাই আর আমি তোমাকে বন্দী না করে সেই উপকারের প্রতিদান দিলুম। যাও—চ'লে যাও তুমি এখান থেকে।

ওয়ারেণ। হাপনি হামাডের সহিট যেরূপ ব্যবহার করিলেন, ইহার ফল কিণ্টু ভাল হইবে না।

[প্রস্থান

মিরকাসেম। তা জানি সাহেব ! তোমাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভেদ-বুদ্ধি আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশে,

তাতে ভাল আর আমাদের কস্মিনকালেও হবে না। তা না হ'লে তোমরা আমার সর্বনাশের ষড়যন্ত্রে আমারই পরমাত্মীয়ের সাহায্য পাও!

বেগে নজাব খাঁর পুনঃ প্রবেশ

নজাফ। সর্বনাশ জনাব, পাটনার সর্বনাশ! মীর মেহেদী খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছেন, দুর্বৃত্ত এলিস—

মিরকাসেম। দুর্বৃত্ত এলিস?

নজাফ। অতর্কিত আক্রমণে পাটনার দুর্গ দখল করেছে। নিরীহ নর-নারী নির্বিচারে হত্যা করছে। হত্যায়, লুণ্ঠনে, অগ্নিদাহে পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল—

মিরকাসেম। সমরু! সমরু!

সমরুর প্রবেশ

সমরু। [স্যালুট করিয়া] হুকুম জনাব!

মিরকাসেম। এই মুহূর্তে তুমি, মার্কার আর মীর নাসীর—তোমাদের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে পাটনায় রওনা হও। আমি চাই—শৃঙ্খলিত এলিস।

[সমরু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কটি-বিলম্বিত বিউগিল লইয়া সঙ্কেত-ধ্বনি করিলেন, পরে মিরকাসেমের দিকে ফিরিয়া স্যালুট করিয়া চলিয়া গেলেন]

নজাফ। আমাকেও অমনি আদেশ দিন জাঁহাপনা, বাংলার যেখানে যত নেমকহারাম ষড়যন্ত্রকারী আছে—

মিরকাসেম। হ্যাঁ, নেমকহারাম ষড়যন্ত্রকারী—আমি আজই এই মুহূর্তে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাব। মহারাজ নন্দকুমার—

নন্দকুমার। আমি আপনার যাত্রাপথে অগ্রগামী নকীবের মত বজ্রকণ্ঠে হেঁকে যাব,—"কে আছ বাংলার বীর সন্তান, কে আছ

স্বাধীনতার উত্তর সাধক,—ওঠো জাগো, বেরিয়ে এস,—পলাশীর প্রান্তরের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি দাও।"

[প্রস্থান

মিরকাসেম। নজাফ, তুমি আমার সহযাত্রী।

[মিরকাসেম অগ্রসর হইলেন। নজাফ খাঁ কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মিরজাফরের কলিকাতাস্থ প্রাসাদের বিশ্রাম-কক্ষ

মিরজাফর ও মণিবেগম কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

মিরজাফর। না—না, তুমি আর আমাকে ও অনুরোধ ক'র না। নবাবী করার সখ আমার মিটে গেছে মণিবিবি। তুমি কি মনে কর খোদাতালা ব'লে একজন কেউ নেই? আছে—আছে। তা যদি না থাকতো, তাহ'লে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কর্মের দোসর, বার্ধক্যের আশ্রয়, মীরণের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত না। বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, ফাঁকি দিয়ে যেমন নবাবী নিয়েছিলুম, তেমনি শেষে একদিন তার সর্ব্বোচ্চ মূল্যই আমাকে দিতে হয়েছে। সে মূল্য কি জান? আমার মীরণের জীবন।

মণিবেগম। কিন্তু আমি তোমাকে আর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে নবাবী নিতে বল্‌ছি না, জনাব। আমি বলছি, বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দান ক'রে এবার তুমি নবাবী নাও।

মিরজাফর। বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দান ক'রে? কি শাস্তি তুমি দিতে বল, মণিবিবি?

মণিবেগম। প্রাণদণ্ড।

মিরজাফর। প্রাণদণ্ড! তাহ'লে গোটা বাংলাকেই যে একটা বিরাট গোরস্থান ক'রে তুলতে হয়, মণিবিবি! বাংলায় বিশ্বাসঘাতক নয় কে? রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ, মহাতাপ জগৎশেঠ, সেনাপতি ইয়ার লতিফ,এমন কি এই মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুর পর্যন্ত। বেইমান—বেইমান—মণিবিবি, বাংলার সবাই বেইমান।

মণিবেগম। কিন্তু মিরকাসেম সকলকে ছাড়িয়ে গেছে জনাব। মীরণের মৃত্যুর পর তোমার রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা অতি বড় বিশ্বাসে তার হস্তে অর্পণ করেছিলে।

মিরজাফর। সিরাজউদ্দৌলাও অতি বড় বিশ্বাসে পলাশীর যুদ্ধ শিবিরে তার রত্ন মুকুট আমারই হাতে তুলে দিয়েছিল, মণিবিবি। না—না, কোন দুঃখ নেই। নবাবী আমার যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই চ'লে গেছে। দুঃখ করবার এতে কিছু নেই।

মণিবেগম। কিন্তু তোমার মীরণ যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহ'লে কি তুমি এই কথা এমনি ধারা সহজ কণ্ঠে বলতে পারতে, জনাব? নিজের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে বাংলা মসনদের উত্তরাধিকারী দেখে যাবার বাসনা কি এতটুকুও তোমার মনে জাগতো না, জাঁহাপনা?

মিরজাফর। কেন! হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেন মণিবিবি?

মণিবেগম। মীরণের মৃত্যুতে তুমি তোমাকে নিঃসন্তান ব'লে মনে কর, তাই আজ আমার এই প্রশ্ন জাঁহাপনা!

মিরজাফর। আমি আমাকে নিঃসন্তান ব'লে মনে করি! তুমি কি বলছো বেগম সাহেবা? আল্লার দোয়ায় এখনও আমার নজামুদ্দৌলা সইফুদ্দৌলা বেঁচে আছে।

মণিবেগম। কিন্তু তারা তো তোমার বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত নয়, জাঁহাপনা। তারা যে নর্তকী মণিবিবির গর্ভজাত! তাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যতই অন্ধকার হোক, তোমার উদ্বেগের কিছুই নেই।

মিরজাফর। সিরাজউদ্দৌলার বেগম-মহলে সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত ক'রে তাদের মা যে আজ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। সুতরাং তা'দের ভবিষ্যৎ জীবন অনুজ্জ্বল নয়, বিবি!

মণিবেগম। জীবনের উজ্জ্বলতা শুধু ঐশ্বর্যের ওপরই নির্ভর করে না, জনাব। তোমার ছুরুন হরকরারও তো অগাধ ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু সামাজিক পদমর্যাদায় তার স্থান ছিল কোথায়?

মিরজাফর। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মিরজাফর খাঁর ঔরসজাত সন্তানের পদমর্যাদার জন্য তুমি চিন্তিত বেগম সাহেবা!

মণিবেগম। নবাবের ঔরসজাত সন্তান যদি নবাব না হয় তাহ'লে যে সে নর্তকীর পুত্রই থেকে যাবে, জনাব।

মিরজাফর। কিন্তু আমি—আমি যে নিজেই সিংহাসনচ্যুত। পুত্রকে আমি সিংহাসনে বসাব কেমন ক'রে, মণিবিবি?

মণিবেগম। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করবার, সব আমিই করবো। তুমি শুধু আমার কথায় প্রতিবাদ ক'র না,—কার্যের প্রতিবন্ধক হ'য়ো না। যে ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে মিরকাসেম তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে, সেই ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আবার ভবিষ্যতের জন্যে শুধু হস্তগত ক'রে রাখবো আমার নজামুদ্দৌলার গদীতে বসবার অধিকার।

রাজবল্লভের প্রবেশ

রাজবল্লভ। [কুর্ণিশ করিয়া] বন্দেগি খোদাবন্দ।

মিরজাফর। কে রাজা রাজবল্লভ! তাহ'লে আপনিও আছেন এর মধ্যে।

রাজবল্লভ। গোলাম চিরদিনই জাঁহাপনার হিতাকাঙ্খী।

মিরজাফর। কিন্তু মিরকাসেম না আপনাকে পাটনার নায়েব নবাব করেছিল।

রাজবল্লভ। করেছিল জনাব! কিন্তু অমূলক সন্দেহে আমি আজ পদচ্যুত। পাটনার নায়েব-নবাব এখন মীর মেহেদী খাঁ।

মিরজাফর। ও! তাই তুমি আমার হিতাকাঙ্খী?

রাজবল্লভ। বান্দা আপনারই গোলামী ক'রে জীবন কাটাতে চায়, জাঁহাপনা।

মিরজাফর। এই মহৎ সঙ্কল্প কি একা তোমারই রাজা রাজবল্লভ? —না, অনুসঙ্গী দু'একজন আরও আছে!

রাজবল্লভ। মহাতাব জগৎশেঠও আপনার শুভাকাঙ্খী জনাব!

মিরজাফর। অর্থাৎ এ ষড়যন্ত্রে তিনিও আছেন!

মণিবেগম। মিরকাসেমের অত্যাচারে দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জর্জরিত। তাই তাঁরা আজ আপনারই শাসন কর্তৃত্বের পক্ষপাতী।

মিরজাফর। অথচ কোম্পানীর টাকা পরিশোধ করবার জন্য যখন আমি এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলুম, তখন কেউ আমার দিকে একবার ফিরেও চায়নি, মণিবিবি। দেওয়ান রাজবল্লভ তখন রাজস্ব আদায়ে অপারগ, ধনকুবের জগৎশেঠ তখন ঋণদানে অসমর্থ।

মণিবেগম। কিন্তু এবার আর তোমার সে চিন্তা নেই। যত টাকা লাগে, এবার আমি দেব। কোম্পানীর কাউন্সিলের সঙ্গে সে বিষয়ে আমার চুক্তিও হ'য়ে গেছে।

মিরজাফর। আমার অজ্ঞাতসারে দেখ্‌ছি, তুমি অনেক দূর এগিয়েছ। ফিরে আসবার বোধ হয় এখন আর কোন উপায়ই নেই?

মণিবেগম। উপায় থাকলেও আমি আর ফিরবো না জনাব। তোমাকে আমি আবার বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে যদি এক ঘণ্টাও বেঁচে থাকি, তবে সেই হবে আমার জীবনের পরম সার্থকতা।

জগৎশেঠের প্রবেশ

জগৎশেঠ। আমাদেরও ঐ কথা জনাব! [কুর্ণিশ করিলেন]

মিরজাফর। আসুন শেঠজি। আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, মিরকাসেমের দেনা-পাওনা এখন চলছে কার সঙ্গে?

জগৎশেঠ। আগরওয়ালা বুলাকিদাস শেঠের সঙ্গে জাঁহাপনা!

মিরজাফর। তাই বুঝি আমার প্রতি আপনার আজ এই অহেতুক হিতৈষণা।

জগৎশেঠ। আজ্ঞে—

[কি বলিবেন ব্ঝিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন]

মিরজাফর। দেখ্‌ছ মণিবিবি, এদের এই হিতাকাঙ্খীতার মূল কোথায়? রাজা রাজবল্লভ চান, তাঁর হারাণো কর্তৃত্বপূর্ণ রাজ-পদ পুনরুদ্ধার করতে, আর মহাতাব জগৎশেঠ চান, তাঁর অচল লগ্নী কারবার সচল করতে। আমাকে নবাবী দিয়ে একজন হবেন আমার দেওয়ান, আর একজন হবেন আমার মহাজন। আর আমি হবো উভয়ের তাঁবেদার।

ওয়ারেণ হেষ্টিসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। Good morning Ex-Nawab. (গুড্‌মর্ণিং এক্স নবাব।) হামারা ঠাকিটে হাপনাকে হার কাহারও টাবেডার হইটে হইবে না। এই সণ্ডিপত্রে sign (সাইন) করিয়া ডিলে হাপনি হামাডের বণ্ডু হইবেন।

মণিবেগম। হ্যাঁ, কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের নতুন চুক্তিপত্র। দাও, তুমি সই করে দাও।

মিরজাফর। কিন্তু গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মিরকাসেমের সঙ্গে মুঙ্গেরে যে সন্ধি করছেন, তার কি হবে?

ওয়ারেণ। That was thrown in the waste-paper basket. (ছাট ওয়াজ থোন ইন দি ওয়েষ্ট-পেপার বাস্‌কেট) মিরকাসেমের সহিট হার হামাডের কোনও ডোষ্টি নাই। সে হামাডের বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে, প্রজাটির রক্টপাট করিয়াছে। হামরা এবার উহাকে এমন শাষ্টি ডিবে যে, সারা বাংলাডেশ ভয়ে কাঁপিয়ে উঠিবে।

মণিবেগম। শুধু তাই নয়, মিরকাসেমকে যারা সাহায্য করছে তাদেরও ছাড়া হবে না সাহেব। মিরকাসেম-সংশ্লিষ্ট সমস্ত চিহ্ন বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের কোন বিদ্রোহই যেন আর মাথা তুলতে না পারে। দাও, সই ক'রে দাও তুমি।

মিরজাফর। আমি সই করব না মণিবিবি! মিরকাসেম আমার পর নয়—পরমাত্মীয়, পুত্রস্থানীয়! সে আমার একমাত্র মাতৃহারা কন্যার স্বামী - আমার জামাতা।

মণিবেগম। অথচ ঐ জামাতাই একদিন তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য অম্লানবদনে ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। ঐ জামাতাই একদিন তোমাকে শৃঙ্খলিত করবার উদ্দেশ্য নিশীথে রাত্রির অন্ধকারে সসৈন্যে তোমার প্রাসাদ বেষ্টন করেছে। ঐ জামাতাই তোমাকে একদিন চোরের মত প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে মোরাদাবাদের গঙ্গায় সারারাত সপরিবারে নৌকায় কাটাতে বাধ্য করেছে।

জগৎশেঠ। ঐ মিরকাসেমের ভয়েই আপনি মুর্শিদাবাদে থাকতে সাহস করেননি। ঐ জামাতার ভয়েই আপনি কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন—ঐ মিরকাসেমের ভয়েই আপনি আজ ফকিরি নিয়ে মক্কায় চ'লে যেতে চান।

মণিবেগম। আর ঐ মিরকাসেমের নির্দেশে আজ তোমার মাসিক ভাতা মাত্র দু'হাজার টাকা। তার একজন গোলামের গোলামও এর চেয়ে ঢের বেশী টাকা মাইনে পায়।

রাজবল্লভ। অথচ আপনিই ছিলেন একদিন এই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য-বিধাতা!

মণিবেগম। আর সেই তুমি আজ মিরকাসেমেরই ষড়যন্ত্রে দীনহীন পথের ভিখারী।

মিরজাফর। দাও—দাও সাহেব, তোমার সন্ধিপত্র দাও। আমি এখনই সই ক'রে দিচ্ছি! [হেষ্টিংসের হাত হইতে সন্ধিপত্রটি একরূপ ছিনাইয়া লইলেন। মণিবেগম তাড়াতাড়ি দোয়াতে কলম ডুবাইয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। মিরজাফর সহি করিয়া সন্ধিপত্রটি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—] যাও—যাও সাহেব, এখুনি—এই মুহূর্তেই তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। আমি নেমকহারাম, দেশদ্রোহী, যা-ই হই, তবু আমি—রক্তমাংসেই গড়া। আমারও মনে মায়া আছে, স্নেহ আছে, বাৎসল্য আছে। আমি জানি, আমি জানি, কিসে আমি সই ক'রে দিয়েছি। ওটা সন্ধিপত্র নয় সাহেব, সন্ধিপত্র নয়। ও আমার একমাত্র মাতৃহারা কন্যার ললাট লক্ষ্য করে আমারই নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা,—ওটা আমারই স্বাক্ষরিত তার অকাল-বৈধব্যের হুকুমনামা।

[প্রস্থান

ওয়ারেণ। নবাবকে ডেখিয়া হামার টেমন ভাল বোঢ হইটেছে না, বেগম সাহেবা। হামি হাশা করে, হাপনি টাহাকে steady (ষ্টেডি) রাখিবেন। মনে রাখিবেন হাপনাডের জন্য হামরা জরুর মিরকাসেমের বিরুড্ডে যুড্ড ঘোষণা করিবে। Good night. [গুড্ নাইট]

[প্রস্থান

মণিবেগম। রাজা সাহেব, শেঠজি! বাংলার মসনদে যদি মিরজাফরকে আবার আমি কখন বসাতে পারি, তাহ'লে জানবেন, আপনাদের এ অনুগ্রহের ঋণ আমি নিশ্চয়ই পরিশোধ করবো।

[প্রস্থান

জগৎশেঠ। মিরজাফরকে তো আমাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট ব'লে বোধ হ'ল না, রাজা সাহেব!

রাজবল্লভ। মিরজাফরের সন্তোষ অসন্তোষে কিছু যায় আসে না। মণিবিবিকে হাতে রাখতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে, শেঠজি।

জগৎশেঠ। হ্যাঁ, তা বটে—

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের উদ্যান বাটিকা। নর্তকীগণ নীরবে নাচিতেছিল। জগৎশেঠ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল। জগৎশেঠ ধূমপান আরম্ভ করিলেন। নর্তকীগণ গান ধরিল

নর্তকীগণ। **গীত**

বঞ্জুল বন-বীথি মঞ্জুল জ্যোছনায়।
যৌবন মৌ-বনে মন যেন কারে চায়॥
কুঙ্কুমে রাঙা ঠোঁট চাহে আজি চুম্বন,
বল্লরী বাহু দু'টি চাহে প্রিয়-বন্ধন,
খঞ্জন আঁখি আজি খোঁজে কোন অজানায়।
চঞ্চল বুলবুল গুলবাগে দেয় শিস্,
উন্মনা মন শুধু করে আজ নিশ্‌ পিশ্‌,
উচ্ছল সুরা আজ হৃদয়ের পিয়ালায়॥

[প্রস্থান

ওয়ারেণ। It's really miracle (ইট'স রিয়েলি মিরাকল্) হাপনার ঢনডৌলটের সহিট নর্টকীগুলি বড় চমট্কার খাপ খাইয়াছে। হাপনি যেন সোনার হাংটিটে হীরা বসাইয়াছেন।

জগৎশেঠ। [প্রসন্নচিত্তে] হেঁ—হেঁ—হঁ! বেড়ে উপমাটি কিন্তু তুমি দিয়েছ সাহেব।

ওয়ারেণ। হালবট ডিবে। হীরা হইটেছে হাপনার এই স্থণ্ডরী নর্টকীগণ।

জগৎশেঠ। সব কাশ্মীরী সাহেব,—একদম খাঁটি কাশ্মীরী।

ওয়ারেণ। হার সোনার হাংটি হইটেছে হাপনার অটুল ঢন ডৌলট।

জগৎশেঠ। অথচ আমাদের পূর্ব পুরুষ হীরানন্দ যখন স্থদূর মাড়োয়ার থেকে এদেশে আসেন, তখন সম্বল মাত্র—লোটা আর কম্বল। তারপর মাথার জোরে বাংলার সম্পদ্ আজ শেঠেদের ঘরে। বুঝলে সাহেব,—শুধু মাথা—মাথার জোরেই সব।

রাজবল্লভের প্রবেশ

রাজবল্লভ। কিন্তু আপনার ঐ মাথাই বুঝি আর থাকে না শেঠজী।

জগৎশেঠ। কেন—কেন? আমার মাথা আর যাবে কোথায়?

রাজবল্লভ। বন্দুকের গুলিতে উড়ে যেতে পারে, কিংবা তলোয়ারের ঘায়ে মাটিতেও গড়াগড়ি যেতে পারে।

জগৎশেঠ। এঁ্যা! তুমি কি বলছো রাজা সাহেব! ভয়ে আমার হাত পা যে পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

রাজবল্লভ। ভয় পাবার মতই কথা, শেঠজী! আমি এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি, নবাব মিরকাসেম আপনাকে বন্দী করবার জন্ত সসৈন্তে এই মুর্শিদাবাদে এসেছেন।

জগৎশেঠ। এঁ্যা।

ওয়ারেণ। Is that so ? (ইজ ছাট সো) হাপনি সট্য বলিটেছেন না, রসিকটা করিটেছেন ?

রাজবল্লভ। রসিকতার বিষয়-বোধ আমার আছে সাহেব !

ওয়ারেণ। Well, (ওয়েল) [জগৎশেঠের পিঠ চাপড়াইয়া] don't be afraid my friend. (ডোণ্ট বি এফ্রেড মাই ফ্রেণ্ড) মিরকাসেম যডি হাপনাকে বণ্ডী করে, টাহ'লে council (কাউন্সিল) এর সাহায্যে হামি হাপনাকে খালাস করিয়ে হানিবে। হামি হাজই এখুনি Calcutta (ক্যালকাটা) যাইবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

জগৎশেঠ। [প্রসারিত হস্তে পথ রোধ করিয়া] না-না, তুমি যেওনা সাহেব, তুমি যেওনা, আমার মাথা খাও, তুমি যেওনা মাইরি।

ওয়ারেণ। Oh, no-no (ও, নো নো) হামার ঠাকিবার উপায় নাই।

[হাত সরাইয়া দিয়া দ্রুত প্রস্থান

জগৎশেঠ। সাহেব নিজের প্রাণ নিয়ে পালালো রাজা সাহেব! আমাদের দিকে একবার ফিরে তাকালে না।

রাজবল্লভ। ও-সব বন্ধুর কাছে আমরা এর বেশী আর কিছু আশা ক'রতে পারি না, শেঠজী।

জগৎশেঠ। কিন্তু আমি এখন কি করি ?

রাজবল্লভ। আপনিও পালিয়ে যান।

জগৎশেঠ। পালাব ! কিন্তু কোথায়—কেমন করে ? আমার এই বস্তা বস্তা টাকা-মোহর, সোনা-রূপা, হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তা, চুণি-পান্না, এই সব ফেলে আমি কেমন ক'রে পালাব রাজা সাহেব ?

[নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ]

রাজবল্লভ। ঐ বোধ হয় প্রহরীকে হত্যা ক'রেই নবাব ফটকে ঢুকলেন।

জগৎশেঠ। [হতবুদ্ধি ও ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গড়গড়াটি হাতে লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন] তাইতো - কি করি— কোথায় যাই,—কোথায় লুকাই—কোথায় পালাই—

রাজবল্লভ। বিপদে অত চঞ্চল হবেন না শেঠজী।

জগৎশেঠ। চঞ্চল হব না ?

রাজবল্লভ। না। স্থির হয়ে দাঁড়ান।

জগৎশেঠ। কিন্তু পা কাঁপছে যে ! ওঃ ! কি বলবো রাজাসাহেব, অন্ততঃ যদি দু'ঠো দিন সময় পেতুম, তা'হলে আমার সমস্ত ধন রত্ন নিয়ে পালাতে পারতুম।

মিরকাসেম ও নজাফখাঁর প্রবেশ

মিরকাসেম। কিন্তু সে সুযোগ আর আপনার হ'ল না শেঠজী। [রাজবল্লভকে দেখিয়া] এই যে রাজাসাহেবও দেখ্‌ছি এখানেই আছেন।

রাজবল্লভ। বন্দেগী জনাব ! [কুর্নিশ করিলেন]

জগৎশেঠ। [সভয়ে] বন্দেগী জনাব !

[কলের পুতুলের মত অবিশ্রান্ত কুর্নিশ করতে লাগিলেন]

মিরকাসেম। [কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জগৎশেঠের দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! মহতাব চাঁদ জগৎশেঠের রাজভক্তিতে আজ বান ডেকেছে দেখছি যে।

জগৎশেঠ। [অপ্রস্তুত হইয়া] আজ্ঞে,—না—না—তা—নয়,— তবে কিন্তু ··জাঁহাপনার সমস্ত কুশল তো ?

মিরকাসেম। আমার কুশল চিন্তায় দেখ্‌ছি শেঠজীর গভীর রাত্রিতেও ঘুম হয় না।

জগৎশেঠ। আজ্ঞে, গোলাম চিরদিন জনাবের মঙ্গলাকাঙ্খী।

মিরকাসেম। তাই বাধ্য হ'য়ে আজ আমাকেও আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্খী হ'তে হয়েছে। ইংরাজদের সঙ্গে শীঘ্রই আমাদের যুদ্ধ বাঁধবে। সে যুদ্ধে যাতে আপনাদের মত শুভানুধ্যায়ীদের জীবন ও ধন-রত্ন আমার শত্রুদের হাতে প'ড়ে বিপন্ন না হয়, তারই জন্য আমাকে আজ সুদূর মুঙ্গের থেকে এই মুর্শিদাবাদে আসতে হয়েছে।

রাজবল্লভ। জনাব কি আমাদের—

মিরকাসেম। সসম্মানে মুঙ্গেরে নিয়ে যেতে চাই রাজাসাহেব।

জগৎশেঠ। মুঙ্গেরে!

মিরকাসেম। হ্যাঁ! আসন্ন যুদ্ধের এই দারুণ সঙ্কটে আপনাদের মত হিতাকাঙ্খীদের উপদেশ আমার সর্বদাই প্রয়োজন! নজাফ খাঁ!

নজাফ। [কুর্ণিশ করিয়া] জনাব!

মিরকাসেম। ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁ এদের জন্য প্রাসাদ দ্বারে উপযুক্ত যানসহ অপেক্ষা করছেন; এদের শিবিকায় তুলে সযত্নে মুঙ্গেরে নিয়ে যাও।

জগৎশেঠ। জ—না—ব!

মিরকাসেম। এরা বাংলার দিকপাল,—সমাজের শীর্ষস্থানীয়! মর্যাদা অনুযায়ী এদের সঙ্গে যেন অশ্বারোহী দেহরক্ষী থাকে।

নজাফ। আসুন আপনারা।　　　　[অগ্রসর হইলেন]

জগৎশেঠ। জাঁ—হা—প—না—

[মিনতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে মিরকাসেমের দিকে চাহিতে চাহিতে রাজবল্লভ সহ নজাফ খাঁর অনুসরণ করিলেন]

মিরকাসেম। স্বর্গগত নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা, তুমি ঘরের শত্রুকে উপেক্ষা ক'রে বাহিরের শত্রুকে দমন করতে গিয়েছিলে, তাই মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ-কক্ষে তোমার সেই শোচনীয় পরিণাম। কিন্তু আমি আর সে ভুল করবো না। ঘরের শত্রুকে নিঃশেষে উজার ক'রে তবে আমি এবার হানা দেব বাহিরের শত্রুকে। দোয়া কর বন্ধু, তোমার অপূর্ণ আকাঙ্খা আমি যেন পূর্ণ করতে পারি,—হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি এই সোনার বাংলাকে যেন হিন্দু-মুসলমানের ক'রে রাখতে পারি।

[প্রস্থান



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নর্তকীগণ গাহিতেছিল

নর্তকীগণ। **গীত**

ওলো, আজিকে শুধু ঢাল সরাব।
মদের নেশায় মদির আঁখি,
গাল দু'টি হোক লাল গোলাব।
আজ ফাগুনে গুল্ বাগিচায়
প্রেমের গজল বুলবুলি গায়,
সেই সুরে আজ মিলাক না সুর
মোদের গানের বীন-রবাব।
শিরীন্ চাঁদের কিরণ-চুমায়;
তন্দ্রাতুরা দুনিয়া ঘুমায়;
মনের চোখে ভাসে তাহার
বেহেস্তেরই খোস-খোয়াব।

মিরজাফর প্রবেশ করিলেন। নর্তকীগণ সসম্মানে কুর্নিশ করিল

মিরজাফর। এখানে তোমাদের কে পাঠিয়েছে।

১মা নর্তকী। বেগম সাহেবা জাঁহাপনা!

মিরজাফর। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

[নর্তকীগণের কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান

বহুদিন পরে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ কক্ষে আবার সেই নর্তকীর নৃত্য-গীত ! মিরকাসেম সমস্ত নর্তকীকে বরখাস্ত করেছিল। নাচ-গানের চেয়েও সে ভালবাসত কামান-বন্দুক, নর্তকীর চেয়ে সৈন্যদল। কিন্তু তার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের বিলাসকক্ষে আবার সেই নর্তকীর নূপুরশিঞ্জন ! মণিবিবি মনে করে, নাচ গানে সে আমাকে উৎফুল্ল ক'রে রাখবে। কিন্তু সে জানে না, আমার অন্তরে যে কি দুর্বিসহ অন্তর্দাহ—কি মর্মান্তিক মর্মজ্বালা। [অবসন্নভাবে আসনে বসিয়া পড়িলেন]

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। **গীত**

তোমার মনের এই যে আগুন, এই যে দাহন-জ্বালা
এযে তোমার ইচ্ছা ক'রে নিজের হাতেই জ্বালা।
দেশকে দিয়ে জাহান্নামে পরলে মাথায় তাজ,
সেই তাজেরই পাষাণ ভারে পড়ছো নুয়ে আজ,
সাপের ছোবল হানলে তোমায় তোমার বিজয় মালা।
সোনার বাংলা শ্মশান যে আজ তোমার মহাপাপে,
তাইতো তোমার জ্বলছে জীবন খোদার অভিশাপে ;
সার হয়েছে তাইতো তোমার শুধুই অশ্রুঢালা ॥

[প্রস্থান

মিরজাফর। তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু ! এ আমার মহাপাতকেরই প্রায়শ্চিত্ত।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। [কুর্ণিশ করিয়া] জাঁহাপনা, আপনি আমাকে তলব করেছেন ?

মিরজাফর। হ্যাঁ, মহারাজা। তোমাকেই আজ আমার বড় প্রয়োজন। অন্ধ নিয়তির দুর্নিবার স্রোতে আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভেসে চলেছি ভাই। বাঁচাও—আমাকে তুমি বাঁচাও? (হাত ধরিলেন)

নন্দকুমার। [ব্যস্ত হইয়া] একি! আপনি আমাকে একি বল্‌ছেন, জনাব!

মিরজাফর। আমি ঠিকই বলছি, বন্ধু। পলাশীর মহাপাতকের শাস্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়-পুত্র মীরণকে তিনি বজ্রাঘাতে হত্যা করেছেন। সেই থেকে নবাবী করবার স্পৃহা আমার আর এতটুকুও নেই। অথচ—অথচ—

নন্দকুমার। আপনাকেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ব'লে কোম্পানী ঘোষণা করেছে· আপনারই নামে দেশের চতুর্দিক থেকে মিরকাসেমের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে।

মিরজাফর। কিন্তু আমি চাইনা আমার পুত্রতুল্য জামাতা আজ ভিক্ষুকের ঝুলি কাঁধে তুলে নিক্—আমার একমাত্র কন্যা আজ তার স্বামীর হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়াক।—দুনিয়ার চক্ষে আমি আজ—প্রভুদ্রোহী, দেশদ্রোহী, সন্তানদ্রোহী। এই অগৌরবের অনুশোচনায় আমার অন্তর দিনরাত জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। দেহে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বার্ধক্য দেখা দিয়েছে। দুনিয়ার মেয়াদ আর আমার বেশীদিন নেই। কিন্তু এই কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আমি কবরে যেতে চাইনা। আমি চাই দিনান্তে সূর্যের অন্তিম সমারোহের মত আমার শেষ জীবনটাকে মানুষের মহিমায় রঞ্জিত ক'রে যেতে। কিন্তু আমি দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ; ঘটনার স্রোত রোধ করতে পারি না। তুমি আমাকে সাহায্য কর বন্ধু।

নন্দকুমার। হুকুম করুন জনাব, গোলাম আপনার কি সাহায্য ক'রতে পারে।

মিরজাফর। আমি নবাব হয়েছি, তুমি আমার দেওয়ান হও। রাজ্যের

প্রধান কর্ণধার রূপে বৈদেশিক প্রভুত্বের এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে তোমার দেশকে উদ্ধার কর, তোমার জাতিকে রক্ষা কর, তোমার আশ্রিতকে বাঁচাও।

নন্দকুমার। কিন্তু আপনি আমাকে দেওয়ানী দিতে চাইলেও কোম্পানী তাতে রাজী হবে কেন জনাব? কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যই আমার বিরুদ্ধে—বিশেষতঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

মণিবেগমের প্রবেশ

মণিবেগম। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সম্মতির দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, শুধু তাই নয় বিপক্ষ কাউন্সিলকে স্বপক্ষে আনবার কৌশলও আমার অজানা নয়।

নন্দকুমার। জাঁহাপনার এই দেওয়ান নির্বাচনে আপনিও কি সায় দেন, বেগমসাহেবা?

মণিবেগম। কেন দেব না। আপনি আমার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করেছিলেন ব'লে?

নন্দকুমার। শুধু প্রতিবাদ নয় বেগমসাহেবা, আপনাদের সে উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য আজও আমার চেষ্টার বিরাম নেই।

মণিবেগম। সেইজন্যই তো আমি আপনাকে এই দেওয়ানী দেওয়া সমর্থন করি মহারাজ। এই বিশ্বাসঘাতকের দেশে আপনিই শুধু আজ মিরকাসেমের পরম হিতাকাঙ্খী বিশ্বাসী বন্ধু।

মিরজাফর। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ ও জগৎশেঠ—সবাই স্বার্থান্বেষী, সবাই নেমকহারাম। শুধু তুমি—

নন্দকুমার। আমি কিন্তু আপনার এই দেওয়ানী গ্রহণে এখন অক্ষম, জাঁহাপনা।

মিরজাফর। কেন?

নন্দকুমার। স্পষ্ট কথায় আপনার অন্তরে আঘাত লাগবে জনাব।

মিরজাফর। তা হোক। তবু আমি শুনতে চাই।

নন্দকুমার। কোম্পানীর ইস্তাহারে আপনি নবাব বলে ঘোষিত হয়েছেন ; কিন্তু প্রকৃত প্রভুত্ব এখনও মিরকাসেমের হাতে। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেও উধুয়ানালায় তাঁর বিপুল বাহিনী সুসজ্জিত। তাই এ গোলাম আপনাকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিম ব'লে এখনও ঠিক স্বীকার করতে পারছে না।

মণিবেগম। চমৎকার ! আপনার এই স্পষ্টবাদিতায় অন্তরে আঘাতই লেগেছে ব্রাহ্মণ! কিন্তু সে দুঃখের নয়—আনন্দের। আপনার অকপট অন্তরের এই অকুণ্ঠ বাণী—আপনার মহৎ জীবনের জয়ধ্বনি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য বিধাতা মিরজাফর যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারে, এমন মানুষ আপনি ছাড়া বাংলায় বোধ হয় আর একটিও নেই। ধরুন মহারাজ, আপনার এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার পুরস্কার—আমার এই হীরকমণ্ডিত কণ্ঠহার।

[গলা হইতে হার খুলিয়া নন্দকুমারকে দিলেন]

নন্দকুমার। [সসম্মানে তাহা গ্রহণ করিয়া] বেগম সাহেবার এ প্রসন্নতার দান বান্দার জীবনে পরম গৌরবময়।

মণিবেগম। [দ্বারস্থ প্রহরীর উদ্দেশ্যে] এই কোন হায় ? বন্দী কামালউদ্দীন !

মিরজাফর। কামালউদ্দিন !

মণিবেগম। হ্যাঁ, হুগলীর ইজারাদার। এই ব্রাহ্মণের মত সেও জাঁহাপনাকে নবাব ব'লে স্বীকার করতে চাইনি ! কিন্তু দু'জনের এই অস্বীকৃতির মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক্! তাই একজনকে আমি উপহার দিয়েছি আমার হীরক-হার, আর একজনকে লৌহ-শৃঙ্খল।

শৃঙ্খলিত কামালউদ্দিনের প্রবেশ

কামাল। বন্দেগী জাঁহাপনা।

[শৃঙ্খলিত হস্তে কুর্ণিশ করিবার চেষ্টা করিলেন]

নন্দকুমার। [সবিস্ময়ে] একি! তুমি!

কামাল। জী হ্যাঁ। আমি শেখ কামালউদ্দিন আলি খাঁ, পিতা শেখ রোস্তম আলিখাঁ, সাকিম হিজলী পরগণা, পেশা নিমক মহালের ইজারাদারী।

মিরজাফর। [নন্দকুমারের প্রতি] একে তুমি চেন মহারাজ?

নন্দকুমার। চিনি জাঁহাপনা। আমার জীবনের বড় দুঃসময়ে এর পিতা একবার আমার খুব উপকার করেছিলেন। বেগম সাহেবা, এর অপরাধ!

মণিবেগম। অনেক দিন ধ'রে ও নিমক-মহালের ইজারার টাকা ফেলে আসছিল। এখন রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে সে টাকা ও ফাঁকি দিতে চায়। মিরকাসেম বা জাফর আলি খাঁ,—কাকেও টাকা দিতে চায় না।

কামাল। কে যে নবাব তা বুঝতে না পারলে, কাকে আমি টাকা দি মশাই। তা ছাড়া দু-এক টাকা নয়,—

নন্দকুমার। আমি এর সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছি বেগম সাহেবা—আপনারা একে মুক্তি দিন।

মিরজাফর। তুমি দেবে এর টাকা!

নন্দকুমার। ওর পিতার কাছে আমি উপকৃত জাঁহাপনা।

মিরজাফর। মণিবিবি?

মণিবেগম। মহারাজের অনুরোধ আমি রাখতে পারি জনাব, যদি মহারাজ আমাদের অনুরোধ সমন্ধে পুনর্বিবেচনা করেন।

নন্দকুমার। কথা দিচ্ছি জনাব, উধুয়ানালায় মিরকাসেম যদি পরাজিত হয়, আমি আপনার দেওয়ানী গ্রহণ করব।

মণিবেগম। উত্তম! কামালউদ্দীন, তুমি মুক্ত।

কামাল। সেলাম জনাব,—সেলাম বেগম সাহেবা,—আর সেলাম মশাই আপনাকে। [যথাক্রমে মিরজাফর, মণিবিবি ও নন্দকুমারকে কুর্ণিশ করিয়া নন্দকুমারকে বলিল] বেড়ে লোক আপনি; আপনাকে মহাশয় ব্যক্তিও বলা যেতে পারে। অতঃপর এ গরীবকে স্মরণ রাখবেন; দায়ে পড়লে এবার আমি আপনার কাছেই আসবো মশাই।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। কামালউদ্দিনের টাকা গোলাম আজই আপনার দেওয়ান খানায় আমানত করতে চায় জাঁহাপনা।

মিরজাফর। কিন্তু মনে রেখ মহারাজ, তোমার টাকার চেয়ে তোমার দেওয়ানীই বেশী কাম্য।

নন্দকুমার। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলে না জনাব। উধুয়ানালার ওপরেই নির্ভর করছে, আমার সেই সৌভাগ্য।

[প্রস্থান

মণিবেগম। তা যদি হয়, তাহ'লে তোমাকে আমাদের দেওয়ানী স্বীকার করতেই হবে, ব্রাহ্মণ।

মিরজাফর। কিন্তু উধুয়ানালা?

মণিবেগম। উধুয়ানালা যুদ্ধে কোম্পানীর জয় অনিবার্য।

মিরজাফর। কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয় না মণিবিবি। উধুয়ানালা মিরকাসেমের সামরিক কৌশলের চরম নিদর্শন। তার ওপরে তার সুশিক্ষিত সৈন্যদল, অপরিমিত অস্ত্রবল।

মণিবেগম। সুশিক্ষিত সৈন্যদল, আর অপরিমিত অস্ত্রবলে যুদ্ধে জয় হয় না, জনাব। যুদ্ধে জয় হয়--

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। বিপক্ষদলে মিরজাফরী মনোভাবের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে।

মিরজাফর। একি! ফতেমা - ফতেমা। কন্যা আমার—

ফতেমা। না—না, আমি তোমার কন্যা নই,—আমি তোমার কন্যা নই বাবা—আমি শুধু মিরকাসেমের বেগম। পিতৃপরিচয়ের চেয়ে আমার স্বামীর পরিচয় অনেক গৌরবের, অনেক গর্বের। কিন্তু একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—বাবা আল্লার দেওয়া কোন সদ্‌গুণই কি ঠাঁই পায়নি তোমার অন্তরে? যে বাৎসল্য হিংস্র জানোয়ারেরও বুকে আছে, সেই বাৎসল্য থেকেও কি তুমি বঞ্চিত?

মিরজাফর। তুই জানিস না,—তুই জানিস না মা, তোদের জন্য আমার কি দুর্বিসহ অন্তর্বেদনা,—কি উৎকণ্ঠিত উদ্বেগ,—কি অপরিসীম দুশ্চিন্তা। আয়—আয়—কাছে আয়। এই বুকে মাথা রেখে কান পেতে তুই শোন—তোদের জন্য আমার অসহায় অন্তরাত্মার কি নীরব করুণ আর্তনাদ।

ফতেমা। তাই যদি সত্য হয়, তবে আমার সর্বনাশে কেন তোমার এই উন্মাদ উৎসাহ? দেশের সর্বনাশে কেন তোমার এই ইংরেজ আনুগত্য,—জাতির সর্বনাশে কেন তোমার এই কলঙ্ক অর্জন? আমি যদি তোমার কেউ না-ও হই,—তবু তোমার দেশ, তোমার জাতি,—তাদের মুখের দিকে একবার তুমি ফিরে চাও।—তোমার মেঘাচ্ছন্ন জীবন দিয়ে রমজানের চাঁদ দেখা দিক।

মিরজাফর। মাঝে মাঝে তাই মনে করি।—কিন্তু পারি না—পারি না। আমার দুর্নিয়তি হাত ধরে আমাকে দোজাখের পথেই নিয়ে যায়।

ফতেমা। আমি তোমাকে বেহেস্তের পথ দেখিয়ে দেব বাবা, চল তুমি আমার সঙ্গে মুঙ্গের দুর্গে।

মিরজাফর। মুঙ্গের দুর্গে ? দেশ ও জাতির গৌরব সাধনার পবিত্র কাবায়। হিন্দু ও মুসলমানের স্বাধীনতা রক্ষার পুণ্য জেহাদে ? একি ! আমার বিশ্বাসঘাতকতার কবর ফুঁড়ে এ কোন স্বদেশভক্ত মহাপুরুষের পূত আবির্ভাব। আমার অতীত জীবনের তিমিরঘন রাত্রিশেষে এ কোন কনকোজ্জ্বল অরুণোদয়ের কিরণোচ্ছ্বাস। মণিবিবি—মণিবিবি—

ফতেমা। জীবনের নব জাগরণের এ পুণ্য প্রভাতে তুমি আল্লার নামই নাও, বাবা। জঘন্য বারাঙ্গণার নামে তোমার জিহ্বা কলঙ্কিত ক'র না।

মণিবেগম। সতর্ক হ'য়ে কথা বল ফতেমা বিবি ! আমি বারাঙ্গণা হ'লেও তোমার মা।

ফতেমা। মা ! স্পর্ধা বটে তোমার মণিবিবি। একটা নগন্য বাইজী হ'য়ে, তুমি চাও নবাব-নন্দিনীর মা হ'তে। পিতার তুমি রক্ষিতা হ'তে পার, কিন্তু আমার তুমি মা হ'তে পার না, মণিবিবি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মিরকাসেম খাঁর বেগম একজন নাচওয়ালীকে কখনও মা বলে ডাকতে পারে না।

মণিবেগম। অথচ তোমার খসম্ সেই মিরকাসেম খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভূতপূর্ব নবাবের প্রধানা বেগম এই মণিবিবির গোলামী করেই একদিন জীবিকা অর্জন করেছিল।

ফতেমা। বাবা !

মিরজাফর। আমার যেন কেমন সব ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে মা, —আমার যেন সব কেমন ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে !

ফতেমা। বুঝেছি। [মনিবিবিকে দেখাইয়া] এই দুর্নিয়তিকে অতিক্রম করা তোমার সাধ্যাতীত। কিন্তু মনে রেখ বাবা, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই রইল না। তোমায় আমায় ইহ জীবনে এই শেষ দেখা। যাবার সময় আল্লার কাছে শুধু প্রার্থনা

করে যাই, যেন মণিবিবির খসমকে কোনদিন আমায় আর বাবা বলে ডাকতে না হয়।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন

মণিবেগম। দাঁড়াও ফতেমা বিবি। মুর্শিদাবাদ আজ আমার অধিকারে। এখান থেকে তোমার বেরিয়ে যেতে পারা আজ আমার মর্জির উপরেই নির্ভর করে।

ফতেমা। অর্থাৎ?

মণিবেগম। তুমি আমার বন্দিনী। এই কই হ্যায়?

ফতেমা। কোই নেই হ্যায় মণিবিবি! নবাব মিরকাসেমের বেগমকে বন্দী করতে অগ্রসর হবে এমন লোক সমগ্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় একজনও নেই।

মণিবেগম। তাই যদি হয়, তবে আমি নিজেই তোমাকে শৃঙ্খলিত করবো ফতেমা বিবি!

ফতেমা। সাবধান মণিবিবি। নবাব বেগমের অঙ্গস্পর্শের স্পর্ধা নিয়ে যদি আর এক পদও অগ্রসর হও, তাহ'লে তোমার জীবন [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া] বিপন্ন হবে।

মিরজাফর। ফতেমা—ফতেমা—

ফতেমা। সেলাম জাঁহাপনা,—সেলাম।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান

মিরজাফর। ওরে মাতৃহারা অভিমানিনী কন্যা আমার, শুনে যা—শুনে যা মা,—একটি কথা তুই শুনে যা আমার—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

মণিবেগম। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—এর প্রতিশোধ আমি নেব ফতেমা বিবি। যে নবাবীর অহঙ্কারে উন্মাদ হ'য়ে তুমি আমাকে আজ নাচওয়ালী বারাঙ্গণা ব'লে অপমান ক'রে গেলে, তোমার সেই নবাবী

আমারই প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নবাব মিরকাসেম ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে হাহাকার করে ফিরবে—তোমার বুক ফাটা আর্তনাদে গগন পবন মুখরিত হবে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রপুরে নন্দকুমারের বহিবাটী

পাগল গাহিতেছিল

পাগল　　**গীত**

আমার আকুল আশা,—
স্মৃতির দুয়ারে খোঁজে বারে বারে
সেদিনের ভালবাসা।
ফুরায়েছে রূপকথা
স্বপনের মণি গাঁথা
আঁখি জলে বৃথা ভাসা॥
যে যাবার গেছে চলে,
মনের আকাশে তারি স্মৃতিটুকু
তারা হ'য়ে আজো জ্বলে
হারাণো দিনেরে স্মরি,
নয়নে পড়িছে ঝরি;
মিছে সব কাঁদা-হাসা॥

গুরুদাসের প্রবেশ

গুরুদাস। তোমার অভিযোগের বিচার-ফল শুনেছ, ব্রাহ্মণ?

পাগল। আমার অভিযোগের। কার বিরুদ্ধে?

গুরুদাস। হেষ্টিংসের মুন্সি নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে।

পাগল। নবকৃষ্ণ! কি করেছিল সে? দাঁড়াও ভেবে দেখ্‌তে হবে।

গুরুদাস। না—না—, ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই বিস্মৃতি তোমার চিরস্থায়ী হোক।

পাগল। না, মনে পড়েছে! নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে সে আমার স্ত্রীকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে।—শনির দৃষ্টিতে সে আমার সাজানো বাগান জ্বালিয়ে দেছে, নিষ্ঠুর পদাঘাতে আমার সাধের খেলাঘর ভেঙ্গে

গুরুদাস। মনেই যখন পড়ল, তখন আরও একটু স্মরণ কর।

পাগল। মনে পড়েছে,—আমি তোমার পিতাঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে ক'লকাতার জমিদার চার্লস ফ্লায়ার সাহেবের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে এসেছিলুম।

গুরুদাস। কিন্তু ফ্লায়ার সাহেব তোমার অভিযোগের কথা বিশ্বাস না ক'রে কাউন্সিলের উপরে তার বিচারের ভার দিয়েছিলেন।

পাগল। তারপর?

গুরুদাস। কাউন্সিল বিচার ক'রে রায় দিয়েছেন—নবকৃষ্ণ নির্দোষ।

পাগল। বাঃ? চমৎকার বিচার! আমাকে এখুনি একবার তাহ'লে কোলকাতায় যেতে হবে?

গুরুদাস। কেন?

পাগল। কাউন্সিলের বিচারকদের ধন্যবাদ দিয়ে আসতে হবে। ফল যাই হোক, কষ্ট করে বিচারের অভিনয়টা তো তাঁরা করেছেন। মাকে তুমি ব'ল ভাই, আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। কোথায় তুমি যাবে ব্রাহ্মণ ?

পাগল। কোথায় আমি যাবো ? দাঁড়াও, ভেবে দেখতে হবে। [একটু ভাবিয়া] ও-হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

পাগল। গীত

ওই পথ আমারে ডাক দিয়েছে অসীম অনির্দেশে।
যেথা সাগর জলের ঢেউ গিয়ে ওই নীল আকাশে মেশে।
দিনের শেষে অস্তাচলে
সূর্য যেথায় পড়ে ঢলে
সেই দেশেরই ডাক এসেছে আমার কানে ভেসে।
উদাস হাওয়া আপন ভুলে
যায় রে ভেসে যে-অকূলে,
হারিয়ে যাব আমিও সেই হারিয়ে যাওয়ার দেশে।

[প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করী। ব্রাহ্মণ দেখ্‌ছি একেবারেই উন্মাদ হয়ে যাবে।

গুরুদাস। শুধু ঐ ব্রাহ্মণ নয় মা, দেশের অনেককেই এবার উন্মাদ হতে হবে। মিরকাসেমের কড়া শাসনে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তবু কতকটা সংযত থাকতো ; কিন্তু মিরজাফরের নবাবীতে এবার হবে তাদের রাম রাজত্ব।

ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু মিরকাসেম কি এত সহজে বাংলার মসনদ ছেড়ে দেবে গুরুদাস ?

গুরুদাস। না—, তা সে দেবে না। কিন্তু রাখতেও সে পারবে না মা !

ক্ষেমঙ্করী। কেন ? কোম্পানীর চেয়ে তো তার শক্তি কম নয়। এলিস সাহেব পাটনার দুর্গ দখল করবার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার সেনাপতি

মার্কার বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে তা পুনরুদ্ধার করলে! শেষে মাঞ্জীতে পাটনার সমস্ত ইংরেজ নরনারী শুদ্ধ এলিস তার অপর সেনাপতি সমরুর হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

গুরুদাস। কিন্তু কাটোয়ায় কি হ'লো মা? মহম্মদ তকী খাঁ যে বীরত্ব দেখিয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু ফৌজদার সইয়দ মহম্মদের গাফিলিতেই সেখানে সর্বনাশ হল! তারপর গিরিয়ার দিকে চেয়ে দেখ। বদরুদ্দীনের অশ্বারোহী দলের আক্রমণে মেজর য়্যাডাম্‌সের সৈন্য যখন ছিন্নভিন্ন, মিরকাসেমের প্রচণ্ড বিক্রমে বহু সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য যখন বাঁশলুয়ের প্রবল স্রোতে ভাসমান, তখন পূর্ণিয়ায় ফৌজদার শের আলি যদি মেজর কর্ণাটের গতিরোধ করত, তাহ'লে বাংলা থেকে ইংরেজ কোম্পানীর অস্তিত্বই আজ লোপ হ'য়ে যেত। কিন্তু তা হ'ল না। গিরিয়ায় পরাজিত হয়ে মিরকাসেমকে শেষে উধুয়ানালায় আশ্রয় নিতে হল।

ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু আমি শুনেছি গুরুদাস, উধুয়ানালায় মিরকাসেম যে সুদৃঢ় সৈন্যসজ্জা করেছে, তাতে এবার আর তার পরাজয় অসম্ভব।

গুরুদাস। পলাশী-প্রান্তরে সিরাজের সৈন্যসজ্জাও শিথিল ছিল না, মা। কিন্তু তবু তাঁর পরাজয় হ'ল! কেন জান? তার সেনাপতিদের মধ্যে একজন মিরজাফর ছিল বলে। আর আজ মিরকাসেমের সেনাপতিদের মধ্যে যেন অনেক মিরজাফর, মা।

ক্ষেমঙ্করী। মীরণের মাথায় পড়ল ঈশ্বরের বজ্র অভিসম্পাত, কিন্তু মিরজাফরের শাস্তি তো আজও কিছু হ'ল না গুরুদাস!

গুরুদাস। শাস্তির পরিবর্তে তিনি পেয়েছেন পুরস্কার! কোম্পানীর অনুগ্রহে তিনি আজ আবার বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত——মুর্শিদাবাদে অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করে স্বপক্ষে আনবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় অবাধে তিনি সমস্ত মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করেছেন।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। আর সে লুণ্ঠনে গুরুদাস আমাদেরই হয়েছে দারুণ সর্বনাশ।

ক্ষেমঙ্করী। কেন—কেন?

গুরুদাস। কি হয়েছে বাবা?

নন্দকুমার। বুলাকীদাসের মুর্শিদাবাদ কুঠি আক্রমণ ক'রে ইংরেজ সৈন্যরা আমার গুরুকন্যার জন্য কেনা সেই মণিমুক্তার অলঙ্কার লুটে নিয়ে গেছে!

ক্ষেমঙ্করী। এখন উপায়?

নন্দকুমার। উপায় বুলাকীদাস যা হোক একটা করবে ব'লেছে। সে ধর্মভীরু, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব ফাঁকি দেবে না। ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিও সে আমাকে দিয়েছে। কিন্তু কেমন করে যে সে আমার ক্ষতিপূরণ করবে তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। কোম্পানীর কর্মচারী মহম্মদ রেজা খাঁ তার ঢাকার কুঠিও লুণ্ঠন ক'রেছে।

ক্ষেমঙ্করী। বুলাকীদাস দেখ্ছি তাহ'লে সর্বস্বান্ত হয়েছে, প্রভু।

নন্দকুমার। শুধু বুলাকীদাস নয় রাণী, এই রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশের বহুলোক আজ সর্বস্বান্ত।

ক্ষেমঙ্করী। এ বিপ্লব কি শেষ হবে না মহারাজ?

নন্দকুমার। এইবার বোধ হয় শেষ হবে। উধুয়ানালার মিরকাসেম যদি জিততে পারে, তাহ'লে কঠোর হস্তে সেই বিপ্লবের মূলোৎপাটন করবে।

গুরুদাস। কিন্তু মিরকাসেম যদি পরাজিত হয়?

নন্দকুমার। তাহ'লে মিরজাফরের দেওয়ানি গ্রহণ ক'রে আমিই এই বিপ্লব দমন করবো, গুরুদাস।

মিরজাফর তোমাকে দেওয়ানী দেবে?

নন্দকুমার। দেবে ব'লেই সে আমাকে আজ তলব করেছিল। কিন্তু উধুয়ানালার শেষ না দেখে আমি তা গ্রহণ করতে রাজী হইনি। মিরকাসেম যদি যায়, তাহ'লে মিরজাফরের দেওয়ানি নিয়ে, বাংলার মানুষ আছে কিনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আমি তা দেখিয়ে দেব।

ক্ষেমঙ্করী। শেষে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তুমি?

নন্দকুমার। দেশের জন্যে দরকার হ'লে স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াব আমি।

ক্ষেমঙ্করী। না—না—, ও কথা বলতে নেই, —ও কথা বলতে নেই, ওতে যে মহাপাপ হয় প্রভু। এস লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে তুমি দেবতার কাছে—এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এস।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। চল গুরুদাস। দেবতার কাছে আজ আমরা পিতাপুত্র করযোড়ে জানু পেতে বসে এই প্রার্থনা করি— যেন দেশের মঙ্গলের জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের দরবার

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

রাজবল্লভ। আমাদের তো মুঙ্গের ছেড়ে কোথায় যাবার হুকুম নেই—তবে আপনি এই ইস্তাহার পেলেন কোথায়?

জগৎশেঠ। এই মুঙ্গেরে বসেই পেয়েছি সাহেব। মণিবিবির চরা খোজা পিদ্রুস্ যে এখানে যাতায়াত করছে।

রাজবল্লভ। তাই নাকি! শুনেছি মিরকাসেমের গোলন্দাজ সেনাপতি গুর্গিন খাঁ নাকি তার ভাই।

জগৎশেঠ। সেই জন্যেই তো মণিবিবি তার মারফতেই টোপ ফেলেছেন। সে-ই দিয়ে গেছে আমাকে এই ইস্তাহার।

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। কিসের ইস্তাহার শেঠজি?

জগৎশেঠ। [সভয়ে, স্বগত] এই সেরেছে রে বাবা।

রাজবল্লভ। কোম্পানীর ইস্তাহার খাঁ সাহেব।

নজাফ। কোম্পানীর ইস্তাহার। দেখি দেখি,—কি লিখেছে। (রাজবল্লভের হাত হইতে লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

জগৎশেঠ। জোরে-জোরে পড়ুন খাঁ সাহেব—জোরে জোরে পড়ুন। —আমরাও শুনি।

নজাফ। এ জোরে-জোরে পড়তে নেই শেঠজী, মনে-মনেও এ পড়তে নেই। এ শুনলে পাপ হয়,—ছুঁলে গোসল করতে হয়। এ হিন্দুর গোমাংস—মুসলমানের হারাম। (ইস্তাহারখানি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

জগৎশেঠ। তাই নাকি! তাহ'লে ব্যাপারটা যে কি তা ভাল করে জেনে রাখা দরকার। (ইস্তাহার কুড়াইয়া লইয়া] শুনুন রাজা সাহেব। (পড়িতে লাগিলেন) 'নবাব মির মহম্মদ কাসেম আলি খাঁ ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করিয়া সর্বপ্রথম সন্ধি ভঙ্গ করায়—'

সমরুর প্রবেশ

সমরু। Shut up liar. (শাট আপ লায়ার) পহেলী সন্টি ভঙ্গ করিয়াছে পাটনায় এলিস। সেই আগাড়ি হামাডের ডুর্গ ডখল করিয়াছে—innocent (ইনোসেণ্ট) নগরবাসীডিগকে হট্যা করিয়াছে।

রাজবল্লভ। ও কথা আমাদের কাছে বলে কোন লাভ নেই সাহেব। বলতে হয় কোম্পানীর কাছে গিয়ে বলগে। আপনি পড়ুন শেঠজী।

জগৎশেঠ। (পাঠ) "আমরা ইংরাজ জাতির এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত মিরকাসেম খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেছি এবং মির মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া দেশের জনসাধারণকে তাঁহারই পতাকা তলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।'

মিরকাসেমের প্রবেশ

মিরকাসেম। এই আহ্বানে অন্যে কি উত্তর দেবে জানি না। কিন্তু আমার উত্তরটা শুনুন শেঠজী! অবশ্য উত্তরটা দেব—আমার মুখে নয়, এই পিস্তলের মুখে! [জগৎশেঠের বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন। সভাস্থ সকলে কুর্ণিশ করিলেন। সমরু সামরিক কায়দায় স্যালুট করিল কেবল জগৎশেঠ কিছুই না করিয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন)

জগৎশেঠ। (কাঁদ-কাঁদ স্বরে) জাঁ-হা-প-না? (তাঁহার হাত হইতে ইস্তাহার খসিয়া পড়িল)

সমরু। হাপনি ভুল করিটেছেন জনাব। উহা জগৎশেঠ ঘোষণা করিটেছে না—কোম্পানী করিটেছে।

জগৎশেঠ। [পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে] কোম্পানী এই ইস্তাহার লিখেছে জনাব!

নজাফ। কিন্তু বিলি করেছে কে?

জগৎশেঠ। আজ্ঞে তা ঠিক জানা যাচ্ছে না।

মিরকাসেম। আপনি পেলেন কার কাছে?

জগৎশেঠ। আমি! আমি! [কিছু না বলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।]

মিরকাসেম। [কঠোর কণ্ঠে] বলুন।

জগৎশেঠ। [সভয়ে] আজ্ঞে এই যে বলি! [ঢোক গিলিতে লাগিলেন।]

রাজবল্লভ। শেঠজী তার নাম জানেন না জনাব। তবে মুখ দেখলে চিনতে পারেন।

মিরকাসেম। মাড়োয়ারীর মাথায় এ উত্তর যোগাত না, রাজা সাহেব।

রাজবল্লভ। একটু পূর্বে শেঠজী এই কথা আমাকে বলেছিলেন, জনাব।

জগৎশেঠ। হঁ্যা জঁাহাপনা, একটু আগে এই কথাটাই আমি রাজা সাহেবকে বলেছিলুম।

মিরকাসেম। থামুন শেঠজী। আমি আপনাদের ভাল ক'রেই চিনি। এখন আমি জানতে চাই, এই আহ্বানের উত্তরে আপনারা কে কি করবেন।

সমরু। হামি এই ইষ্টাহার bonfire (বোনফায়ার) করিবে। উটুয়ানালায় হামি উহাডের একডফে দেখিয়া লইবে।

নজাফ। থামো সাহেব! গিরিয়ার মাঠে যে বীরত্ব তোমরা দেখিয়েছ ; তাতে ও বড়াই আর তোমাদের মুখে সাজে না।

সমরু। What do you mean by that ? (হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট) আপনি যাহা বলিটে চাহেন, টাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

নজাফ। স্পষ্ট কথা বলতে মির নজাফ খাঁ ভয় খায় না সাহেব, আমি বল্‌তে চাই, আমাদের দেশের সঙ্গে তোমাদের নাড়ীর যোগ নেই ; তাই আমাদের দেশ থাক আর যাক্‌, তাতে তোমাদের কিছু যায় আসে না। তা না হ'লে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে আমাদের সে শোচনীয় পরাজয় ঘটতো না! তোমাদের কর্তব্যবোধের চেয়ে তোমাদের জাতীয়তাবোধ অনেক প্রবল।—তাই ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের এই যুদ্ধে তোমরা যা করবে তা আমার জানাই আছে।

সমরু। হাপনি হপমান সূচক কঠা বলিটেছেন! I demand (আই ডিম্যাণ্ড) হাপনি যাহা বলিয়াছেন, টাহার সট্যটা প্রমাণ করিবেন।

নজাফ। সত্যতার প্রমাণ তো গিরিয়ার যুদ্ধেই হয়েছে সাহেব। সুতীতে ইংরেজ হেরে যাচ্ছে দেখে আমাদেরই বেতনভোগী ফিরিঙ্গী গোলন্দাজেরা দলে দলে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

সমরু। They are rebels (দে আর রিবেলস্‌) টাহারা বিদ্রোহী। I will shoot them like dogs (আই উইল সুট দেম লাইক ডগস) কিণ্টু, বাংগালী হইয়া যাহারা বাংগালার সর্বনাশ করিল—ডেশীলোক হইয়া যাহারা ডেশকে ডুবাইল, স্বডেশের স্বাটীনটা যাহারা বিডেশীর হাটে টুলিয়া ডিল—টাহাডের টুমি কি করিবে? কাটোয়ায় সৈয়ড মহম্মড বেইমানী করিল, গিরিয়ার বেইমানী করিল শের আলি, টাই হামাডের হার হইয়ে গেল। Can you tell me—(ক্যান ইউ টেল মি) ইহাডের ডুষমণির শাষ্টি কি হইবে?

মিরকাসেম। কি শাস্তি হবে শুনবে সাহেব? না—না, আমি তা বলতে পারছি না—আমি তা বলতে পারছি না। সে কথা মনে হ'লেও ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে! এ শাস্তি এক জন্মে শেষ হবে না—এক পুরুষেও শেষ হবে না। এ শাস্তি ভোগ করতে হবে যুগযুগান্তর ধরে বংশ পরম্পরানুক্রমে, বাংলার সাতকোটী সন্তানকে।

নজাফ। এই বেইমানীর আমরা প্রায়শ্চিত্ত করবো জনাব,—উধুয়ানালায়।

মিরকাসেম। উধুয়ানালায়—উধুয়ানালায়—নজাফ খাঁ, এই উধুয়া-নালাতেই হবে আমাদের ভাগ্যের শেষ পরীক্ষা। সমরু, উধুয়ানালায় আমি এবার নিজে যাব!

সমরু। Excuse me Your Excellency (এক্সকিউজ মী ইয়োর এক্সেলেন্সী) হামি হাপনার সহিট এক মট হইতে পারিটেছে না। You are the only hair spring of this watch, (ইউ আর দি ওন্‌লি হেয়ার স্প্রিং অফ্ দিস্ ওয়াচ) হাপনি গেলেই সব যাইবে! সুটরাং হাপনার জীবনকে হামি একঠো গোলির উপরে ছাড়িয়া ডিটে রাজী না আছে।

রাজবল্লভ। সমরু-সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন জনাব। আপনার মূল্যবান জীবন বিপন্ন করা কোনমতেই উচিত নয়।

জগৎশেঠ। আমারও ঐ কথা জাঁহাপনা।

মিরকাসেম। বেশ—উধুয়ানালায় আমি যাব না। মহাতাবচাঁদ জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ আপনারা যেমন আমার জীবনকে মূল্যবান মনে করেন,—আমিও তেমনি আপনাদের জীবনকে মূল্যবান মনে করি। তাই আমার ইচ্ছা, উধুয়ানালার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা সপরিবারে এই দুর্গমধ্যেই অবস্থান করেন।

[জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের মুখ শুকাইল]

জগৎশেঠ। জনাবের আজ্ঞা শিরোধার্য। [কুর্ণিশ করিল]

রাজবল্লভ। কিন্তু গোলামের একটা আর্জি আছে জনাব।

মিরকাসেম। বলুন।

রাজবল্লভ। হিন্দুর সন্তানকে গঙ্গাস্নানের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না, জনাব।

মিরকাসেম। বেশ। আপনারা আমার কাছে গঙ্গাস্নানের জন্য দুর্গের বাইরে যাবার একটা পাঞ্জা পাবেন!

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা মহানুভব।

মিরকাসেম। যান আপনারা—নিরাপদে থাকবার জন্য সপরিবারে দুর্গে আসবার ব্যবস্থা করুন গে।

[জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন]

মিরকাসেম। মিষ্টার ওয়ালটার রেনড।

সমরু। [সামরিক কায়দায় স্যালুট করিয়া] Your Excellency (ইওর এক্সেলেন্সী)

মিরকাসেম। উধুয়ানালার সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার আর গুর্গিন খাঁর উপরই অর্পণ করতে চাই।

সমরু। উধুয়ানায় হামি life (লাইফ) ডিবে জনাব।

মিরকাসেম। মনে রেখ, একটা দেশের, একটা জাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। স্বাধীন দেশের মানুষ তোমরা,—আশা করি আমাদের স্বাধীনতাও তোমাদের কাছে যোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হবে। দুর্ভেদ্য উধুয়ানালায় যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যূহ আমি রচনা করেছি, তাতে বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ না করে, তাহ'লে আমাকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়ায় কারো নাই।

সমরু। সানন্দে হামি টাহার ভার লইলাম, জনাব। উদুয়ানালা will be the grave of the English. Good night। [উইল বি দি গ্রেভ অফ্ দি ইংলিশ। গুড নাইট !] [স্যালুট করিয়া প্রস্থান

মিরকাসেম। নজাফ খাঁ—

নজাফ। [কুর্ণিশ করিয়া] জনাব।

মিরকাসেম। দেশ আর জাতির আজ পরম মুহূর্ত। তুমি সৈনিক—যুদ্ধ ব্যবসায়ী,—তরবারী তোমার জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন। সেই তরবারী ছুঁয়ে শপথ কর নজাফ—

নজাফ। না জনাব; শপথ আমি করঁবো না! সিরাজউদ্দৌলার সামনে মিরজাফর একদিন কোরাণ মাথায় ক'রে শপথ করেছিল। কিন্তু কি মূল্য সে দিয়েছিল সেই শপথের? সত্যই যদি আমি বেইমানি করি, আমার শপথ আমাকে আটকাতে পারবে না। তবে এইটুকু শুধু বলতে চাই জনাব,—এদেশ শুধু আপনার নয়,—আমারও।

মিরকাসেম। নজাফ - নজাফ! বাংলার এই কথা আজ তোমার মুখেই প্রথম শুনলুম। বল দোস্ত, আমাদের এই মৃত্যু-মিলনের নওরোজায় কোন ভার তুমি নেবে আজ?

নজাফ। যুদ্ধের ভার নয় জাঁহাপনা। আপনার যে সুশিক্ষিত সৈন্যদল, যে অজস্র অস্ত্রবল, যে দুর্ভেদ্য দুর্গরচনা,—তাতে মিরজাফর বা কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মিরকাসেম। তবু তারাই জিতেছে নজাফ!

নজাফ। কিন্তু কেন জনাব?

মিরকাসেম। আমাদের বেইমানিতে।

নজাফ। আমি ভার নিলুম জনাব, এই সব বেইমানদের গুলি ক'রে মারবার। বাংলার বুক থেকে বেইমানদের নাম চিরদিনের জন্য মুছে ফেলবার।　　[প্রস্থান

মিরকাসেম। বেইমানি—বেইমানি—শুধু বেইমানিতেই এই সোনার বাংলা উৎসন্নে গেল। নামজাদা বেইমানদের আমি মুঙ্গেরে নজরবন্দী ক'রে রেখেছি, কিন্তু তবুও যেন আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। মনে হয়, এই রাজদ্রোহীদের - না—না, প্রমাণ না পেলে আমি তাদের শাস্তি দেব না --

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। প্রমাণ যার পেয়েছ, তাকে শাস্তি দাও জনাব।

মিরকাসেম। এ'কি! বেগম!

ফতেমা। না -না, আমি আজ বেগম নই। আমি বাংলার মেয়ে, বাংলার পুরস্ত্রী, বাংলার প্রজা। নবাব-দরবারে আমার অভিযোগ আছে, জাঁহাপনা।

মিরকাসেম। অভিযোগ! কিসের ?

ফতেমা। রাজদ্রোহের।

মিরকাসেম। রাজদ্রোহের! কার বিরুদ্ধে ?

ফতেমা। মুর্শিদাবাদের মিরজাফর খাঁর বিরুদ্ধে।

মিরকাসেম। তুমি কি বলছো ফতেমা! তিনি না তোমার পিতা ?

ফতেমা। চুপ—চুপ। ও কথা তুমি আর উচ্চারণ ক'র না কখনও। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমি মিরজাফরের কন্যা। আমার জীবনের একমাত্র অভিশাপ, একমাত্র কলঙ্ক, একমাত্র লজ্জা যে,আমি মিরজাফরের কন্যা। তার চেয়ে পলাশীর প্রান্তরে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে যে সামান্য সৈনিক, কিংবা গিরিয়ার মাঠে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা বহন করেছে যে নগন্য বরকন্দাজ, আমি যদি তাদের কারো কন্যা হতুম —তাহ'লে সেই গর্বই হ'ত আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

মিরকাসেম। ফতেমা!—

ফতেমা। শাস্তি দাও জাঁহাপনা—শাস্তি দাও। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে, কিংবা বিদ্রোহের সাহায্য করে যে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। মিরজাফর সেই অপরাধে অপরাধী। তুমি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর, জনাব।

মিরকাসেম। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবো। কিন্তু তিনি যে আমার নাগালের বাইরে বেগম-সাহেবা?

ফতেমা। তবে তার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হোক্।

মিরকাসেম। উত্তেজনায় তুমি জ্ঞানহারা হয়েছ ফতেমা।

ফতেমা। না জনাব। যদি নবাবের মাথার মূল্য ঘোষিত হ'তে পারে, তাহ'লে বিদ্রোহীর মাথার মূল্যই বা ঘোষিত হবে না কেন?

মিরকাসেম। আমার মাথার মূল্য ঘোষিত হয়েছে?

ফতেমা। ঐ ইস্তাহারে!—লক্ষ টাকা।

মিরকাসেম। লক্ষ টাকা!

ফতেমা। তুমি বিদ্রোহীর মাথার মূল্য ঘোষণা কর,—লক্ষ মোহর! তোমার রাজকোষ থেকে এক কড়াও দিতে হবে না জনাব। মণিবিবি যেমন তার গহনা বেচে যুদ্ধের খরচ চালাচ্ছে, আমিও তেমনি আমার গহনা বেচেই বিদ্রোহীর মাথার এই মূল্য দেব।

মিরকাসেম। কিন্তু কোম্পানী আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে ব'লে, আমি আমার শ্বশুরের মাথার মূল্য ঘোষণা করতে পারব না, ফতেমা।

[প্রস্থান

ফতেমা। তা যদি তুমি না পার, তাহ'লে রাজদ্রোহীর সাহায্যকারী ব'লে বাংলার নবাব-বেগম নিজেই ঘোষণা করবে তার মাথার মূল্য।

বাংলার হাটে-ঘাটে-মাঠে ডঙ্কা-নিনাদে প্রচারিত হবে জনাব, মিরজাফরের ছিন্নমুণ্ড এনে যে আমাকে দিতে পারবে, তার পুরস্কার—লক্ষ মোহর !

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হীরাঝিলের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

নর্তকীগণ গাহিতেছিল

নর্তকীগণ। গীত

আনন্দ—আজ আনন্দরে,—
দুনিয়া ভরা খোস গানে।
খুসীর আলোয় দিল্ রৌশন,
দুখ-ভুলানো মদ পানে।
লাল সরাবে ভর গেলাস,
হোক্না আঁখি লাল-পলাশ,
দেওয়ানা হোক্ পরাণ আজি
ক্ষণিক্ সুখের সন্ধানে।
এলায় যদি খোঁপার পাশ,
মুখের কথা হয় বেফাঁস,
দুঃখ কি তায়, ভাসবো রে আজ,
নৌ-জোয়ানীর জোর টানে।

[প্রস্থান

মোবারকউদ্দৌলা ও উম্মত জহুরার কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ

মোবারক। এ উৎসব কিসের জান উম্মত্‌?

উম্মত্‌। জানি।

মোবারক। কিসের বল দিকি?

উম্মত। ক্লাইভ সাহেবের গাধাটা কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে ছিল। আজ মণিবিবি তার গলায় দড়ি বেঁধে এই হীরাঝিলের প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন। এ নাকি তারই প্রবেশোৎসব।

মোবারক। তুমি আমাকে অপমান করছ উম্মত্‌?

উম্মত্‌। কেন?

মোবারক। লোক তো আমার বাবাকেই "ক্লাইভের গাধা" বলে।

উম্মত্‌। ও—তাই নাকি! তা আমি তোমাকে অপমান করলুম কই মোবারক? আমি তো আর তোমাকে "গাধার বাচ্ছা" বলিনি। বলেছি কি?

মোবারক। না, তা বলনি বটে।

উম্মত্‌। তবে?

মোবারক। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, তোমার কথাটা যেন অপমানসূচক।

উম্মত্‌। পাগল! গণ্ডারের চামড়ায় চড়ে লাগে?

মোবারক। তার মানে? তুমি আমাকে গণ্ডার বলতে চাও!

উম্মত্‌। দূর, হাতীর মত মোটা যার বুদ্ধি, আর ভাল্লুকের মত কিম্ভুত যার চেহারা, তাকে কখনও গণ্ডার বলা যায়?

মোবারক। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে উম্মত্‌, তুমি আমাকে গাধার বাচ্ছা, গণ্ডার, হাতী, ভাল্লুক সবই বল্‌ছো!

উন্মত্। তার চেয়ে এক কথায় আমি তো তোমাকে জানোয়ার বলতে পারতুম। তাহ'লে শেয়াল-কুকুর, গরু-ছাগল, এমন কি বাঁদর পর্যন্তও বাদ যেত না।

মোবারক। তোমার কথায় আমার রাগ করতে ইচ্ছে হয় উন্মত্। কিন্তু এমনি মোলায়েম ক'রে তুমি বল যে, রাগ করবার আমি ফুরসুৎ পাই না।

উন্মত্। আর ফুরসুৎ পেলেও যদি তুমি রাগ কর মোবারক, তাহ'লে সেটা কিন্তু তোমার পক্ষে খুব বেমানান হয়।

মোবারক। কেন ?

উন্মত্। অমন উজবুকের মত চেহারায় রাগ করা মোটেই খাপ খায় না।

মোবারক। আমার চেহারাটা খুব খারাপ উন্মত্ ?

গীত

উন্মত্। আ-মরি কি যেচপ্ তোমার চেহারাখানি ভাই।
দুনিয়া ঢুঁড়ে তুলনা ওর খুঁজে নাই পাই॥
মোবারক। আমার চোখে তোমায় কিন্তু খুবই লাগে ভালো,
তোমার হাসি আমার মনে ছড়ায় চাঁদের আলো,
উন্মত্। তুমি আমার চোখের বালি দেখ্লে জ্বলে যাই॥
মোবারক। তোমায় কিন্তু মনে মনে ভালো আমি বাসি,
তোমার কথা আমার প্রাণে বাজায় যেন বাঁশী ;
উন্মত্। তাইতো আমি তোমায় পেলে বাঁদর নাচাই॥

[উন্মত্ জহুরার প্রস্থান

মোবারক। উন্মত্ত আমাকে কেন অমন ক'রে বলে। আমার মনে হয়, সে যেন আমাকে দেখতে পারে না। শুধু সে কেন, এই মুর্শিদাবাদের প্রত্যেকেই যেন আমার উপরে অসন্তুষ্ট! কেন? কি করেছি আমি? কি আমার অপরাধ?

মিরজাফরের প্রবেশ

মিরজাফর। তোমার অপরাধ—তুমি এই মিরজাফরের পুত্র। জন্ম তোমাকে অভিসম্পাত করেছে বাবা,—ভাগ্য দিয়েছে তোমাকে এই কাঁটার মালা। বাংলায় মিরজাফরের বংশকে কেউ দেখতে পারে না। মোবারক,—কেউ দেখতে পারে না। ও -! কি করেছি - কি করেছি আমি!

দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। **গীত**

তুমি যা করেছ সারা দুনিয়ায়
তুলনা তাহার নাই
বাংলার বুকে নিবায়েছ তুমি
আলোকের রোশনাই।
গভীর আঁধারে ডুবায়েছ দেশ,
হাসি আর গান হ'য়ে গেছে শেষ,
অশ্রুবন্যা উঠিছে উথলি ॥
দিকে দিকে আজ তাই ॥
চেয়ে দেখ ওই ভাসি আঁখি নীরে,
অভাগী বাংলা কেঁদে কেঁদে ফিরে ॥
কান পেতে শোন পলাশী হাঁকিছে—
"এর প্রতিশোধ চাই"

[প্রস্থান

মোবারক। তুমি কি করেছ বাবা।

মিরজাফর। কি করেছি—কি করেছি শুন্‌বি? না—না,—শুনিসনে—শুনিসনে। সে কথা যে শোনে তার ওপর থেকে আল্লার দোয়া সরে যায়,শয়তান তাকে বেঁধে দোজাখে টেনে নিয়ে যায়। না—না, শোন—শোন! যদি তোরও জীবনে কখনও কোনদিন সে অভিশপ্ত শুভমুহূর্ত আসে, তুই সতর্ক হবি বাবা,—তুই সতর্ক হবি। যদি কখনো কোন কর্ণেল ক্লাইভ দেখা দেয় তোর জীবনে—

মোবারক। কর্ণেল ক্লাইভ।

মিরজাফর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তারই সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বাংলার মসনদের লোভে আমি আমার দেশের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিয়েছি।

মোবারক। তাই বুঝি লোকে তোমাকে ক্লাইভের গর্দভ বলে বাবা?

মিরজাফর। হ্যাঁ—হ্যাঁ,ঐ আমার পরিচয় বাবা, ঐ আমার পরিচয়। বাংলার ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লেখা থাকবে আমার নামের পূর্বে ঐ ঘৃণ্য, জঘণ্য, কলঙ্কিত বিশেষণ।

মোবারক। আমি যদি কোন দিন নবাব হই বাবা, তা হ'লে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ক'রে আমি করবো তোমার জীবনের ঐ কলঙ্ক মোচন।

[প্রস্থান

মিরজাফর। পারবি? পারবি বাবা? পারবি তুই তা করতে? না—না সে অসম্ভব—সে অসম্ভব! মিরজাফরের নেমক-হারামীর স্মৃতি বাংলা কখনো ভুলবে না মোবারক! ওঃ! কি করেছি আমি—কি করেছি আমি। পলাশী—রাক্ষসী পলাশী—

পাগলের প্রবেশ

পাগল। **গীত**

পলাশী—হায় পলাশী !
বাঙ্গালীর গলে পরায়েছে সে যে
চির গোলামীর ফাঁসি।

মিরজাফর। না—না, বাঙালীর গলায় গোলামীর ফাঁসী পলাশী পরায়নি,—পরিয়েছি আমি আমি বেইমান মিরজাফর।

পাগল **পূর্ব ...াংশ**

তারি প্রান্তরে গঙ্গার তী...রে,
বাংলার রবি ডু...বে গেছে ধীরে।
নেমেছে প্রথম পরাধীনতার
নিবিড় তিমির রাশি।

মিরজাফর। ঠিক বলেছ—এবার তুমি ঠিক বলেছ। বাংলার বুকে পরাধীনতার নিবিড় অন্ধকার এই প্রথম নামলো।

পাগল। **পূর্ব গীতাংশ**

ছিন্নমস্তা ভৈরবী প্রায়
লহ লহ তার লোল রসনায়
আপন রক্ত করেছে সে পান
পিশাচী সর্বনাশী।

মিরজাফর। খাঁটি কথা তুমি বলেছ ভিক্ষুক। সত্যই যেদিন আমরা আপনার রক্ত আপনিই পান করেছি। তুমি কি চাও বন্ধু? আমার এই রত্নহার ?

পাগল। না ; আমি চাই বিচার !

মিরজাফর। বিচার!

পাগল। হ্যাঁ।

মিরজাফর। তোমার অভিযোগ?

পাগল। দাঁড়াও, ভেবে দেখ্‌তে হবে।

মিরজাফর। ভেবে দেখ্‌তে হবে!

পাগল। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হেষ্টিংসের মুন্সি নবকৃষ্ণ আমার স্ত্রী…

মণি বেগমের প্রবেশ

মণিবেগম। ও-অভিযোগ এখানে চলবে না ব্রাহ্মণ।

পাগল। কেন?

মণিবেগম। সন্ধির সর্ত অনুসারে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাদের বিচার করবে কাউন্সিল।

পাগল। সেখানে আমি অভিযোগ করেছিলুম। তারা রায় দিয়েছে—নবকৃষ্ণ নির্দোষ।

মিরজাফর। তবে?

পাগল। তুমি নবাব হয়েছ, তাই তোমার কাছে আমি চাই—পুনর্বিচার।

মিরজাফর। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই ব্রাহ্মণ।

পাগল। তবে তুমি নবাব না গোলাম!

মণিবেগম। খবরদার কমবকত! বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

পাগল। তা যাচ্ছি! যাবার সময় কিন্তু ব'লে যাই বিবি-সাহেবা, এ রকম নবাবী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও ঢের ভাল।

[প্রস্থান

মণিবেগম। বেতমিজ—

মিরজাফর। রাগ কর না মণিবিবি, ভারী খাঁটি কথা ও বলেছে। এ রকম নবাব হওয়ায় চেয়ে ভিক্ষুক হওয়া ঢের ভাল। তুমি আমার অভিষেক উৎসব বন্ধ করে দাও।

মণিবেগম। আর তা হয় না জনাব! হেষ্টিংস সাহেবের তত্ত্বাবধানে তোমার অভিষেকের সমস্ত আয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে।

মিরজাফর। কিন্তু—কিন্তু—ঐ অভিশপ্ত সিংহাসনে—

উন্মাদিনী লুৎফ্‌উন্নেসার প্রবেশ

লুৎফ্‌উন্নেসা। বোস না—বোস না—তুমি কখনো বোস না।

মণিবেগম। কেন?

লুৎফ্‌উন্নেসা। আলিবর্দী খাঁর অগ্নিদৃষ্টি গলিত উল্কাধারার মত অশ্রান্তবর্ষণে আকাশ থেকে ঝ'রে পড়েছে ঐ সিংহাসনের উপর,—সিরাজউদ্দৌল্লার জ্বলন্ত আক্রোশ প্রচণ্ড দাবানলের মত ধূ-ধূ করে অহোরাত্র জ্বলছে ওর চারিদিকে ঘিরে—একটা হিংস্র ক্ষুধিত বিষাক্ত অভিশাপ ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উর্ধ্বায়িত হ'য়ে উঠেছে ওর বিদীর্ণ বুক থেকে। ও সিংহাসন যে স্পর্শ করবে, সেই ভস্ম হ'য়ে যাবে।

মণিবেগম। পাগলামী করতে হয়, তোমার খোসবাগের গোরস্থানে গিয়ে কর বিবি সাহেবা।

লুৎফ্‌উন্নেসা। না গো,—না? এ পাগলামী নয়। তোমাদের চোখ নেই, তাই তোমরা দেখতে পাও না! কিন্তু আমি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই মণিবিবি, মুর্শিদাবাদের ঐ মসনদের উপর ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চক্ষু মেলে পড়ে রয়েছে সিরাজের সেই রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ড! আমি শুনতে পাই—আমি শুনতে পাই মণিবিবি,—হীরাঝিলের দরবার কক্ষ থেকে সিরাজের সেই ছিন্নমুণ্ডের বিকট বীভৎস আর্তনাদ!

মিরজাফর। লুৎফ্‌উন্নেসা—।

লুৎফ্‌উন্নেসা। বসবে ?—বসবে তুমি ঐ তখ্‌তে মিরজাফর ? যাও বোসগে যাও। যেমনি তুমি বসবে অমনি সমুদ্র থেকে উঠবে প্রলয় ঝঞ্ঝা, আকাশ থেকে হবে উল্কাবৃষ্টি—ভূগর্ভ থেকে হবে অগ্ন্যুদ্‌গার ! পৃথিবী হবে কক্ষচ্যুত, মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে লাগবে তার ধাক্কা,—রেণু রেণু হ'য়ে সে ছড়িয়ে পড়বে অসীম শূন্যে ! আর তারই মাঝখান থেকে দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হবে আমার অশরীরী অট্টহাস্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

প্রস্থান

মিরজাফর। মণিবিবি,—মণিবিবি, লুৎফ্‌উন্নেসার উন্মত্ততার ছোঁয়াচ বুঝি আজ আমাতেও লাগলো। আমিও—আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি, পলাশী প্রান্তর থেকে একটা বিরাট বিপুল রক্তস্রোত কল্‌ কল্‌ শব্দে ধেয়ে আসছে আমাকে গ্রাস করতে—গিরিয়ার মাঠ থেকে লক্ষ লক্ষ কবন্ধ দলে দলে ছুটে আসছে আমাকে টুঁটি টিপে মারতে,—সিরাজউদ্দৌল্লার কঙ্কাল অট্টহাস্যে শুধু হাততালি দিচ্ছে ঐ মসনদে বসে ! না—না,—ও সিংহাসন আমার নয়,—আমার জন্য নয়।

[প্রস্থান

মণিবেগম। তোমারই জন্য—শুধু তোমারই জন্য অলঙ্কার বেচে আমি অর্জন করেছি ঐ সিংহাসন। আসুক রক্তবন্যা উত্তাল তরঙ্গে - নাচুক কবন্ধদল উৎকট উল্লাসে, বাজুক প্রেতের হাতে কঙ্কাল করতালি — এই দিল্লীওয়ালা যাদুকরীর একটি ইঙ্গিতে সব স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। এবার থেকে এই নাচওয়ালী কসবীর কৃপা-কটাক্ষের উপরেই নির্ভর করবে বাংলা-বিহারের নবাব নির্বাচন।

[প্রস্থান

— — —

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের দুর্গ

জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

জগৎশেঠ। খবরাখবর কিছু পেলে রাজসাহেব?

রাজবল্লভ। পেয়েছি শেঠজি। মণিবিবির চর খোজা পিক্রস খুব আনাগোনা করছে। মিরকাসেমের ফিরিঙ্গী সেনাপতি মার্কার, আরাটুন, গুর্গিন খাঁ সবাই তাঁর টোপ গিলেছে।

জগৎশেঠ। তা যদি হয়, তবে আমাদের উদ্ধারের জন্যে আজও কোন চেষ্টা হচ্ছে না কেন? পাঙ্কীপুরে তাঁবু খাটিয়ে আজ তেইশ দিন ধরে কোম্পানীর গোরাগুলো কি শুধু ঘোড়ার ঘাস কাটছে।

রাজবল্লভ। তারা বড় বেকায়দায় পড়েছে শেঠজি। গঙ্গার খরস্রোত, রাজমহলের পাহাড়, উধুয়া নদী, আর সুগভীর জলাভূমি, এই সবে মিলে উধুয়ানালার দুর্গটাকে এমনি দুর্ভেদ্য ক'রে তুলেছে যে মেজর য়্যাডমস হতভম্ব হ'য়ে পড়েছে।

জগৎশেঠ। কিন্তু একটা সরকারী সড়কও তো আছে।

রাজবল্লভ। তার মুখে মিরকাসেমের কামান আছে শেঠজি, পিঁপড়েরও সাধ্য নেই যে সে-পথে এতটুকু এগোয়।

জগৎশেঠ। তাহ'লে আমাদের উপায়?

রাজবল্লভ। উপায় আমি একটা করেছি শেঠজি!

জগৎশেঠ। (সাগ্রহে) কি—কি— কি রাজা সাহেব?

রাজবল্লভ। নজাফ খাঁ মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে উধুয়া দুর্গ থেকে বেরিয়ে একটা গুপ্তপথে ঝিল পার হ'য়ে ইংরাজ-শিবির লুঠ করে

আসছে। ইংরাজেরা অনেক চেষ্টাতেও পথটা খুঁজে বার করতে পারছে না। আমি আজ সেই গুপ্তপথের সন্ধান তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

জগৎশেঠ। কেমন ক'রে ?

রাজবল্লভ। জাত ভাইদের ওপর গুলি চালাতে রাজী হয়নি ব'লে নজাফ তার দলস্থ একজন ইংরাজ সৈন্যকে নজর বন্দী করে রেখেছিল এই মুঙ্গের দুর্গে। সে সেই গুপ্তপথ জানতো। আমি তাকে আমাদের গঙ্গাস্নানের পাঞ্জা দিয়ে ফটক পার ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি ইংরেজ-শিবিরে।

জগৎশেঠ। তারপর—তারপর ?

রাজবল্লভ। তারপর ফলাফলের জন্যই অপেক্ষা করছি শেঠজি !

জগৎশেঠ। দোহাই মা কালীঘাটের কালী, তোমায় সোনার মুণ্ডমালা গড়িয়ে দেব, এবার তুমি মুখ তুলে চেও মা ! উধুয়ানালার সর্বনাশের সংবাদটা যেন আজই আসে মা। বিনা দোষে মিরকাসেম আমাদের নজরবন্দী ক'রে রেখেছে,—আমার কুবেরের ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে।

মিরকাসেমের প্রবেশ

মিরকাসেম। মিথ্যা কথা।

জগৎশেঠ। [তৎক্ষণাৎ সভয়ে কুর্ণিশ করিয়া] যে আজ্ঞে জনাব। মনের ভুলে মিথ্যা ব'লে ফেলেছি।

মিরকাসেম। আমি আপনার কুবেরের ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করিনি, শেঠজী। আপনার হীরে-জহরত যতই মূল্যবান হোক, তার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান আমার এই দেশের মাটি। পাছে আপনার অর্থ সাহায্যে শক্তিশালী হ'য়ে বিদেশী বণিক-সঙ্ঘ আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়

আমাদের এই দেশকে, সেই ভয়েই আমি আপনার সমস্ত সম্পদ সযত্নে তুলে রেখেছি আমার কোষাগারে।

জগৎশেঠ। কিন্তু কবে ফিরিয়ে দেবেন জনাব?

মিরকাসেম। যেদিন উধুয়ানালা থেকে আসবে আমার বিজয়সংবাদ বাংলার বুক থেকে ঝরে পড়বে স্বস্তির নিঃশ্বাস—ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে আপনাদের ষড়যন্ত্র-জাল,—সেইদিন—সেইদিন আমি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাত ভ'রে বুকে তুলে নেব আমার এই দেশ-জননীর চরণরেণু—স্বাধীন বাংলার পথের ধুলো।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। সেই ধুলোতে আপনারা গড়েছেন পূজার দেবতা—আমরা গড়েছি নামাজের মসজিদ। সেই ধুলোতে আপনারা পেতেছেন জীবনের শেষ শয্যা, আমরা তৈরী করেছি শান্তির কবর। স্বাধীন বাংলার সেই একমুঠো পথের ধুলো কোহিনুরের চেয়েও মূল্যবান, মক্কার মাটির চেয়েও পবিত্র, বেহেস্তের চেয়েও পুণ্যময়।

জগৎশেঠ। বেগম সাহেবা খাঁটি কথাই বলেছেন।

মিরকাসেম। চমৎকার শেঠজি! চাটুকারিতায় আপনি অদ্বিতীয়।

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা আমাদের প্রত্যেক কথাতেই সন্দেহ করেন।

মিরকাসেম। ভুল বুঝেছেন রাজাসাহেব। আমি আপনাদের সন্দেহ করি না, করি—ভয়।

জগৎশেঠ। না—না জনাব! আমরা অত্যন্ত নিরীহ জীব; জীবনে কখনও হাতিয়ার ধরিনি; আমাদিগকে আপনার ভয় করবার কিছুই নেই। দয়া করে আপনি আমাদের মুক্তি দিন—

মিরকাসেম। মুক্তি!—আপনাদের মুক্তি? হ্যাঁ, দেবো—দেবো। আমি আপনাদের মুক্তিই দেব শেঠজি! উধুয়ানালার বিজয় সংবাদ—

উধুয়ানালার বিজয় সংবাদ⋯তারই ওপরে নির্ভর করছে আপনাদের মুক্তি—

জগৎশেঠ। আমাদের মুক্তি?

মিরকাসেম। আপনাদের জীবন।

রাজবল্লভ। আমাদের জীবন।

জগৎশেঠ। (সভয়ে) রাজাসাহেব।

ফতেমা। ভীত হচ্ছেন কেন আপনারা? উধুয়ানালায় নবাবের যা সৈন্যসজ্জা তাতে জয় আমাদের অনিবার্য।

মিরকাসেম। কিন্তু রাজাসাহেব আর শেঠজী তা মনে করেন না ওরা জানেন, কাটোয়ায় বা গিরিয়ায় আমার সৈন্যসজ্জার কসুর ছিল না। সেখানেও আমার জয়লাভ ছিল অনিবার্য! কিন্তু তবুও আমারই হ'ল পরাজয়। এর কারণও ওঁরাই ভালভাবে জানেন। ইংরাজের রণকৌশলে আমার পরাজয় হয়নি ফতেমা—আমার পরাজয় হয়েছে—আমারই স্বদেশবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায়।

ফতেমা। জাঁহাপনা কি মনে করেন; উধুয়াতেও হ'তে পারে সেই বিশ্বাসঘাতকতা?

মিরকাসেম। পারে পারে, বেগম সাহেবা সর্বত্রই হ'তে পারে, পারে না শেঠজী?

জগৎশেঠ। [সভয়ে করযোড়ে] আমি নির্দোষ জনাব।

মিরকাসেম। হাঃ হাঃ হাঃ! তবে দোষী কে? রাজা সাহেব?

রাজবল্লভ। নজরবন্দী থেকে শেঠজীর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। উধুয়ানালায় আপনার প্রতি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

মিরকাসেম। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা যারা করতে পারতো, তারা রয়েছে মুঙ্গের দুর্গে আমারই আশে পাশে⋯কেমন না?

জগৎশেঠ। আপনি বিজয়োৎসবের আয়োজন করুন জনাব?

মিরকাসেম। না শেঠজি। আমি আয়োজন করছি আমার পরাজয় উৎসব।

জগৎশেঠ। পরাজয়োৎসব?

মিরকাসেম। হত্যায় সে উৎসব হবে শেঠজি। যাদের বেইমানিতে হবে আমার পরাজয়,—আমি তাদের রাখবো না আর এই দুনিয়ায়। তারপর পরিসমাপ্তি হবে এ উৎসবের চেহেলসেতুনে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে, বীভৎস রক্তবন্যায়।

ফতেমা। জনাব!

মিরকাসেম। উৎসব—উৎসব—আমার উৎসব! লালে লাল হ'য়ে যাবে উধুয়ানদীর স্বচ্ছ জল,—ঘন ঘন কামানগর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠবে নিশীথ রাত্রি,—আর্ত আহতের মরণ চীৎকারে শিহরিত হবে দূর নক্ষত্র-লোক। বাংলার সেই স্বাধীনতা বিসর্জনের সন্ধিক্ষণে সুরু হবে আমার উৎসব—আমার উৎসব—আমার পরাজয়ের পরমোৎসব?

ফতেমা। না—না জনাব! উধুয়ানালাতে আমাদের এবার—

বেগে নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। পরাজয়—পরাজয় জনাব—এবারেও আমাদের শোচনীয় পরাজয়!

মিরকাসেম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রাজবল্লভ। বলেন কি খাঁ সাহেব? এবারেও আমাদের পরাজয়!

নজাফ। হ্যাঁ রাজা সাহেব। আপনাদের প্রদত্ত পাঞ্জার সাহায্যে, যে ইংরেজ গোলন্দাজটি মুঙ্গের দুর্গের বাইরে যেতে পেরেছিল, সে নিরাপদে গিয়ে কোম্পানীর ফৌজকে উধুয়ানালার ঝিলের গুপ্তপথের সন্ধান দিয়েছে।

মিরকাসেম। তারপর তারপর—?

বেগে নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। বিজয়োন্মত্ত ইংরেজ-সৈন্য ঝড়ের মত ছুটে আসছে এই মুঙ্গেরের দিকে ; তারা আপনাকে বন্দী করতে চায় জনাব !

মিরকাসেম। চমৎকার ! এবার তবে সুরু হবে আমার উৎসব —আমার উৎসব, [কঠোর কণ্ঠে] রাজা রাজবল্লভ ! মহাতাব চাঁ. জগৎশেঠ।

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ। [সভয়ে করযোড়ে] আমরা কিছুই জানিনা জনাব।

মিরকাসেম। গঙ্গাস্নানের জন্য আমি আপনাদের যে পাঞ্জা দিয়েছিলুম, আমার সেই পাঞ্জা ?

রাজবল্লভ। হারিয়ে গেছে জনাব !

জগৎশেঠ। ঐ গঙ্গার জলে—

মিরকাসেম। বটে ! কিন্তু আমি তা শুনবো না। আমার পাঞ্জা চাই—আমার পাঞ্জা চাই। স্বাধীন বাংলার শেষ নবাবী পাঞ্জা—যান খুঁজে আনুন গঙ্গার ঐ অতল জল-তল থেকে। যান—যান—

জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। [নতমস্তকে নীরবে অবস্থান]

মিরকাসেম। নজাফ খাঁ—

নজাফ। হুকুম জনাব !

মিরকাসেম। শৃঙ্খলিত কর এদের, [নজাফ খাঁ আদেশ পালন করিলেন।] নিয়ে যাও—

নজাফ। কোথায় ?

মিরকাসেম। ঐ দুর্গ-শীর্ষে। ওখান থেকে এদের গলায় বালির বস্তা বেঁধে সবলে নিক্ষেপ কর—নিম্নে ঐ উত্তাল তরঙ্গময়ী গঙ্গার ভীষণ ঘূর্ণাবর্তে।

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ। [বিকট আর্তস্বরে] জনাব—জনাব—জনাব

নজাফ খাঁ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

মিরকাসেম তাহাদের আর্তনাদ ছাপাইয়া

অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন

মিরকাসেম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ফতেমা। হজরৎ—হজরৎ—

মিরকাসেম। এবার তুমি যাবে রোটাস্‌গড়ে, আর আমি পাটনায়।

ফতেমা। না—না, আমি যাব না,—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

মিরকাসেম। [সস্নেহে ফতেমার হাত ধরিয়া] অবাধ্য হ'য়ো না প্রিয়তমে! আমার নবাবী-জীবনের শেষ আদেশ তুমি প্রতিপালন কর। [পরে নন্দকুমারের দিকে ফিরিয়া] মহারাজ নন্দকুমার!

নন্দকুমার। জনাব।

মিরকাসেম। না—না, জনাব নয়—জনাব নয়। জনাব জাহাপনা খোদাবন্দের জীবন আজ থেকে আমার শেষ।

নন্দকুমার। আদেশ করুন—

মিরকাসেম। আদেশ নয়,—আদেশ নয়। শুধু অনুরোধ—

নন্দকুমার। বলুন এ গোলাম আপনার জন্য কি ক'রতে পারে?

মিরকাসেম। আমার ইজ্জৎ আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। ফতেমাকে আপনি রোটাস্‌গড়ে নিয়ে যান। মীর সোলেমানের অশ্বারোহী সৈন্যদল দেহরক্ষীরূপে আপনাদের সঙ্গে যাবে।

নন্দকুমার। নবাবের আদেশ পালনে বান্দা জীবন দেবে জনাব।

[সহসা নেপথ্য ঘন ঘন কামান ও বিউগিলের শব্দ]

মিরকাসেম। ওকি! ইংরেজের কামান! ইংরেজের তূর্যধ্বনি!

নন্দকুমার। মুঙ্গের দুর্গ ওরা আক্রমণ করেছে জনাব। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়,—এস মা তুমি আমার সঙ্গে।

ফতেমা। জনাব—জনাব—

মিরকাসেম। প্রিয়তমে—প্রিয়তমে—

[সাদরে ফতেমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

ফতেমা। আমি যাব না—আমি যাব না—

মিরকাসেম। না—না; তা হয় না,—তা হয় না—

[নেপথ্যে পুনর্বার কামান গর্জন]

নন্দকুমার। ঐ আবার গর্জন।—মুহূর্ত বিলম্বে ইজ্জৎ বাঁচানো দুষ্কর হবে, জনাব।

মিরকাসেম। যাও—যাও ফতেমা—

নন্দকুমার। এস—এস মা আমার—

ফতেমা। ওঃ! আল্লা কি করলে—কি করলে তুমি—

[নন্দকুমার সহ প্রস্থান

মিরকাসেম। এবার আবার স্থুরু হবে আমার উৎসব—আমার উৎসব! আমার বাংলা যদি কোম্পানী নেয়,—এমনি ধারা বিনামূল্যে আমি তাদের নিতে দেব না। মূল্য দিতে হবে—মূল্য দিতে হবে—এর চরম মূল্য দিতে হবে—পাটনায়—চেহেলসেতুনে—বন্দুকের গুলিতে মরণ চীৎকারে—রক্তের ফোয়ারায়—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারের কুঠি

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও মহম্মদ রেজা খাঁ

কথা কহিতে কহিতে আসিল

ওয়ারেণ। হামি টোমার উপর বহুট খুসী হইয়াছে রেজা খাঁ।

রেজা খাঁ। সুযোগ পেলে আমি আপনাকে আরও খুশী করবো স্যার।

ওয়ারেণ। সুযোগ পাইলে টুমি টাহা কাজে লাগাইতে জানে হামি ইহার প্রমাণ পাইয়াছে! মিরকাসেমের সহিট হামাডের লড়াই বাঢিল—কোম্পানীর ফৌজ মুর্শিডাবাড লুট করিল, আর টুমি লুট করিলে ঢাকা।

রেজা খাঁ। ঢাকায় বুলাকীদাসের গদি লুঠ করে অনেক টাকা আমি কোম্পানীর ঘরে জমা দিয়েছি স্যার।

ওয়ারেণ। **Yes, I know that** [ইয়েস, আই নো ঢ্যাট্] কোম্পানীর অনুরক্ত হইয়া ঠাকিলে কোম্পানী টোমার উন্নটির বণ্ডবষ্ট করিয়া ডিবে।

রেজা খাঁ। কই আর তা দিচ্ছে স্যার! বাংলার দেওয়ানী সুবার পদটা পাবার জন্যে আমি এত চেষ্টা করলুম, কিন্তু আপনারা আমার দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না। শেষে নন্দকুমারকে করলেন আপনারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান-ই-আলা।

ওয়ারেণ। হামি হাপট্টি করিয়াছিল। কিণ্টু মিরজাফরের হনুরোডে

কাউন্সিল টাহাটে সম্মটি ডিটে বাঢ্য হ্ইল, বাডশাহী ডরবার হ্ইটেও টাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

রেজা খাঁ। কিন্তু জেনে রাখবেন স্যার নন্দকুমারের সঙ্গে শীগ্‌গিরই আপনাদের ঠোকাঠুকি বাঁধবে!

ওয়ারেণ। হামি টাহা জানে রেজা খাঁ! সে হামাদের পশ্চাটে **all along** [অল এ্যালং] লাগিয়া হাছে। লেকিন হামি সুযোগ পাইলে ঠাহাকে একডম খটম করিয়া ডিবে!

রেজা খাঁ। সেদিন আমার কথাটা যেন আপনার মনে থাকে স্যার।

ওয়ারেণ। **Certainly,** [সার্টেনলি] হামি ক্ষমটা পাইলে টোমাকেই বাংলার ডেওয়ান সুবা করিয়া ডিবে।

রেজা খাঁ। আমিও তাহ'লে আপনাকে একেবারে দস্তুরমতো খুসী ক'রে দেব, স্যার।

ওয়ারেণ। **All right.** [অল রাইট] এখন হামাডের উটসবের কি হ্ইটেছে ডেখা যাউক।

রেজা খাঁ। উৎসব!

ওয়ারেণ। **Yes,** [ইয়েস] উঢ়য়ানালায় হামাডের জয় হ্ইয়াছে বলিয়া হামি হামার কোঠিটে একঠো উট্‌সবের আয়োজন করিয়াছে। ডেশী বাইজী নাচিবে, গান হ্ইবে, আউর আর্মেনিয়ান্ বাইজীভি নাচিবে। খানা-পিনা হইবে। বহুট হ্যানও হইবে—ফুর্টি হ্ইবে।

রেজা খাঁ। তাই নাকি! তবে আর দেরী করছেন কেন স্যার—তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দিন।

ওয়ারেণ। নবাব মিরজাফরকে হামি **invite** [ইনভাইট] করিয়াছে। টিনি হাসিলেই আরম্ভ হইবে।

রেজা খাঁ। তিনি আর কখন আসবেন স্যার?

ওয়ারেণ। সণ্ঢ্যার সময়ে টাহার হাসিবার কঠা।

রেজা খাঁ। তা—সন্ধ্যা তো অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে।

ওয়ারেণ। **Such is the punctuality of the Indians, my friend,** (সাচ ইজ দি পাঙ্কুয়ালিটি অফ দি ইণ্ডিয়ানস্ মাই ফ্রেণ্ড

ব্যস্তভাবে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রবেশ

গঙ্গা। হুজুর— হুজুর,— নবাব বাহাদুর এসেছেন,— নবাব বাহাদুর এসেছেন—

ওয়ারেণ। **Well,** (ওয়েল) হামি টাঁহাকে অভ্যর্ঠনা করিটে যাইটেছে। টুমি ডেশী নাচওয়ালীডের নাচ-গান লাগাও।

[প্রস্থান

গঙ্গা। কই গো ধেনো বাঈজীরা, এস—এস, নাচ গান লাগাও,— নাচ-গান লাগাও।

নাচিতে নাচিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। 　গীত

বঁধু, 　অধরে অধরে হোক আলাপন,
　হোক নয়নে নয়নে মিতালী।
আজি, 　আলো ঝলোমলো মধু নিশীথিনী।
　জলে রূপালী জোছ্‌না দীপালী।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত মিরজাফর আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ও রেজা খাঁ কুর্ণিশ করিল

নর্ত্তকীগণ। 　গীতাংশ

কুসুম শয়নে আজি দু'জনে
জাগিব রজনী প্রেম-কুঞ্জনে;
মালা হ'য়ে প্রিয় রহিব জড়ায়ে
দিব আঁখি হ'তে মুছে মিতালী।

ওয়ারেণ। **Fine! Beautiful!** (ফাইন! বিউটিফুল!) [মিরজাফরের প্রতি] **Is it not so?** (ইজ ইট নট সো ›

নর্তকীগণ।

গীতাংশ

পরশ-রভসে, বাঁধা কবরী—
এলায়ে পড়িবে খসি শিহরি'—
কঙ্কন কিঙ্কিনী রিণি-ঝিনি
গাবে মধু অভিসার-গীতালী ॥

[প্রস্থান

ওয়ারেণ। উট্টম-উট্টম। **Now,** (নাউ) গঙ্গাগোবিন, হামি ক্যালকাটা হইটে যে আর্মেনিয়ান বাঈজী হানিয়াছে, টাহাকে টলব দাও।

গঙ্গা। যে আজ্ঞে হুজুর!

রেজা খাঁ। কিন্তু আসর যে এদিকে জুড়িয়ে যায় স্যার!

ওয়ারেণ। **Oh, no no. I shall keep it warm** (ও, নো নো। আই স্যাল কীপ ইট ওয়ার্ম) হামি নাচ করিবে,—গান করিবে।

রেজা খাঁ। না—না স্যার, সে আদৌ খাপ খাবে না।

ওয়ারেণ। **Why?** (হোয়াই)

রেজা খাঁ। সুরুয়ার পর আর সুক্তুনি চলে না স্যার। মেয়েলী মিহি গলায় গান আর ঘুঙুর পরা পায়ের নাচের পর ও বাজখাই হেঁড়ে গলায় গান আর সবুট গাবদা চরণের নাচ একদম অচল। [আর্মেনিয়ান নর্তকীকে আসিতে দেখিয়া] এই যে—আইয়ে বিবিজান—আইয়ে—

[আর্মেনিয়ান নর্তকী নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইল ও নৃত্য শেষে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]

রেজা খাঁ। এবার কি হবে স্যার?

ওয়ারেণ। এবার খানা পিনা হবে। উটুয়ানালায় যে সব ইংরাজ

ফৌজ হামাডের জন্য জয় অর্জন করিয়াছে, হাজ হামরা টাহাডের health drink (হেল্‌থ ড্রিঙ্ক) করিবে।

মিরজাফর। আমাকে কিন্তু তুমি ক্ষমা কর সাহেব। আমি তোমার খানা-পিনায় যোগ দিতে পারবো না, আমার শরীর অসুস্থ।

প্রস্থান

ওয়ারেণ। হাপনার শরীর হসুষ্ঠ নহে আপনার মন হসুষ্ট হইয়াছে! উডুয়ানালাটে হামরা যে জয়লাভ করিয়াছে, টাহা হাপনার ভাল লাগিটেছে না। Well (ওয়েল) হাপনাকে বাড দিয়াই হামরা হানও করিবে।

গঙ্গা। নিশ্চয় হুজুর,– নিশ্চয়।

ওয়ারেণ। এস, টোমরা হাজ হামার সহিত একই টেবিলে খানা খাইবে।

রেজা খাঁ। চলুন স্যার,—চলুন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটনায় চেহেলসেতুন প্রাসাদ কক্ষ

মিরকাসেম আসিলেন

মিরকাসেম। উধুয়ানালা—উধুয়ানালা-- উধুয়ানালা হ'ল আমার দ্বিতীয় পলাশী। বাঙালীর বেইমানিতে বাংলার স্বাধীনতা আমি বাঁচাতে পারলুম না। ওঃ! এত বড় একটা জাতির কি শোচনীয় অধঃপতন। ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে অম্লানবদনে এরা বিলিয়ে দিলে এদের স্বাধীনতা। একবারও ভাবলে না যে, জাতীয় জীবনে একি গভীর কলঙ্ক লেখা!

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। এ কলঙ্ক লেখা আমার রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেব, (কুর্নিশ করিয়া) আদেশ করুন জনাব।

মিরকাসেম। কি তুমি করতে চাও নজাফ?

নজাফ। আপনি অনুমতি দিন, আমি আর সমরু ম্যাডাক্ রোটাস্‌গড় থেকে অবিশ্রান্ত অতর্কিত আক্রমণে কোম্পানীর ফৌজকে এমনি ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি, তারা যেন আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ না পায়।

মিরকাসেম। কিন্তু তাতে কি হ'বে দোস্ত। উভয় পক্ষেরই অনর্থক শক্তিক্ষয় হবে। আমার বড় আক্ষেপ নজাফ, কোম্পানীর সঙ্গে আমার সত্যিকারের যুদ্ধ একটা হ'ল না। তাই, আমি একবার এমন একটা যুদ্ধ করতে চাই, যাতে জয়-পরাজয় আমাদের চিরদিনের মত নির্ণীত

হ'য়ে যায়। কিন্তু সুবে বাংলার মাটি বেইমানিতে বিষিয়ে গেছে। এখানে থেকে আমাদের কোন চেষ্টাই আর জয়যুক্ত হবে না।

নজাফ খাঁ। তা হ'লে?

মিরকাসেম। আমি সুবে বাংলা ছেড়ে চলে যাব নজাফ।

নজাফ খাঁ। কোথায়?

মিরকাসেম। অযোধ্যায়।

নজাফ খাঁ। অযোধ্যায়!

মিরকাসেম। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার কাছে সাহায্য আর আশ্রয় চেয়ে আমি পত্র দিয়েছিলুম; তার উত্তরে তিনি একখণ্ড কোরাণের সঙ্গে আমাকে আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি পাঠিয়েছেন।

নজাফ খাঁ। কিন্তু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব শেষে অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত হ'বে জনাব!

মিরকাসেম। দিল্লীর বাদশা শা-আলমও অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত। বাংলা দিল্লী আর অযোধ্যা, ভারতের এই তিন শ্রেষ্ঠ মুসলমান শক্তির সম্মিলনে আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো নজাফ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করতে পারি কিনা?

নজাফ খাঁ। তাহ'লে পাটনা রক্ষার ভার আপনি কাকে দিয়ে যাবেন জনাব?

মিরকাসেম। আবু আলী আর রোসন আলিকে।

নজাফ খাঁ। আপনার পরিবারবর্গ?

মিরকাসেম। আমার পরিবারবর্গ আর সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে অযোধ্যায় আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মীর সোলেমানকে আমি এত্তেলা দিয়েছি। পথের নির্বিঘ্নতার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছি মহারাজ নন্দকুমারকে।

নজাফ খাঁ। মহারাজ নন্দকুমার কিন্তু মিরজাফরের দেওয়ান হয়েছে জনাব।

মিরকাসেম। তবু আমি তাকে বিশ্বাস করি নজাফ। বাংলায় এখনও ঐ একটি মাত্র মানুষ আছে, যার উপরে এখনও আমি নির্ভর ক'রতে পারি। মিরজাফরের দেওয়ানী সে কেন নিয়েছে জান? রাজ্যের সর্বপ্রধান কর্তৃত্ব হস্তগত ক'রে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোককে রক্ষা করবে ব'লে! শুধু তাই নয়, বাংলা থেকে কোম্পানীর প্রভুত্ব উচ্ছেদ করবে ব'লে সে বাদশাহী শিবিরের সঙ্গেও পত্রালাপ করেছে।

সমরুর প্রবেশ

সমরু। (স্যালুট করিয়া) জনাব?

মিরকাসেম। কি সংবাদ সমরু!

সমরু। কিল্লাডার হারাব হালী বেইমানি করিয়া হাপনার মুঙ্গীর-ফোর্ট ইংরাজের হাটে ছাড়িয়া ডিয়াছে।

মিরকাসেম। আরব আলী।—শেষে সেও বেইমানি করলে।

সমরু। কোম্পানীর লোকেরা টাহাকে টাকা খাওয়াইয়া কাবু করিয়াছে।

মিরকাসেম। কোম্পানীর লোকেরা · কোম্পানীর লোকেরা।.... কতজন কোম্পানীর লোক আছে এই বাংলাদেশে সমরু?

সমরু। A very few 'Your Excellency, (এ ভেরী ফিউ ইওর এক্সেলেনসি।')

মিরজাফর। একদিকে বাংলার সাতকোটি অধিবাসী,—আর অন্ত দিকে ঐ নগণ্য মুষ্টিমেয় কোম্পানীর অনুচরেরা। তবু সর্বত্র তাদের জয় জয়কার! আর অতি অনায়াসলব্ধ তাদের সেই বিজয়-গৌরব।

নজাফ খাঁ। সে দোষ তাদের নয় জনাব,—সে দোষ আমাদেরই। তাদের জাতীয়তা বোধ আছে, দেশাত্মবোধ আছে, বৃহত্তর জীবনের কল্পনা আছে; কিন্তু আমাদের তা নেই! ক্ষমতা, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য চাওয়াটা পাপ নয়—হারাণোই পাপ। আমরা সেই পাপ করেছি জনাব,—আমরাই সেই পাপ করেছি।

মিরকাসেম। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি এইবার করবো নজাফ। এমন ভাবে করবো যে, তা দেখে ভয়ে গোটা ভারতবর্ষ শিউরে উঠবে, বিস্ময়ে শয়তানের চোখেও পলক পড়বে না! এই পাটনা দুর্গে আমার বন্দীসংখ্যা কত নজাফ?

নজাফ খাঁ। সার্ধশতাধিক জনাব।

মিরকাসেম যাও, এখুনি—এই মুহূর্তে তাদের প্রত্যেককে গুলি ক'রে মার।

নজাফ খাঁ। আপনি কি বলছেন জনাব। তারা নির্দোষ, যুদ্ধ বন্দী নিরস্ত্র।

মিরকাসেম আমি তর্ক চাই না নজাফ,—চাই আদেশ পালন।

নজাফ খাঁ। (কুর্নিশ করিয়া) বান্দার গোস্তাফী মাপ করবেন জনাব। আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। নিরস্ত্রকে আমি অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না জাঁহাপনা!

মিরকাসেম! উত্তম। সমরু!

সমরু। (স্যালুট করিয়া) I am ready, your Excellency I mean, (আই য়্যাম রেডি, ইওর একসেলেনসি, আই মিন) হামি প্রষ্টুট জনাব!

নজাফ খাঁ। সমরু - সমরু! তুমি মানুষ না রাক্ষস!

সমরু। I am a German, my friend, (আই য়্যাম্ এ জারম্যান, মাই ফ্রেণ্ড) [পিস্তল একবার লুফিয়া লইয়া কহিলেন]—

নবাবের হাডেশ পাইলে আমি টোমার ভি মাঠার খোলি উড়াইয়া ডিটে পারে—২৫ u see (ইউ সী)

মিরকাসেম। (সমরুর প্রতি) যাও, এই মুহূর্তে আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

[স্যালুট করিয়া সমরুর প্রস্থান

নজাফ খাঁ। জনাব—জনাব—, এ আদেশ প্রত্যাহার করুন জনাব, —এ আদেশ প্রত্যাহার করুন। আপনার নিন্দায় সমস্ত জগৎ মুখরিত হ'য়ে উঠবে, ঘৃণায় জগতের সমস্ত মানুষ আপনাকে ধিক্কার দেবে— মানুষের ইতিহাস আপনাকে রাক্ষস নামে অভিহিত করবে।

মিরকাসেম। করুক—করুক নজাফ। আমি আজ সমস্ত নিন্দা প্রশংসার পরপারে। [নেপথ্য হইতে ঘন ঘন পিস্তলের শব্দ ও আর্তনাদ উঠিতে লাগিল।]

নজাফ খাঁ। রক্ষা করুন জনাব,—রক্ষা করুন। এই বীভৎস পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুন জনাব—বন্ধ করুন।

মিরকাসেম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [বীভৎসভাবে হাসিতে লাগিলেন]

নজাফ খাঁ। হজরৎ হজরৎ!

মিরকাসেম। উৎসব—উৎসব, আমার পরাজয়ের পরমোৎসব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান

নজাফ খাঁ। জনাব— জনাব—

[প্রস্থান

— -- —

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

খোসবাগে সিরাজের কবর

উন্মত্ জহুরা একাকিনী গাহিতেছিল

উন্মত্। গীত

কবর হইতে শোন বাবা তুমি—
শোন গো আমার গান।
তোমারি স্মৃতির বীণায় বাজে যে
আমার করুণ তান।
তোমাকে হারায়ে আজিকে ধরায়
সকল হৃদয় কাঁদিছে ব্যথায় ;
সকল প্রাণের গুহায় উথলে
অশ্রুজলের বাণ।
তুমি নাই বলে আজি বাংলার
আকাশ বাতাস করে হাহাকার,
তোমারি বিরহে ছল ছল চোখে
সারা ধরা ম্রিয়মাণ।

মোবারকউদ্দৌলার প্রবেশ

মোবারক। উন্মত্।

উন্মত্। কে ?—মোবারক !

মোবারক। তোমাকে হীরাঝিলে আর দেখতে পাই না কেন ?

উন্মত্। সেটা তোমার চোখের দোষ।

মোবারক। আমার চোখের দোষ !

উম্মত্। নিশ্চয়। তুমি যে টেরা। ডানদিকে চাইতে গেলে তোমার চোখের তারা বাঁ-দিকে বেঁকে যায়।

মোবারক। তুমি কি বলছো উম্মত। আমি টেরা!

উম্মত্। নিশ্চয়।

মোবারক। কিন্তু আমি তো তা দেখতে পাই না।

উম্মত্। মানুষ নিজের চোখের তারা কি কখনো নিজে দেখতে পায়?

মোবারক। আয়নাতে তো আমি আমার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেছি।

উম্মত্। টেরা চোখে টেরা চোখের প্রতিচ্ছবি দেখলে ভাল ব'লেই মনে হয়।

মোবারক। একটা কথা তুমি আজ সত্যি ক'রে বলবে উম্মত্?

উম্মত্। কি?

মোবারক। তুমি কি আমায় দেখতে পার না?

উম্মত্। কেন পারবো না? তোমার মত আমার চোখ তো টেরা নয়! এইতো দিব্যি তোমায় দেখতে পাচ্ছি।

মোবারক। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

উভয়ের গীত

উম্মত। বিড়াল যেমন মাছ ভালবাসে
তেমনি তোমারে বাসি ভালো।

মোবারক। তবু জানি মোর আঁধার আকাশে
চাঁদের প্রদীপ তুমি জ্বালো।

উম্মত্। আমি বাঘ আর তুমি তাজা খুন,
তাই জিভে জল ঝরে শুধু।

মোবারক। তুমি ফুল আর আমি মধুকর,
যেচে ফিরি তাই তব মধু।

উন্মত্। 　ফুল নয় আমি সূচীমুখ কাঁটা,
মধু নাই মোর, শুধু বিষ।
মোবারক। 　বুলবুলি তায় বাগিচায় আজি
কেঁদে কেঁদে শুধু দেয় শিস্।
উন্মত্। 　বৃথা কেঁদে কেঁদে মরা, পাষাণ গলে না
আঁখি-জল তুমি যতো ঢালো।

[প্রস্থান

মোবারক। 　ভুলিতে পারি না তুমি যে আমার
পরাণে জ্বেলেছ প্রেমের আলো।

[প্রস্থান

মিরজাফরের প্রবেশ

মিরজাফর। ঐ সিরাজের কবর। এই নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সকলের অগোচরে আমি চোরের মত লুকিয়ে এসেছি এই খোসবাগে ঐ কবরের পার্শ্বে, নতজানু হ'য়ে বসে আমার কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। সিরাজ—সিরাজ, তুমি আজ আমাকে ক্ষমা কর ভাই,—তুমি আজ আমাকে ক্ষমা কর। [জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবেশন করিলেন। এদিকে উন্মাদিনী লুৎফ্‌উন্নেসা কখন যে তাঁর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সহসা তাঁহার অট্টহাস্যে মিরজাফর চমকাইয়া উঠিলেন।]

লুৎফ্‌উন্নেসা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিরজাফর। একি, কে তুমি?

লুৎফ্‌উন্নেসা। আমি সিরাজের অন্তিম অভিশাপ,—মুসলমান-গৌরবের শেষ স্মৃতি চিহ্ন,—স্বাধীন বাংলার সর্বহারা রাজলক্ষ্মী।

মিরজাফর। তুমি—তুমি—এখানে?

লুৎফ্‌উন্নেসা। দেখ্‌তে এসেছি—দেখ্‌তে এসেছি দেশদ্রোহী বেইমান মিরজাফর তার প্রভুর কবরের পার্শ্বে জানু পেতে ব'সে কোন্ ভাষাতে আজ ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মিরজাফর। কেন ?—কেন ?

লুৎফ্‌উন্নেসা। যে অপরাধ করেছ তোমরা—তার ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা আজও তৈরী হয়নি এই পৃথিবীতে। ওঃ! কি করেছ—কি করেছ তোমরা।

মিরজাফর। কি করেছি—কি করেছি আমরা ?

লুৎফ্‌উন্নেসা। কি করেছ - কি করেছ তোমরা ? না-না, সে কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে নেই। সে কথা শুনলে এখুনি কবরে কবরে মৃতদেহগুলো চীৎকার করে কেঁদে উঠবে—প্রেতলোক থেকে বিকট হুঙ্কারে তোমাকে অভিশম্পাত করবে। চ'লে যাও—চ'লে যাও, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে চ'লে যাও বেইমান ?

মিরজাফর। আমার বেইমানীর জন্য আমি আজ আমার পরলোক-গত প্রভুর পদতলে ব'সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি—লুৎফ্‌উন্নেসা।

লুৎফ্‌উন্নেসা। ক্ষমা নেই,—ক্ষমা নেই, তোমরা যা করেছ, তার ক্ষমা নেই। মনে পড়ে—মনে পড়ে তোমার সেদিনকার কথা,—যেদিন সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দী ক'রে তোমরা নিয়ে এলে মুর্শিদাবাদে ? রুক্ষ কেশ, দীন বেশ, হাতে পায়ে তাঁর লৌহ-শৃঙ্খল,....চোরের মত তাঁকে তোমরা হাঁটিয়ে নিয়ে এলে মুর্শিদাবাদের উন্মুক্ত রাজপথ দিয়ে....মাথার উপরে তখন প্রখর-রশ্মি মধ্যাহ্ন-সূর্য,—পায়ের তলায় দগ্ধ তপ্ত পথের ধূলি। তাঁর শ্রান্ত ললাটের স্বেদটুকুও মোছাবার অবকাশ দিলে না তোমরা ...মনসুরগঞ্জ প্রাসাদকক্ষে উন্মুক্ত ছুরিকাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে রক্ত কর্দমে লুটিয়ে দিলে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর দেহ-যষ্টিকে ! ওঃ !

মিরজাফর। আমি সে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গও জানতুম না।

লুৎফ্ উন্নেসা। তা জানবে কেন? তুমি যে তখন পার্শ্বের কক্ষে ভাঙ খেয়ে দিব্য আরামে দিবানিদ্রায় মগ্ন। সিরাজের মরণ চীৎকারেও সে ঘুম ভাঙলো না তোমার। যাও—চ'লে যাও, চ'লে যাও এখান থেকে।

মিরজাফর। লুৎফ্ উন্নেসা!

লুৎফ্ উন্নেসা। যাবে না? যাবে না তুমি এখান থেকে? ঐ—ঐ দেখ,—আলিবর্দির কবর ফুঁড়ে তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ জলন্ত দৃষ্টি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তোমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে ব'লে। ঐ মীর্জা মেহেদীর শীর্ণ হস্ত কবর ফুঁড়ে এগিয়ে আসছে তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে ব'লে। পালাও পালাও তুমি এখান থেকে। পালাবে না? তবে মর,—মর তুমি এইখানে। তোমার মৃত্যু মিরজাফর তোমার মৃত্যু। ভাবতেও আমার সমস্ত দেহ মন এক বিরাট অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে চায়। হাঃ হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান

মিরজাফর। মৃত্যুই আমি চাই লুৎফ্ উন্নেসা মৃত্যুই আমি চাই। এই অভিশপ্ত জীবনে মৃত্যুই আমার আল্লার আশীর্বাদ। অনুতাপের সুতীব্র দহন আমি আর সইতে পারছি না.—সইতে পারছি না।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। বন্দেগী খোদাবন্দ। [কুর্ণিশ করিলেন]

মিরজাফর। কি সংবাদ মহারাজ!

নন্দকুমার। মুঙ্গের আর পাটনার দুর্গ কোম্পানী তার নিজের সেনা-নিবাসে পরিণত করেছে, পূর্ণিয়ার বনভূমি অধিকার করেছে। নবাব-

সরকার থেকে আমি এর প্রতিবাদ ক'রে কাউন্সিলে পত্র দিতে চাই, জনাব !

মিরজাফর। কিন্তু ইংরেজরা এতে অসন্তুষ্ট হবে মহারাজ।

নন্দকুমার। ইংরাজদের অসন্তোষের ভয়ে অম্লানবদনে আমরা কোম্পানীর এই আচরণ সহ্য ক'রে যাব ? এমনিভাবে যদি রাজ্যশাসন করতে হয়, তবে আপনার দেওয়ানী থেকে আমাকে আপনি বিদায় দিন জনাব।

মিরজাফর। ইংরেজের অসন্তোষভাজন হ'য়েই মিরকাসেমকে রাজ্য হারাতে হয়েছে মহারাজ।

নন্দকুমার। এ রকম রাজ্যেশ্বর হ'য়ে থাকার চেয়ে, সে রকম রাজ্য-হারা হওয়া শতগুণ গৌরবের জাঁহাপনা !

মিরজাফর। বেশ, তবে তাই হোক্। তোমার প্রস্তাব আমি অনুমোদন করলুম।

নন্দকুমার। আর একটা কথা জনাব !

মিরজাফর। কি ?

নন্দকুমার। ফতেমা-বেগমকে নিয়ে মির সোলেমান অযোধ্যায় মিরকাসেমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শীঘ্রই রোটাসগড় থেকে রওনা হবে। পথের তত্ত্বাবধায়করূপে আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে।

মিরজাফর। কিন্তু সাবধান মহারাজ, কোম্পানীর লোকেরা যেন এর বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারে।

নন্দকুমার। কোম্পানীর লোকদের আমি এতটুকুও ভয় করি না, জনাব ! আমার চক্রকৌটিল্য যদি সফল হয়, তাহ'লে জানবেন, শীঘ্র আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা থেকে চিরদিনের মত উচ্ছেদ করবো

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। কিণ্ট সে স্থযোগ হার টোমাকে পাইটে হইল না। টুমি হামাডের বণ্ডী।

নন্দকুমার। বন্দী!

ওয়ারেণ। Yes, my friend (ইয়েস, মাই ফ্রেণ্ড) টুমি হামাডের against (এগেনষ্ট) এ বাডশাহের সহিট যে যড়্যণ্ট্র করিটেছ টাহা হামরা জানিটে পারিয়াছে। টাই টোমাকে বণ্ডী করিবার জন্য মেজর কর্ণাট সসৈন্যে হাসিয়াছে।

নন্দকুমার। আমাকে বন্দী করবার সম্বন্ধে তোমাদের ডিরেক্টার সভার অনুমোদন আছে, সাহেব?

ওয়ারেণ। টাহা হামাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট চিণ্টা করিবেন,—টুমি চিণ্টা করিবে না মহারাজা।

নন্দকুমার। কিন্তু মনে রেখ সাহেব, আমি এ রাজ্যের দেওয়ান; আমাকে বন্দী করা তোমার নথি নেওয়ার মত অত সোজা কাজ হবে না।

ওয়ারেণ। সোজা হইবে কি শক্ট হইবে টাহা হামরা এখনি ডেখিয়ে ডিবে।

মিরজাফর। আমি অনুরোধ করছি সাহেব—

ওয়ারেণ। হাপনার হনুরোটে কি হইবে নবাব বাহাডুর? হাপনার অনুরোটে কোন ফল হইবে না।

মণিবেগমের প্রবেশ

মণিবেগম। কিন্তু আমি যদি অনুরোধ করি সাহেব—

ওয়ারেণ। Yes (ইয়েস) হাপনার হনুরোটে ফলপ্রসব করিটে পারে।

মণিবেগম। তাহ'লে তুমি আমার সঙ্গে হীরাঝিলে এস!

ওয়ারেণ। কিণ্টু মেজর কর্ণাট—

মণিবেগম। তার ব্যবস্থা আমি করবো।

নন্দকুমার। বেগম সাহেবার অনন্ত করুণা। কিন্তু প্রত্যেক পদ বক্ষেপে যদি এমনি ধারা কোম্পানীর কর্মচারীদের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করতে হয়, তাহ'লে এ রাজ্য একদিন কোম্পানীর হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমাদের চিরবিদায় নিতে হবে। বান্দার অনুরোধ আমার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।

মণিবেগম। আপনার জন্য আমি চিন্তিত নই মহারাজ, আমি চিন্তিত এই রাজ্যের জন্য। আপনি এ রাজ্যের দেওয়ান—সর্বপ্রধান কর্ণধার। আপনাকে কোম্পানী যদি সরিয়ে নেয়, তাহ'লে একদিনেই এ রাজ্য বানচাল হ'য়ে যাবে। [ওয়ারেণের প্রতি] এস সাহেব। [প্রস্থান

ওয়ারেণ। হাপনি এবার নিশ্চিণ্ট হইটে পারেন, নবাব বাহাডুর। বেগম সাহেবার হনুরোঢে হামরা নাণ্ডকুমারকে এবার ডয়া ডেখাইটে পারি।

নন্দকুমার। মহারাজ নন্দকুমারকে দয়া দেখাবার শক্তি আজও তোমাদের হয়নি সাহেব।

ওয়ারেণ। টঠাপি হামরা টোমাকে ডয়া ডেখাইবে only to keep the request cf the Begum Saheba. (ওনলি টু কীপ দি রিকোয়েষ্ট অফ্ দি বেগম সাহেবা) লেকীন হামাডের শক্তি হাছে কি না সুযোগ পাইলে হামি টাহা টোমাকে একডফে বুঝাইয়া ডিবে। [প্রস্থান

নন্দকুমার। আর এই নন্দকুমারও একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেবে সাহেব, কেউটে সাপকে কাটি-ঘা করা কতখানি বিপজ্জনক। [প্রস্থান

মিরজাফর। আল্লা! এ রাজ্য শাসনের প্রহসন থেকে আমাকে তুমি রেহাই দাও মেহেরবান—আমাকে তুমি রেহাই দাও! নবাবীর নামে

৮ জঘন্য গোলামী আমি চাই না—আমি চাই না। [প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নন্দকুমারের বহিবাটী

পাগল গাহিতেছিল

পাগল — **গীত**

তোমার বিরহ ল'য়ে জীবনের এই পথে।
আমার এ দিনগুলি কাটে যেন কোন মতে ॥
ক্ষণিক মিলনসুখে
ছিনু দোঁহে বুকে বুকে ;
আজও মন ভেসে যায় সে সুখ স্মৃতির স্রোতে !
আঁখি হ'তে সরে গিয়ে
অন্তরে এলে প্রিয়ে ;
আঁধার হারিয়ে, এলে উজল আলোক রথে ॥

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। ব্রাহ্মণ।

পাগল। মা !

ক্ষেমঙ্করী। আবার তুমি সেই একলাটি নির্জনে বসে কাঁদছ ?

পাগল। আমি তো কাঁদিনি মা,– আমি যে গান গাইছি।

ক্ষেমঙ্করী। ও তো গান নয় বাবা,—ওযে তোমার বুকফাটা কান্না ?

পাগল। না কেঁদে থাকতে পারি না মা ! দিন-রাত এই বুকের ভেতর শুধু হু-হু ক'রে জলে যাচ্ছে !

ক্ষেমঙ্করী। তার কথা তুমি ভুলে যাও।

পাগল। তাহ'লে কি নিয়ে থাকবো মা?

ক্ষেমঙ্করী। এই দেশ নিয়ে। যে অত্যাচারে তুমি সর্বহারা, সেই অত্যাচারে সমস্ত দেশ আজ জর্জরিত। সেই অত্যাচার দূরীকরণের ব্রত নাও তুমি। তোমার উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক দেশ-মাতৃকার-বন্দনা গান—নিদ্রিত জাতি আবার জেগে উঠুক তোমার নব জাগরণীর ভৈরব সুরে।

গুরুদাসের প্রবেশ

গুরুদাস। জাগরণীর ভৈরব সুরে এ জাতি আর জাগবে না মা, শত শত বৎসরের পরাধীনতার চাপে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে এরা মারা গেছে। জীবনের কোন লক্ষণ আর এদের নেই। এরা অতীত দিনের স্বর্ণ-যুগের গলিত শব।

ক্ষেমঙ্করী। এই শব-সাধনাই আমাদের জীবনের ব্রত করতে হবে। বাংলার এই বিরাট শ্মশানে আমাদেরই সাধনায় জাতির শবদেহে নব জীবনের সঞ্চার করতে হবে গুরুদাস! এদের শুভবুদ্ধিকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়—জনস্বার্থের বেদীমূলে আত্মজীবন উৎসর্গ করায় অক্ষয় স্বর্গ।

পাগল। তুমি আজ আমায় দীক্ষা দিলে মা! তোমার ঐ মন্ত্রই আজ থেকে হ'ল আমার ইষ্টমন্ত্র।

[প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করী। ঐ মন্ত্রই মুক্তির আবাহন মন্ত্র। কায়মনোপ্রাণে যদি আমরা ঐ মন্ত্র জপতে পারি গুরুদাস, তা'হলে আমাদের দেশের হারাণো স্বাধীনতা অচিরেই আবার আমাদের ফিরে আসবে।

গুরুদাস। হারাণো স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে আমরা আমাদের জীবন দেব মা।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। হারাণো স্বাধীনতা আর ফিরবে কি না জানি না, তবে জীবন আমাদের শীগ্‌গিরই দিতে হবে গুরুদাস।

গুরুদাস। কেন? কি হয়েছে বাবা?

নন্দকুমার। বাদশা শা-আলমের সহায়তায় বাংলা থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব খর্ব করার জন্যে আমি যে চেষ্টা করেছিলুম, তা ওরা জানতে পেরেছে। তাই সেদিন আমাকে বন্দী করবার জন্য ওরা মেজর কর্ণাটকে সসৈন্যে পাঠিয়েছিল। মিরজাফর আর মণিবিবির অনুরোধে এ যাত্রায় আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সুযোগ কখনো উপেক্ষা করবে ব'লে আমার মনে হয় না। হেষ্টিংস সাহেবও সেদিন আমাকে সেই ইঙ্গিতই ক'রে গেছে!

ক্ষেমঙ্করী। দেওয়ানী গ্রহণের পর থেকে কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ যেন খুব ঘন ঘন হচ্ছে প্রভু।

নন্দকুমার। এ বিরোধকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই, রাণি। যেখানে আমার প্রভুর স্বার্থ, আমার দেশের স্বার্থ—সেইখানেই কোম্পানীর সঙ্গে আমার বিরোধ অনিবার্য। তারা চায় তাদের সমস্ত স্বৈরাচার, অপ্রতিবাদে আমি মাথা পেতে মেনে নিই। তারা চায়, আমাকে দ্বিতীয় রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ দেখতে। কিন্তু আমার ধাতে সে রূপান্তর অসম্ভব!

গুরুদাস। মিরজাফরের ভীরুতাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এতটা দুঃসাহসী ক'রে দেছে বাবা! আপনি তার দেওয়ান হওয়া সত্বেও দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ কোনদিনই জাগলো না তাঁর অন্তরে! দেশের প্রজাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নেই!

ক্ষেমঙ্করী। তা যদি তাঁর থাকতো গুরুদাস তা হ'লে দ্বিতীয়বার

নবাবী গ্রহণের সময় অমন নিষ্ঠুরভাবে তিনি সমস্ত মুর্শিদাবাদ কখনো লুণ্ঠন করতে পারতেন না।

নন্দকুমার। সেই লুণ্ঠনে আমার গুরুকন্যার রত্ন অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় আমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল রাণী, বুলাকীদাস তার জন্য আমাকে একখানা আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকার দলিল লিখে দিয়েছে। সে আরও লিখেছে, কোম্পানীর কাছে তার দু-লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পাওনা আছে, আমি যেন সেই টাকা আদায় ক'রে তার থেকে আমার পাওনা পরিশোধ ক'রে নিই।

ক্ষেমঙ্করী। সে দলিল কোথায় প্রভু?

নন্দকুমার। এই যে রাণি! নাও—যত্ন করে তুলে রেখে দাও। মনে রেখ, এ আমার লক্ষ্মীর ঝাঁপির মতই পবিত্র সম্পদ। [দলিল দান]

ক্ষেমঙ্করী। লক্ষ্মীর ঝাঁপির মতই মাথায় ঠেকিয়ে আমি একে সিন্দুকে তুলে রেখে দেব প্রভু। [দলিলখানি মাথায় ঠেকাইতেই উহাতে তাহার সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া গেল।]

নন্দকুমার। ওকি! দলিলে তোমার মাথার সমস্ত সিঁন্দুর মুছে গেল যে!

ক্ষেমঙ্করী। এঁ্যা—এই দলিলে আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল। একি হ'ল—একি হ'ল প্রভু! এযে বড় সর্বনেশে অলক্ষণ। না—না, এ দলিল আমি আর ঘরে তুলবো না। আমি একে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ভাসিয়ে দেব ঐ গঙ্গার জলে। [দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত]

নন্দকুমার। কর কি রাণি, ও যে ব্রহ্মস্ব! অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবার নামে আমাদের উৎসর্গীকৃত যে অর্থ,—ওযে তারই প্রতীক। ও দলিল নষ্ট করলে যে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা হবে।

ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু এই দারুণ অমঙ্গল—

নন্দকুমার। অমঙ্গল দূর করবার ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি! গুরুদাস, লক্ষ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবার আয়োজন কর। [ক্ষেমঙ্করীর প্রতি] যেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি তুমি সীমন্তে ধারণ কর, তাহ'লেই তোমার সব অমঙ্গল কেটে যাবে।

ক্ষেমঙ্করী। যাও—যাও গুরুদাস, আর এক মুহূর্তও দেরী ক'র না। এখুনি তুমি লক্ষ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ পাঠাও। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ যে অবশ হ'য়ে আসছে—মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে—শ্বাসরোধ হ'য়ে আসছে। যাও—যাও গুরুদাস।

গুরুদাস। আমি এখুনি যাচ্ছি। কোন ভয় ক'র না তুমি। শীগ্গিরই আমি এই লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করবো মা।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। দিন কয়েকের জন্য আমাকে একবার অযোধ্যায় যেতে হবে রাণি। সেখান থেকে ফিরে এসেই আমি তোমার এই ব্রাহ্মণ সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। কিন্তু সাবধান, বুলাকী দাসের ঐ দলিল যেন খোয়া না যায়?

[প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করী। বুলাকী দাসের দলিল!—বুলাকী দাসের দলিল! এ দলিল নয়,—এ দলিল নয়;—এ আমার সর্বনাশের পরোয়ানা। লক্ষ্মীনারায়ণ,—ওগো লক্ষ্মীনারায়ণ,—এ তোমার কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত ঠাকুর,—এ তোমার কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত!

[প্রস্থান

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বকসারে মিরকাসেমের শিবির

মিরকাসেম ও নজাফ খাঁ কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

মিরকাসেম। সব গেল—সব গেল নজাফ,—এইবার আমার সব গেল। সুজাউদ্দৌলা কোরাণ পাঠিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, আমাকে ধর্ম ভাই ব'লে সম্বোধন করেছিল। তাই আমি অগাধ বিশ্বাসে তার আশ্রয় নিয়েছিলুম। তার যোগ্য প্রতিফল সে আমাকে দিয়েছে নজাফ—তার যোগ্য প্রতিফল সে আমাকে দিয়েছে!

নজাফ। পাটনা অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুজাউদ্দৌলার আচরণে আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করি জনাব। তখন থেকেই তার আপনার রাজ্য উদ্ধারের দিকে আর দৃষ্টি ছিল না,—দৃষ্টি ছিল শুধু আপনার ধনরত্নের দিকে।

মিরকাসেম। তাই সে আজ আমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এমনিধারা পথের ভিক্ষুক ক'রে ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয়। রোটাসগড় থেকে আমার ফতেমা বেগমকে নিয়ে এলেন মহারাজ নন্দকুমার,—আর আমার গচ্ছিত ধনরত্ন নিয়ে এল মির সোলেমান। মহারাজ নন্দকুমার আমার বেগমকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু মীর সোলেমান আমার সেই ধনরত্ন আমার হাতে ফিরিয়ে দিলে না।

নজাফ। আপনার সেই ধনরত্ন নিয়ে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে চ'লে গেছে জনাব!

মিরকাসেম। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আমি - আমারই একজন নগণ্য ভৃত্য মির সোলেমানের এই বেইমানির জন্য সুজাউদ্দৌলার

কাছে আমি অভিযোগ করেছিলুম, কিন্তু সে তার সেই চোরাই ধনরত্নের বখরা নিয়ে নির্বিচারে আমাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলে। অথচ ঐ সুজাউদ্দৌলার জন্য আমি কিনা করেছি! বুন্দেলখণ্ডের রাজা যখন তার রাজ্য আক্রমণ করলে তখন আমি আমার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছি নজাফ!

নজাফ। শুধু বাংলার মাটী বেইমানিতে বিষিয়ে যায়নি জনাব—ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ধূলিকণাই আজ বেইমানিতে পরিপূর্ণ!

মিরকাসেম। বুকের রক্ত দিয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যে সৈন্যদল আমি গঠন করেছিলুম, সমরু সেই সৈন্যদল নিয়ে আমার দুর্ভাগ্যের এই চরম মুহূর্তে অম্লান বদনে আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। যাবার সময়ে আমার কামান বন্দুক গুলিগোলাও তারা পরিত্যাগ ক'রে গেল না! তাদের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করায় সমরু আমার মুখের ওপরে ব'লে গেল, "যে রাখতে পারে না, তার হাতে কামান-বন্দুক শোভা পায় না।" আমারই একজন বেতনভোগী ভৃত্যের মুখে এই উদ্ধত জবাব আমাকে নীরবে শুনতে হ'ল নজাফ।

নজাফ। সমরু আপনার সেই হাতে গড়া সৈন্যদল নিয়ে সুজাউদ্দৌলার কাছে নকরী নিয়েছে জনাব!

মিরকাসেম। সুজাউদ্দৌলা আমার সব নিলে নজাফ—সুজাউদ্দৌলা আমার সব নিলে! আমার অপরিসীম ধনরত্ন, অপরিমিত অস্ত্রশস্ত্র, সযত্ন শিক্ষিত সৈন্যদল,—সব কেড়ে নিয়ে সে আমাকে আজ ফকির ক'রে ছেড়ে দিলে, নজাফ।

নজাফ। শুধু তাই নয় জনাব, আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছি, কোম্পানীর ঘোষিত সেই লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী বেণী বাহাদুর আপনাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।

সহসা নেপথ্যে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ, নারীকণ্ঠে
আর্তনাদ ও কোলাহল

বহুকণ্ঠে। [নেপথ্যে] "রক্ষা কর—রক্ষা কর—জান যায়—ইজ্জৎ যায়—বাঁচাও—বাঁচাও!"

মিরকাসেম। একি! এত রাত্রে বন্দুকের শব্দ আর আর্তনাদ! আমার শিবিরের এত কাছে।

বেগে নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। সর্বনাশ জাহাপনা,—সর্বনাশ। সুজাউদ্দৌলার শিবির থেকে বেরিয়ে সমরু সসৈন্যে আপনার জেনানা শিবির আক্রমণ করেছে।

মিরকাসেম। আমার জেনানা-শিবির আক্রমণ করেছে—সমরু! নজাফ—নজাফ,—আমার বন্দুক—আমার বন্দুক—

বেগে ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। বন্দুকের গুলিতে তুমি আগে আমাকে হত্যা কর জনাব—তুমি আগে আমাকে হত্যা কর! আমি নবাবের মেয়ে, নবাবের বেগম—লুণ্ঠনরত নগণ্য সৈনিক রত্নলোভে আমার বস্ত্রাভ্যন্তরেও হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে। এ বে-ইজ্জতীর পর এ জীবন আমি রাখতে চাই না, জনাব,—এ জীবন আর আমি রাখতে চাই না। তুমি আমাকে গুলি ক'রে মার হজরৎ,—তুমি আমাকে গুলি ক'রে মার।

[মিরকাসেমের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন।]

মিরকাসেম। নজাফ!—না—না, তুমি নও—তুমি নও। তুমি অবাধ্য। তুমিও একদিন অম্লানবদনে আমার আদেশ অমান্য করেছ। মহারাজ নন্দকুমার!

নন্দকুমার। জনাব!

মিরকাসেম। আপনি আমার কর্মচারী নন, তবু আমার কোন আদেশ বা অনুরোধ আপনি জীবনে কখনো উপেক্ষা করেননি। তাই আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ,—এই অনুরোধই আমার এ জীবনের শেষ অনুরোধ—দয়া ক'রে আপনি রাখুন মহারাজ!

নন্দকুমার। আদেশ করুন জনাব, এ গোলাম আপনার জন্যে জান দেবে।

মিরকাসেম। যান,—আপনার বন্দুকটা শীগ্‌গির নিয়ে আসুন আপনি।

নন্দকুমার। বন্দুক!

মিরকাসেম। হ্যাঁ—বন্দুকটা এনে মাত্র দু'টো আওয়াজ করুন—একটা আমার এই বুকে,—আর একটা এই ফতেমার বুকে। যান,—নিয়ে আসুন আপনার বন্দুক।

নন্দকুমার। জনাব!

মিরকাসেম। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আমি,—আপনার পদতলে ব'সে এই অনুবোধ করছি মহারাজ! [নন্দকুমারের পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন]

নন্দকুমার। জনাব—জনাব—[সযত্নে মিরকাসেমের হাত ধরিয়া উঠাইলেন]

মিরকাসেম। অবাধ্য—অবাধ্য—শেষে আপনিও আজ আমার অবাধ্য হলেন মহারাজ!

ফতেমা। তোমার কথা আজ আর কেউ শুনবে না জনাব। তুমি আজ রাজ্যহারা, ঐশ্বর্যহারা, পথের ভিক্ষুক। আজ আর তোমার আদেশ প্রতিপালন করবার জন্য কেউ নেই, তোমার অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যও কেউ নেই! এই বিশাল দুনিয়ায় তুমি আজ নির্বান্ধব—নিঃস্ব—একা!

মিরকাসেম। নজাফ!

নজাফ। জনাব!

মিরকাসেম। তুমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, জল্লাদ নও। নিরস্ত্রকে তুমি অস্ত্রাঘাত করতে পারবে না। [নজাফের দু'টি হাত ধরিয়া] কিন্তু তুমি আজ আমার একটা দৌত্য কর দোস্ত!

নজাফ। আদেশ করুন জনাব!

মিরকাসেম। তুমি একবার সুজাউদ্দৌল্লার শিবিরে যাও। তাকে গিয়ে বল, সে আমার ঐশ্বর্য নিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছে, সৈন্যদল নিয়েছে —আমাদের জীবনও যেন সে দয়া ক'রে নেয়। যাও,—যাও বন্ধু!

নজাফ। বিপদে ধৈর্যহারা হবেন না জনাব!

মিরকাসেম। ধৈর্যহারা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত দুঃখেও তুমি আজ হাসালে আমাকে! আমার মত ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়লে স্বয়ং খোদাতাল্লাও ধৈর্য না হারিয়ে থাকতে পারতো না দোস্ত! কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়া-নালার পরাজয়েও আমি ধৈর্যহারা হইনি, কিন্তু আজ—আজ একজন নগণ্য সৈনিক আমার বেগমের গায়েও হাত দিতে সাহস করে। এ কথা শুনেও এখনো আমি পাগল হ'য়ে যাইনি।

নজাফ। চলুন জাঁহাপনা, এই রাত্রেই আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

মিরকাসেম। কোথায়?

নজাফ। রাওয়ালপিণ্ডিতে।

মিরকাসেম। রাওয়ালপিণ্ডিতে!

নজাফ। সেখানকার আমীর হয়তো আমাদের আশ্রয় দিতে পারে, জনাব।

মিরকাসেম। তাহ'লে এইবার আমার একটা ভিক্ষার ঝুলি চাই, নজাফ! কে দেবে? সে অনুগ্রহটুকু কে করবে দোস্ত?—সুজাউদ্দৌলা না সমরু?

সমরুর প্রবেশ

সমরু। সমরু হাপনাকে farewell (ফেয়ারওয়েল) ডিটে পারে নবাব!

মিরকাসেম। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] সমরু!

সমরু। Yes, Your Excellency (ইয়েস, ইওর এক্সেলেন্সি) হামি হাপনার শিবির লুঠ করিয়াছি। But don't take any offence please, (বাট ডোণ্ট টেক্ এনি অফেন্স প্লীজ) হামার সৈন্যডলের জন্যে হাপনার কাছে যে টাকা পাওনা ছিল, হামি টাহা হাপনার শিবির লুঠ করিয়া হাডায় করিয়া লইয়াছে।

মিরকাসেম। শয়তান,—বেইমান,—

সমরু। No. Your Excellency (নো, ইওর এক্সেলেন্সি) বেইমান হইলে হামি হাপনাকে ইংরেজডের হাটে ঢরাইয়া ডিট। লাখ টাকা ইনাম ভি পাইট। লেকিন, হামি টাহা করিবে না। হামি বহু ডিন হাপনার নিমক খাইয়াছে। টাই হাপনাকে বলিটে হাসিয়াছে হাপনি আজ রাত্রেই এখান হইতে পলাইয়া যাইবেন। টাহা না করিলে নবাব সুজাউড্ডৌলার হুজীর বেণীবাহাডুর কাল ফজিরমে হাপনাকে ইংরাজডের হাটে ঢরাইয়া ডিবে। Good night my friends (গুড নাইট মাই ফ্রেণ্ডস্)

[প্রস্থান

মিরকাসেম। নজাফ—নজাফ—

নজাফ। চলুন,—চলুন জনাব,—আর এক মুহূর্তও এখানে বিলম্ব নয়।

মিরকাসেম। যাব—যাব নজাফ, এবার রাওয়ালপিণ্ডির পথে পথে ফতেমার হাত ধ'রে আমি ভিক্ষে করে বেড়াব। মহারাজ নন্দকুমার!

নন্দকুমার। জনাব!

মিরকাসেম। আমার বাংলা রইল, আর রইলেন আপনি।

নন্দকুমার। বাংলার জন্য আমি জীবন দেব জনাব।

মিরকাসেম। আমার বাংলার প্রজারা যদি কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা আর অত্যাচারিত না হয়,—তাহ'লে গাছতলায় বসেও আমি পরম শান্তি পাব মহারাজ।

নন্দকুমার। প্রতিজ্ঞা করছি জনাব, কোম্পানির কর্মচারীদের কোন অন্যায় আমি সহ্য করবো না,—তাদের সমস্ত অত্যাচারের আমি প্রতিবাদ করবো।

মিরকাসেম। এস ফতেমা, আজ থেকে অনাবৃত আকাশের তলে উন্মুক্ত পথই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

ফতেমা। চল জনাব, তোমার চরণই আমার পরম শরণ!

[মিরকাসেম, ফতেমা ও নজাফের প্রস্থান

নন্দকুমার। ভগবান, বাংলার মুসলমান রাজত্বের বুঝি এই যবনিকাপাত।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দকুমারের বহির্বাটী

পাগল গাহিতেছিল

পাগল। **গীত**

বাংলা মা, তোর রাজরাণী-রূপ
কিসে খোয়ালি ?
(তোর) সোনার মুকুট, হীরের মালা
কোথায় হারালি ?
পলাশীর ওই বিজন মাঠে,
ভাগীরথীর ভাঙ্গা ঘাটে
কি খুঁজে তুই বেড়াস ঘুরে
গভীর রাতে অন্ধকারে
কাঁদিস বসে পথের ধারে ;
(সেই) তীক্ষ্ণ করুণ কান্নাতে তোর
আমায় কাঁদালি ॥

কামালউদ্দীনের প্রবেশ

কামাল। বলি, শুনছেন—ও মশাই !

পাগল। কে তুমি ?

কামাল। আমি শেখ কামালউদ্দিন আলি খাঁ, পিতা শেখ রোস্তম

আলি খাঁ, সাকিম হিজলী পরগণা, পেশা নিমক-মহালের ইজারাদারী।
মহারাজ নন্দকুমার বাড়ীতে আছেন মশাই ?

পাগল। দাঁড়াও ভেবে দেখতে হবে।

কামাল। ভেবে দেখতে হবে! বলেন কি মশাই? মহারাজ বাড়ীতে আছেন কিনা,—অর্থাৎ একটা 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'—তাও আবার ভেবে দেখতে হবে ?

পাগল। হ্যাঁ ; মনে পড়েছে।

কামাল। মনে পড়েছে! যাক্ বাঁচা গেল। ম'শায়ের মনটিকে বেশ ভদ্রলোক বলা যেতে পারে। তা' এইবার বলে ফেলুন, বলে ফেলুন মশাই,—একটা 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' !

পাগল। দাঁড়াও, ভেবে দেখতে হবে।

কামাল। এই সেরেছে রে বাবা! মনে পড়লেও আবার ভেবে দেখতে হবে।

পাগল। তা হবে বৈকি! মোবারকউদ্দৌলা নবাব হ'লেও কোম্পানী যদি রাজত্ব করতে পারে, তাহ'লে মনে পড়লেও ভেবে দেখতে দোষ কি বাবা ?

কামাল। মশায়ের কথাগুলো কেমন একটু··তার মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না।

পাগল। তা বুঝতে পারবে কেন? ভগবান তোমাদের সব দিয়েছেন—দেননি কেবল ঐ বুঝতে পারার শক্তিটুকু। তা যদি তিনি দিতেন, তাহ'লে তোমাদের আজ এ দুর্দশা হত না। [প্রস্থান

কামাল। লোকটা আচ্ছা অদ্ভুত তো! ঠিক যেন একটা গোলক ধাঁধা! কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার বাড়ীতে আছেন কি না, তা তো ঠিক জানা গেল না। অথচ এতটা পথ যখন কষ্ট স্বীকার ক'রে এসেছি, তখন কাজটা না সেরেই বা ফিরি কি করে ?

গুরুদাসের প্রবেশ

গুরুদাস। কে তুমি ?

কামাল। আমি শেখ কামালউদ্দিন আলি খাঁ, পিতা শেখ রোস্তম আলি খাঁ, সাকিম হিজলী পরগণা, পেশা নিমক-মহালের ইজারাদারী। —মহাশয়ের পরিচয় ?

গুরুদাস। আমি মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র,—নাম গুরুদাস।

কামাল। ও—, আপনিই নবাব মোবারকউদ্দৌলার দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ! সম্প্রতি রাজা বাহাদুর উপাধি পেয়েছেন।

গুরুদাস। হ্যাঁ।

কামাল। [কুর্ণিশ করিয়া] বন্দেগী রাজা বাহাদুর,—বন্দেগী মশাই আপনাকে।

গুরুদাস। আর বন্দেগী করতে হবে না খাঁ সাহেব। এখানে তোমার কি প্রয়োজন তাই, বল।

কামাল। প্রয়োজন মশাই আপনার পিতাঠাকুরকে।

গুরুদাস। তাঁর কাছে তোমার দরকার ?

কামাল। তাহ'লে আপনাকে সব কথা খুলেই বল্‌তে হ'ল মশাই। গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মুৎসুদ্দী গঙ্গাগোবিন্দ সিং আর আর্ক্‌ডিকেন সাহেবের নামে আমার একটা নালিশ আছে।

গুরুদাস। কিন্তু বাবা যে নবাব-সরকারের দেওয়ানীতে ইস্তফা দিয়েছেন খাঁ সাহেব। নবাব মিরজাফর খাঁর মৃত্যুর পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেছে। তাদের অনুগ্রহে মহম্মদ রেজা খাঁ আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান-ই-আলা।

কামাল। জানি মশাই, বহুত টাকা ঘুষ খাইয়ে সে দেওয়ান হয়েছে।

সে জানে প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করতে। রাজকার্যের সে কি জানে মশাই। তা ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার মত বুকের পাটা, মহারাজ নন্দকুমার ছাড়া আর কার আছে।

গুরুদাস। কিন্তু তিনি আজ তোমারই মত সামান্য ব্যক্তি খাঁ সাহেব।

কামাল। বলেন কি মশাই। তাঁর ক্ষমতা আমার আর জানতে বাকী নাই। তিনি ইংলণ্ডের ডিরেক্টরদের কাছে কোম্পানীর কর্মচারী আর রেজা খাঁর অত্যাচারের কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন ব'লে তাঁরা বড়লাট হেষ্টিংসের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন, রেজা খাঁর অপরাধের তদন্ত করবার হুকুম পাঠিয়েছেন। বাবার ওপরেও বাবা আছে মশাই। তা না হ'লে দেশে এত লোক থাকতে আমি মহারাজ নন্দকুমারের কাছেই বা আসবো কেন বলুন ?

গুরুদাস। তোমার নালিশটা কি খাঁ সাহেব ?

কামাল। হেষ্টিংস সাহেবের মুৎসুদ্দী গঙ্গাগোবিন্দ সিং আমার কাছ থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

গুরুদাস। কেন ?

কামাল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে আমি মশাই নিমক-তৈরীর জন্যে বারো বছরের মত হিজলী পরগণা ইজারা নিই। কথা ছিল বছরে একলক্ষ মণ নিমক তৈরী ক'রে আমি কোম্পানীকে দেব ; তার বেশী আর তৈরী করবো না। কিন্তু লাটসাহেবের মুৎসুদ্দী গঙ্গাগোবিন্দ সিং বললেন, তাঁকে ছাব্বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিলে, লাখ মণের ওপর যা তৈরী করবো, তা আমি বেচে নেব। কোম্পানী যাতে কিছু না বলে, তার ব্যবস্থা তিনি ক'রে দেবেন।

গুরুদাস। তারপর ?

কামাল। তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে মশাই, সেই ছাব্বিশ হাজার টাকা আমি তাঁর গর্ভে দিয়েছি। এখন টাকা খেয়ে সিঙ্গী মশাই জয়ঢাক

হ'য়ে বসে আছেন ; এদিকে কাজের নামে অষ্টরম্ভা। কোম্পানীর সেপাই-বরকন্দাজেরা দু'বেলা এসে আমাকে ধমক লাগাচ্ছে—"খবরদার লাখমণের বেশী এক রতি নিমক তৈরী করলেই গারদে যেতে হবে।" তাই আমি কাউন্সিলে গঙ্গাগোবিন্দের নামে নালিশ করবো ব'লে এই আরজি নিয়ে এসেছি আপনার পিতাঠাকুরের কাছে।

গুরুদাস। কিন্তু মনে রেখ খাঁ সাহেব, গঙ্গা গোবিন্দ সিং শুধু লাট সাহেবের মুৎসুদ্দীই নয় ; সে তাঁর উৎকোচ গ্রহণের দালাল, বন্ধু।

কামাল। কিন্তু তাই ব'লে এ গরীবের ছাব্বিশ হাজার টাকা বেমালুম সে মেরে দেবে! এর কোন বিচার হবে না মশাই ?

গুরুদাস। কাউন্সিলে অভিযোগ করলে অবশ্যই এর বিচার হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের কু-ক্রিয়ার প্রতিকারের জন্য কাউন্সিলের সৃষ্টি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি ঠিক থাকবে তো ? শেষে লাটসাহেবের বন্ধুর ভয়ে—

কামাল। বলেন কি মশাই! লাটসাহেবের বন্ধু হলেও সিঙ্গী মশাই তো আমাদের মত ভেতো বাঙালী। তাকে আবার ভয় কিসের ? তবে হ্যাঁ, লালমুখো লাট সাহেব যদি কিছু বলেন—

গুরুদাস। তাহ'লেই তুমি সব উল্টো গাইবে ?

কামাল। তোবা! তোবা! বলেন কি মশাই! আমি আর লাটসাহেবের ত্রিসীমানাতেই যাবো না।

গুরুদাস। বেশ, তোমার আর্জিটা তাহ'লে আমাকে দিয়ে যাও। আমি ওটা মুর্শিদাবাদে মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তোমার নালিশের ব্যবস্থা ক'রে দেব।

কামাল। যে আজ্ঞে। [আর্জিখানি গুরুদাসের হাতে দিয়া] তদ্বিরের আমি ত্রুটি করবো না মশাই, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ যেন টিট্ হ'য়ে যায়!—সেলাম।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান

গুরুদাস। কোম্পানীর লাটসাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে পেয়াদা পর্যন্ত আজ সবাই গঙ্গাগোবিন্দ। কত জনকে তুমি ঢিট্ করবে খাঁ সাহেব। দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছে, সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই; গঙ্গাগোবিন্দের দল শুধু স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তা না হ'লে বাংলার দেওয়ান সুবা মহম্মদ রেজা খাঁ আজ তিন লক্ষ মণ চাল তার ঘরে মজুত ক'রে রেখেছে, আর তারই চোখের ওপরে মন্বন্তরের প্রবল প্রকোপে সমস্ত বাংলা শ্মশান হ'য়ে যাচ্ছে।

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। মহারাজ নাকি তাই সেই চাল বিতরণের অনুরোধ করবার জন্য রেজা খাঁর কাছে যাবেন গুরুদাস?

গুরুদাস। সেই কথাই তিনি ব'লে গেছেন মা। মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি সোজা রেজা খাঁর কাছে যাবেন।

ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু রেজা খাঁ তাঁর অনুরোধ রাখবে কেন গুরুদাস? দশগুণ বেশী দামেও যে চাল বিক্রী করতে রাজী হয়নি, বিনা পয়সায় সে চাল সে বিলিয়ে দেবে। তা ছাড়া কোম্পানীর অনুরোধে মহারাজ তার নিকাশ নিয়ে তিন কোটি টাকার তছরফ দেখিয়েছেন, ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভায় তার নামে অভিযোগ করেছেন। সে এখন তাঁর প্রবল শত্রু হ'য়ে আছে।

গুরুদাস। দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি সেই শত্রুর দ্বারেও ভিক্ষায় যেতে প্রস্তুত। দেশে আর কারো এক মুঠো দানা নেই। কোম্পানীর মুনাফাখোর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত লাভের আশায় লক্ষ লক্ষ মণ চাল কলকাতায় গোলাবন্দী ক'রে রেখেছে, বাকী যা ছিল, দেশের শাসন কর্তা রেজা খাঁ তা টেনে নিয়ে গুদামজাত ক'রে রেখেছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় দেশের লোক পাগল হ'য়ে উঠেছে; কঙ্কালসার নরনারী

দলে দলে 'হা অন্ন'—হা অন্ন' ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; শীর্ণ শুষ্ক মৃতদেহের স্তূপে সমস্ত পথ-ঘাট পরিপূর্ণ ! এ দৃশ্য দেখে, বাবার মত লোক কি চুপ ক'রে থাকতে পারে মা !

ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু আমার বড় ভয় হয় গুরুদাস, আমার বড় ভয় করে। কোম্পানীর বড়লাট হেষ্টিংস তাঁর শত্রু,—বাংলার দেওয়ান-সুবা রেজা খাঁ তাঁর শত্রু। এত বড় দু'টো প্রবল শত্রু অহরহ তাঁর পিছনে লেগে আছে,—সর্বদাই তাঁর সর্বনাশের চেষ্টা করছে। তাই তিনি ঘরের বাইরে গেলেই আমার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না বাবা !

গুরুদাস। অকারণ তোমার দুশ্চিন্তা মা !

ক্ষেমঙ্করী। না—না বাবা অকারণ নয়,—অকারণ নয়। যে দিন সেই বুলাকীদাসের দলিলে আমার মাথার সিন্দুর মুছে গেল, সেই দিন থেকে দুশ্চিন্তায় আমি আর ঘুমুতে পারি না,—ভয়ে আমার সর্ব শরীরের রক্তস্রোত যেন বন্ধ হ'য়ে যায়। শুধু মনে হয়, ঐ অলক্ষুণে দলিল না জানি আমাদের কি সর্বনাশ ডেকে আনে।

গুরুদাস। কিন্তু সে দলিল তো আর আমাদের কাছে নেই মা। কোম্পানী বুলাকীদাসের সমস্ত টাকা আমাদের চুকিয়ে দেওয়ার সে দলিল তো আমরা কোম্পানীকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি আজ তোমার সীমন্তরেখায়, তোমার আর ভয় কি মা !

ক্ষেমঙ্করী। না—না গুরুদাস, তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না বাবা—তবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না।

গুরুদাস। চল মা, তোমার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজার সময় হয়েছে—তুমি মন্দিরে চল।

ক্ষেমঙ্করী। জানি না লক্ষ্মী-নারায়ণের মনে কি আছে বাবা !

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হীরাঝিলের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

মণিবেগম

মণিবেগম। এ আমার তুমি কি করলে খোদা! সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে বসিয়ে আমার অন্তরের শান্তি কেড়ে নিলে তুমি! বাঈজী থেকে বেগম হয়েছিলুম; কিন্তু মিরজাফরকে সরিয়ে দু'দণ্ডেই তুমি ভেঙ্গে দিলে আমার সে সুখ স্বপ্ন! পুত্র নজামুদ্দৌলা আর সইফুদ্দৌলাকে মসনদে বসিয়ে আমি নবাব জননী হয়েছিলুম, কিন্তু তাদেরও তুমি কেড়ে নিলে আমার বুক থেকে! বাইরের ঐশ্বর্য চেয়েছিলাম ব'লে অন্তরে আমাকে এমনিধারা সর্বহারা করলে তুমি! ওঃ! [ওড়না দিয়া দুই হস্তে আপনার মুখ ঢাকিলেন। একটু পরে কহিলেন—] কে কাঁদছে! কোন অদেখা অশরীরীর একটানা একটা করুণ কান্না আমি যেন দিনরাত শুধু শুনতে পাচ্ছি! এ কার কান্না? কোথা থেকে উঠেছে এই কান্নার সুর?

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। বাংলার মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, বেগম সাহেবা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সমস্ত দেশ আজ জনমানবশূন্য? কাঁদবে কে? লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য সন্তানের অকালমৃত্যুতে বাংলার বুক চিরে উঠেছে ঐ করুণ কান্নার সুর।

মণিবেগম। তাই হবে,—তাই হবে বোধ হয়। আমার দুটি সন্তান হারিয়ে আমি যদি আজ এমনি ক'রে কাঁদতে পারি, তাহ'লে বাংলা···বাংলা আজ তার কতগুলি সন্তান হারিয়েছে, মহারাজ?

নন্দকুমার। শুধু কলকাতাতেই মরেছে ছিয়াত্তর হাজার। বাংলার

লোক সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ উজাড় হ'য়ে গেছে এই দারুণ দুর্ভিক্ষে।

মণিবেগম। খোদার অভিশাপ মহারাজ, খোদার অভিশাপ।

নন্দকুমার। না বেগম সাহেবা! এ মানুষের কারসাজি। দেশের শাসক-মণ্ডলীর অমানুষিকতাই দায়ী এই দুর্ভিক্ষের জন্য। প্রজার ঘরে অন্ন নেই অথচ খাজনা আদায় রীতিমত চলেছে। গরীব চাষী পেটে না খেয়ে যে বীজধান রেখেছিল, দেওয়ান সুবার জবরদস্তিতে তাই বেচে তাদের খাজনা দিতে হ'চ্ছে। দেশে আজ কারো ঘরে একমুঠো দানা নেই অথচ রেজা খাঁর গোলায় তিন লাখ মণ চাল এখনও মজুত, মুনাফাখোর মজুদকারীরাই ডেকে নিয়ে এসেছে এই দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীকে।

মণিবেগম। এই অনাচারের কি কোন প্রতিবিধান নেই?

দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। গীত

প্রতিবিধান করবে এবার নিজেই মহাকাল;
দুর্ভিক্ষ তাই ধ্বংস-ছন্দে বাজায় করতাল॥
হাহাকারের মহোৎসবে,
মরণ নাচে সগৌরবে
পথে পথে মিছিল করে জীবন্ত কঙ্কাল।

মণিবেগম। তুমি এখানে কেন? চলে যাও এখান থেকে!

দরবেশ। পূর্ব গীতাংশ

জ্বলে যাবে সবাই এবার
জুটবে না লোক কবর দেবার,
ঘরে ঘরে পচবে মড়া হাসবে শকুন শেয়াল।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। প্রতিবিধান কে করবে বেগম সাহেবা। সে সিরাজউদ্দৌলা নেই, সেই মিরকাসেমও নেই; দেশের শাসনযন্ত্র আজ বণিকদলের করতলগত। বাদশাহী সনদের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত মালিক।

মণিবেগম। কিন্তু নবাব মোবারকউদ্দৌলা—

নন্দকুমার। নাবালক,—কোম্পানীর বৃত্তিভোগী।

মণিবেগম। তাকে অবলম্বন ক'রে বাংলার সে সুদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায় না মহারাজ।

নন্দকুমার। কেমন ক'রে তা সম্ভব হবে বেগমসাহেবা! মোবারক-উদ্দৌলার ওপরে দেশের যে কোন সহানুভূতি নেই।

মণিবেগম। কেন? কি অপরাধ তার?

নন্দকুমার। অপরাধ তার নয়,—তার পিতার। নবাব মিরজাফরের পুত্র ব'লে সে আজ দেশের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। বাংলার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সহানুভূতি আজ সিরাজ কন্যা উম্মত্ জহুরার ওপর।

মণিবেগম। ঐ উম্মত্ জহুরার সঙ্গে যদি আমি মোবারকের সাদী দিই।

মোবারকউদ্দৌলার প্রবেশ

মোবারক। তা হবে না আম্মা, উম্মত্ আমাকে সাদী করবে না।

মণিবেগম। কেন?

উম্মত্ জহুরার প্রবেশ

উম্মত্। সে উত্তর আমি দিচ্ছি বেগম সাহেবা। গাধার বাচ্চার সঙ্গে সিংহশাবকের কখনও সাদী হ'তে পারে না।

মণিবেগম। উম্মত্ জহুরা! জান তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো?

লুৎফ্‌উন্নেসার প্রবেশ

লুৎফ্‌উন্নেসা। ও জানে না; কিন্তু আমি জানি, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেদিন বিবাহোৎসব···সমস্ত মুর্শিদাবাদ আনন্দ কলরবে মুখরিত···সেই উৎসবে নওয়াজেস মহম্মদ দিল্লী থেকে আনিয়েছিলেন একদল বাঈজী ···সেই বাঈজীদলের প্রধান নর্তকীর সামনে দাঁড়িয়ে উম্মত্‌ জহুরা আজ কথা বলছে বিবি সাহেবা!

নন্দকুমার। অতীতের কথা অতীতেই বিলীন হ'য়ে যাক, বেগম সাহেবা। অনাগত ভবিষ্যৎকে গৌরবোজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে এই ভয়াবহ বর্তমানের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের। আজ সিরাজ নেই, মিরকাসেম নেই, মিরজাফর নেই, ···মসনদে এখন বালক মোবারক-উদ্দৌলা। সেই বালক যাতে সমস্ত জাতির ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হ'তে পারে, অনুগ্রহ ক'রে আপনি আজ সেই ব্যবস্থা করুন।

লুৎফ্‌উন্নেসা। কি করবো?

নন্দকুমার। মোবারকউদ্দৌলার পার্শ্বে আজ দাঁড় করিয়ে দিন আপনার উম্মত্‌ জহুরাকে! তাহ'লে হয়ত দেশের লোক ঐ উম্মতের মুখ চেয়ে মোবারকউদ্দৌলাকে তাদের অন্তরের আসনে বসাবে; বাংলার নবাব হয়তো একদিন সত্যসত্যই আবার বাঙ্গালীর নবাব হবে। মোবারকউদ্দৌলার সঙ্গে উম্মতের যদি বিবাহ হয়—

উম্মত্‌। অসম্ভব! আমার বাবাকে যে খুন করেছে; তার ছেলেকে সাদী করার চেয়ে মৃত্যুকে সাদি করা আমার ঢের ভাল। [প্রস্থান

নন্দকুমার। কিন্তু এই বিবাহ যদি সম্ভব হ'ত, তাহ'লে সমস্ত দেশ হয়তো সানন্দে অভিনন্দিত করতো এই নবদম্পতীকে, কোম্পানীর ঝাণ্ডা সবলে নামিয়ে আবার হয়তো তারা উড়িয়ে দিত স্বাধীন বাংলার গৌরব পতাকা।

লুৎফ্‌উন্নেসা। স্বাধীন বাংলার গৌরব-পতাকা শত বৎসরেও আর উড়বে না মহারাজ। বেইমান বাংলার নেমকহারামীর প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। সাতকোটী বাঙালীর চোখের জলে বাংলার মাটী নোনা হয়ে যাবে, দীর্ঘশ্বাসে তাদের উন্মুক্ত আকাশ বাষ্পাকুল হয়ে উঠবে,—লাঞ্ছনার পদাঘাতে তাদের মাটিতে মাথা নুয়ে পড়বে।

নন্দকুমার। সেই নিদারুণ দুর্দশার হাত থেকে বাংলাকে আপনি আজ রক্ষা করুন মা!

মণিবেগম। শুধু বাংলাকে নয়, তোমার কন্যাকে তুমি রক্ষা কর, লুৎফ্‌উন্নেসা। দারিদ্রের নিষ্পেষণে তুমি আজ জর্জরিত। কোম্পানী প্রদত্ত একশত দশ টাকা আজ তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহের অবলম্বন; এ অবস্থায় কন্যা যদি তোমার নবাব বেগম হয়, সেকি তোমার আনন্দের কথা নয়?

লুৎফ্‌উন্নেসা। আনন্দ! স্বামীহন্তার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে আনন্দ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মণিবিবি, তুই আমারই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে আমাকে অভিভূত করতে চাও?

মণিবেগম। ধূলিশয্যা থেকে তোমার কন্যাকে আমি সোনার পালঙ্কে তুলতে চাই।

লুৎফ্‌উন্নেসা। অর্থাৎ টাকার জোরে তুমি অপমান করতে চাও আমার দারিদ্রকে!

মোবারক। টাকা দিয়ে বাঁদী কেনা যায় আম্মা—বেগম কেনা যায় না। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, উম্মত্‌ যেন আর কাকেও সাদী করে সুখী হয়। [প্রস্থান

মণিবেগম। লুৎফ্‌উন্নেসা!

লুৎফউন্নেসা। চুপ চুপ! ও প্রস্তাব তুমি আর মুখে এনো না মণিবিবি। আলিবর্দি শুনতে পেলে, এখুনি কবর থেকে উঠে এসে

তোমার টুঁটি টিপে ধরবে। সিরাজ শুনতে পেলে, তার খণ্ডিত দেহের প্রত্যেক টুক্‌রো বিকট আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠবে।

নন্দকুমার। কিন্তু এই বাংলার মুখ চেয়ে—

লুৎফ্‌ন্নেসা। বাংলা! চেয়ে দেখ আজ বাংলার দিকে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সমস্ত দেশ আজ শ্মশান হ'য়ে গেছে। গৃহে গৃহস্থ নেই, পথে পথিক নেই, হাটে হাটুরে নেই। নীরব, নিস্তব্ধ, জনহীন দেশ যেন খা খা করছে। শুধু আকাশে বাতাসে একটা করুণ কান্নার রব দিনরাত ভেসে বেড়াচ্ছে। ও কান্না কার জান? বাংলার সর্বহারা মোগল রাজলক্ষ্মীর।   [প্রস্থান

মণিবেগম। না না—, ও কান্না আমারই জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার। পর্ণ কুটির থেকে প্রাসাদে এসেছি, নগণ্য বাঈজী থেকে আজ নবাব বেগম হয়েছি, আমারই ক্রুদ্ধ কটাক্ষে মিরকাসেমের স্বর্ণমুকুট মাটিতে খসে পড়েছে, আমারই পায়ের তলায় বাংলার সিংহাসন বিলুণ্ঠিত হয়েছে—তবু আমি যে নর্তকী···সেই নর্তকীই রয়ে গেছি!

নন্দকুমার। আজ আর সে অনুশোচনায় কোন ফল নেই বেগম সাহেবা! আজ আপনি নবাবের অভিভাবিকা—

মণিবেগম। কিন্তু কেমন করে হয়েছি জানেন? কান্ত মুদীর ভাই নৃসিংহ মুদীর মারফতে দেড় লক্ষ টাকা হেষ্টিংস সাহেবকে নজরাণা দিয়ে।

নন্দকুমার। নজরাণা নয় বেগম সাহেবা, নজরাণার নামে ওটা প্রকাশ্য উৎকোচ। ঐ উৎকোচের ফলে বিমাতা হ'য়েও আপনি আজ নবাবের অভিভাবিকা। ঐ উৎকোচের ফলে শত্রুপুত্র হ'য়েও আমার গুরুদাস আজ নবাবের দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ। ঐ উৎকোচে কোম্পানীর কর্মচারীদের এমনি অন্ধ আর বধির করেছে যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার

এই শোচনীয় দুর্দশা তারা দেখতে পায় না, বাংলার এই বুক ফাটা আর্তনাদ তারা শুনতে পায় না।

মণিবেগম। কোম্পানীর কর্মচারীদের অনুগ্রহের ওপরে নির্ভর করতে আমিই বাংলাকে বাধ্য করেছি মহারাজ? বাংলার এ সর্বনাশ আমারই কৃতকার্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অথচ যে প্রভুত্বের প্রলোভনে দেশের সৌভাগ্যকে অম্লানবদনে আমি বিসর্জন দিয়েছি, কোম্পানী আজ আমার হাত থেকে সেই প্রভুত্বই কেড়ে নিয়েছে। বাংলার নাবালক নবাব মোবারকউদ্দৌলা আজ তাদের বৃত্তিভোগী—নবাবের অভিভাবিকা আমি আজ তাদের মুখাপেক্ষিণী। এই দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হ'য়ে একবার দাঁড়ান মহারাজ! হয় আমি বাংলার হারাণো সৌভাগ্য ফিরিয়ে এনে পুনর্বার তাকে গৌরব-দীপ্তিতে উদ্ভাষিত ক'রে তুলবো আর তা না হ'লে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়ে দেব।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। ঐ ডুবে যাওয়াই হয়তো বাংলার শেষ ভাগ্য বেগম সাহেবা। বঙ্গোপসাগরের জলে যদিও বাংলা না ডোবে, সাতকোটি বাঙালীর চোখের জলে একদিন তাকে ডুবতে হবে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদে নেসাতবাগে রেজা খাঁর বিলাস-কক্ষ

মহম্মদ রেজা খাঁ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মদ্যপান করিতেছিলেন ;
নর্তকীগণ নাচ-গান করিতেছিল

নর্তকীগণ। **গীত**

আজি এ গুলবাগিচায়।
কোন্ ভোমরের মুখ-চুমায়
গোলাপ কলির ঘুম ভাঙায়॥
বঁধুর ঠোঁটের মধুর পরশ
জাগাব প্রাণে সে কোন্ হরষ,
উপ্চে পড়ে খুশীর শরাব
দিল-পেয়ালায়॥
একলা থাকা নয়কো আজ ;
দূর ক'রে দাও সকল লাজ ;
যুগল মিলন চলুক শুধু
আজ নিরালায়॥

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। বাঃ! চমৎকার! বেছে বেছে যে নর্তকীগুলি তুমি সংগ্রহ করেছ, তাতে তোমাকে বাস্তবিকই তারিফ করতে হয়, খাঁ সাহেব।

রেজা খাঁ। বহু টাকা ব্যয়ে ওদের পুষতে হ'চ্ছে সিঙ্গীমশাই ;

[নেপথ্যে কোলাহল]

বহুকণ্ঠে। [নেপথ্যে] ক্ষুধায় পেট জ্বলে গেল,—খেতে দাও,—অন্ন দাও,—এক মুঠো চাল,—এক মুঠো দানা—

রেজা খাঁ। একি! এ কিসের কোলাহল?

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। কোলাহল নয় রেজা খাঁ, এ ক্ষুধার্ত নর-নারীর কাতর আর্তনাদ। দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশান হ'য়ে গেছে, অগণ্য ক্ষুধাতুর নরনারী প্রেতের মত কঙ্কালসার দেহে "হা অন্ন হা অন্ন" করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তুমি দেশের শাসনকর্তা, তাই ওরা আজ তোমার দোরে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়েছে! তুমি ওদের মুখে এক মুঠো অন্ন দাও,—ওদের বাঁচাও।

রেজা খাঁ। তুমিই তাহ'লে এই সব হা-ঘরে ছোটলোকদের দল পাকিয়ে নিয়ে এসেছ আমার প্রাসাদ-দ্বারে।

নন্দকুমার। ভুল বুঝ না ভাই!

রেজা খাঁ। রেজা খাঁ যা বোঝে তা ভুল হয় না মহারাজ! তুমি বরাবর আমার পিছনে লেগে আছ!

গঙ্গাগোবিন্দ। তুমি বিলাতের ডিরেক্টর সভায় খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ, কোম্পানীর অনুরোধে নিকাশ নিয়ে তিন কোটি টাকার তছরূপ দেখিয়েছ।

রেজা খাঁ। আজ আবার দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণকে উত্তেজিত ক'রে তুলছো।

নন্দকুমার। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ যখন উন্মাদ হ'য়ে ওঠে, তখন সে কারো উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে না রেজা খাঁ। চেয়ে দেখ তুমি একবার বাংলার দিকে। পেটের জ্বালায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী আজ

এক মুঠো দানার জন্য উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের শীর্ণ কঙ্কালসার মৃতদেহে বাংলার সমস্ত পথ ঘাট ভ'রে উঠেছে। খাদ্যের অনুসন্ধানে কোন দেশের লোক যে কোথায় কোন্ দেশে চ'লে গেছে, তার আর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মা তার শিশু সন্তান ফেলে পালিয়েছে, স্বামী তার স্ত্রী পরিত্যাগ করে চলে গেছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ফেলে তার জোয়ান ছেলে-মেয়েরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সারা বাংলায় আজ আর কোন কথা নাই···শুধু "ক্ষুধা, ক্ষুধা, অন্ন দাও, অন্ন দাও!" দেশের কোনখানে কারো ঘরে আজ আর এক মুঠো দানা নেই, কেবল তোমার ঘরে—

রেজা খাঁ। আমার ঘরে?—

নন্দকুমার। লাখ লাখ মণ চাল ইঁদুরে আর পোকায় খেয়ে নষ্ট করছে! দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে মোটা লাভের আশায় যে চাল তুমি কিনে রেখেছ, ন্যায্য মূল্যে সেই চাল তুমি আজ ছেড়ে দাও ভাই! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট নর-নারী অন্ততঃ আর দুটো দিনও তাই খেয়ে বেঁচে থাকবার সুযোগ পা'ক।

রেজা খাঁ। তাদের বাঁচা-মরায় আমার কিছু আসে যায় না!

নন্দকুমার। কি বলছো রেজা খাঁ। যাদের সুখের দায়িত্ব বহনের জন্য বৎসরে তুমি পাঁচ লাখ টাকা বেতন গ্রহণ করছো, তাদের মরা-বাঁচায় তোমার কিছু যায় আসে না! অথচ, এই বাঙালীর সহানুভূতি ও সাহচর্যেই তুমি আজ ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠেছ, এই বাঙালীর রক্ত-শোষণ ক'রেই তুমি আজ এতখানি স্ফীত হয়ে উঠেছ। দেশের এই দারুণ দুর্দিনে তুমি একবার এদের মুখের দিকে ফিরে চাও।—তোমার জন্মভূমিকে রক্ষা কর, তোমার স্বদেশবাসীকে বাঁচাও!

গঙ্গাগোবিন্দ। অত স্বদেশপ্রেম দেখাতে গেলে দুদিনেই খাঁ সাহেবকে ফকিরী নিতে হবে।

রেজা খাঁ। তোমার চাপে প'ড়ে এর পূর্বে আমি পঞ্চাশ হাজার মণ চাল ছেড়ে দিয়েছি মহারাজ!

নন্দকুমার। সাতকোটি ক্ষুধার্ত হিন্দু-মুসলমান; পঞ্চাশ হাজার মণ চালে তারা ক'দিন বাঁচবে ভাই?

গঙ্গাগোবিন্দ। যে ক'দিন বাঁচে, সে ক'দিনই তাদের লাভ। পরের মাথায় কাঁঠাল রেখে চিরদিন খাওয়া চলে না মহারাজ।

নন্দকুমার। রেজা খাঁ—!

রেজা খাঁ। বৃথা অনুরোধ মহারাজ! দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রচুর অর্থ-বিনিময়ে যে চাল কিনে রেখেছি, তাঁর একটা দানাও আর ছাড়বো না।

নন্দকুমার। কিন্তু কার টাকায় তুমি সে চাল কিনেছ রেজা খাঁ।

রেজা খাঁ। কেন,—আমার টাকায়।

নন্দকুমার। না, তোমার টাকায় নয়—কোম্পানীর তহবিল তছরূপ ক'রে সেই টাকায় তুমি এ চাল কিনেছ।

রেজা খাঁ। সতর্ক হ'য়ে তুমি কথা বল নন্দকুমার!

নন্দকুমার। সতর্ক হ'য়ে তুমি কাজ কর রেজা খাঁ। তোমার মহা পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [প্রস্থানোদ্যত হইলেন

রেজা খাঁ। দাঁড়াও নন্দকুমার! আমারই গৃহে এসে আমাকে চোখ রাঙিয়ে-তুমি নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যাবে, বাংলার দেওয়ান-ই-আলা হ'য়ে নীরবে নতমস্তকে আমি তাই সহ্য করবো মনে করেছ?

নন্দকুমার। তা ছাড়া আর কি করবে রেজা খাঁ?

রেজা খাঁ। আমি তোমাকে বন্দী করবো।

নন্দকুমার। তার পূর্বে নিজেকে তুমি রক্ষা কর খাঁ-সাহেব। ঐ চেয়ে দেখ, সেনাপতি মিডল্‌টন্‌ তোমাকে বন্দী করবার জন্য কোম্পানীর লাল পল্টন নিয়ে তোমার প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলেছে।

[নেপথ্যে বিউগিলের শব্দ]

রেজা খাঁ। [নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া] একি! সত্যই তো! কাতারে কাতারে গোরাপল্টন আমার প্রাসাদ ঘেরাও করেছে, সিঙ্গী মশাই!

গঙ্গাগোবিন্দ। এ সমস্তই মহারাজ নন্দকুমারের ষড়যন্ত্র খাঁ সাহেব! ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে কেবলই তোমার বিরুদ্ধে কান-ভাঙানী দিয়ে উনিই এই অনর্থের সৃষ্টি করেছেন।

রেজা খাঁ। মহারাজ নন্দকুমার, আমি স্বীকার করছি, তুমি আমার চেয়েও শক্তিমান। আমাকে তুমি এমনভাবে অপমানিত ক'র না—আমি তোমায় দু'লক্ষ টাকা ইনাম দেব।

নন্দকুমার। তুমি আমাকে দু'লক্ষ টাকা ইনাম দেবে?

রেজা খাঁ। শুধু তোমাকে নয়, সেই সঙ্গে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকেও দেব দশ লক্ষ টাকা।

নন্দকুমার। ও-প্রস্তাব তুমি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাছেই ক'রো, খাঁ-সাহেব। অত্যধিক মুনাফার লোভে যে আমাদের দেশে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীকে ডেকে এনেছ, দুনিয়ার ঐশ্বর্য দিলেও আমি তার জন্য সুপারিস করতে পারবো না।

রেজা খাঁ। উত্তম। তবে আমিও তোমাকে দেখাব নন্দকুমার, রেজা খাঁকে বন্দী ক'রে রাখার মত কারাগার আজও তৈরী হয়নি এ বাংলা দেশে। তার পূর্বে আমিও শুধু জানতে চাই, সেনাপতি মিডল্‌টন্ আমার প্রাসাদ ঘেরাও করেছে আজ কার আদেশে?

ওয়ারেণ হেষ্টীংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। হামার হাডেশে।

রেজা খাঁ। আমার অপরাধ?

ওয়ারেণ। হপরাট এখনও প্রমাণিট হয় নাই। কিণ্টু তোমার বিরুড্ডে ডুইটা গুরুটর হভিযোগ আছে। Number one (নম্বর ওয়ান) টুমি সমষ্ট চাউল কিনিয়া হাটক করিয়া রাখায় ডেশে famine (ফেমিন) হইয়াছে। Number two (নম্বর টু) টুমি সরকারী টহবিল হইটে টিন কোটি টাকা হপহরণ করিয়াছ।

গঙ্গাগোবিন্দ। এ অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করবার মত শক্তি খাঁ সাহেবের আছে হুজুর।

ওয়ারেণ। Of course. (অফ কোরস) রেজা খাঁ যাহা বলিবে, হামি টাহা শুনিটে প্রষ্টুট আছে।

রেজা খাঁ। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের সামনে কোন কথাই বলতে রাজী নই স্যার।

ওয়ারেণ। Well, let us go into the other room, (ওয়েল, লেট আস্ গো ইনটু দি আদার রুম) হামরা হন্য ঘরে যাইয়া বাট্ করিবে।

রেজা খাঁ। আসুন স্যার, আমার নির্দোষিতা আমি এক্ষুণি প্রমাণ ক'রে দেব।

[ওয়ারেণ হেষ্টিংস সহ প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। মহারাজ নন্দকুমার, আমাদের সর্বনাশের চেষ্টা ক'রে তোমার লাভ কি বলতে পার?

নন্দকুমার। আমার লাভ কিছুই নেই গঙ্গাগোবিন্দ,—লাভ আমার স্বদেশের। তোমাদের উচ্ছেদ ক'রতে পারলে বাঙালী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। তাই বুঝি আমার নামে কোম্পানীর কাউন্সিলে অভিযোগ করবার জন্য কামালউদ্দিনকে দিয়ে মিথ্যা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছ।

নন্দকুমার। মিথ্যা দরখাস্ত! কামালউদ্দিনের কাছ থেকে তুমি ছাব্বিশ হাজার টাকা ঘুষ চাওনি?

গঙ্গাগোবিন্দ। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই, নন্দকুমার। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি সে দরখাস্ত আমাকে ফেরৎ দেবে কি না।

নন্দকুমার। সে দরখাস্ত আমি কোম্পানীর কাউন্সিলে পেশ করবার জন্য জোসেফ ফাউকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

গঙ্গাগোবিন্দ। কিন্তু কামালউদ্দিন যদি নিজে সে দরখাস্ত ফেরৎ চায়?

নন্দকুমার। কামালউদ্দিন নিজে সে দরখাস্ত ফেরৎ চাইবে?

কামালউদ্দিনের প্রবেশ

কামাল। তা ছাড়া আর উপায় নেই! সময় গতিকে কখন যে কি করতে হয় তা আগে থেকে কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না মশাই!

নন্দকুমার। দরখাস্ত তুমি ফেরৎ চাও কামালউদ্দিন?

কামাল। আজ্ঞে, ফেরৎ যদি আপনি আগেই দিয়ে দেন, তা হ'লে আর চাইতে হয় না!

নন্দকুমার। যদি ফেরতই চাইবে, তবে তা আমাকে দিয়েছিলে কেন?

কামাল। আজ্ঞে, ফেরৎ যে চাইতে হবে, তা কি তখন বুঝতে পেরেছি মশাই।

নন্দকুমার। তাহ'লে তুমি যা অভিযোগ করেছিলে—

গঙ্গাগোবিন্দ। তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ওর সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি হয়েছিল; তাই আমাকে ভয় দেখাবার জন্য ও এই দরখাস্ত দিয়েছিল

নন্দকুমার। কামালউদ্দিন—

কামাল। সিঙ্গী মশাই যা বলছেন, আমাকে এখন তাতেই সায় দিতে হবে মশাই।

নন্দকুমার। কেন! সিঙ্গী মশাইকে তোমার ভয় কিসের?

কামাল। উনি সাহেবের পেয়ারের লোক। ওঁর কথাতেই হেষ্টিংস সাহেব এখন ওঠেন-বসেন। সুতরাং আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হ'য়ে বুঝতেই তো পারছেন মশাই, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি জলে বাস করা চলে। দরখাস্তটা দয়া ক'রে আপনি সিঙ্গী মশাইকে দিয়েই দেবেন; উনি নিজের হাতেই সেটা ছিঁড়ে ফেলবেন।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। সে দরখাস্ত আর ফেরৎ পাবার উপায় নেই গঙ্গাগোবিন্দ।

গঙ্গাগোবিন্দ। কেন?

নন্দকুমার। কাউন্সিলে তা পেশ করা হ'য়ে গেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। তুমি কি মনে করেছ মহারাজ নন্দকুমার, কাউন্সিলে আমার নামে অভিযোগ ক'রে আমাকে শাস্তি দেওয়াবে? আমাকে কি তুমি এতই শক্তিহীন মনে কর? হেষ্টিংসের কান ভাঙ্গিয়ে তুমি মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করাতে পার, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের এক গাছি কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না, জেনে রেখো।

নন্দকুমার। লাট সাহেবের উৎকোচ গ্রহণের দালালি ক'রে তুমি এতই শক্তিমান হ'য়ে উঠেছ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। কিন্তু মনে রেখ, যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রসাদে পরিপুষ্ট হ'য়ে নিজেকে আজ এতখানি শক্তিমান ব'লে মনে করছো, তোমার সেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসেরই আর শাসন কার্যে অপ্রতিহত ক্ষমতা নেই। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যে কাউন্সিল গঠন ক'রে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন, তোমার প্রভুকে এখন থেকে তারই পরামর্শ মত চলতে হবে। আমি সেই কাউন্সিলের সামনেই তোমাদের প্রত্যেকের স্বরূপ

উদ্ঘাটিত ক'রে দেখাব। এমন কি তোমার লাট সাহেবকেও আমি বাদ দেব না। আর আমার সেই কার্য-সূচীর প্রথমেই হ'ল ঐ রেজা খাঁ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। রেজা খাঁকে বণ্ডী করা উচিট্ হয় নাই। হামি ডেখিটেছে, টাহার বিশেষ কিছু অপরাঢ নাই।

নন্দকুমার। অপরাধ নাই? রেজা খাঁ দেশের সমস্ত চাল কিনে আটক ক'রে রেখে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ ডেকে আনেনি? কোম্পানীর তহবিল তছরূপ ক'রে সে তিনকোটি টাকা আত্মসাৎ করেনি?

ওয়ারেণ। হামি টডণ্ট না করিয়া টাহাকে ডোষী বলিটে পারে না!

নন্দকুমার। তদন্ত করার পরও তুমি আর তাকে দোষী বলতে পারবে না সাহেব।

ওয়ারেণ। Why (হোয়াই)?

নন্দকুমার। রেজা খাঁ দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে তোমার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে।

ওয়ারেণ। Shut up Mr. Nund Coomar, you are insulting me in every step. But mind that (সাট, আপ মিষ্টার নাণ্ডকুমার, ইউ আর ইনসল্টিং মি ইন এভরি ষ্টেপ। বাট মাইণ্ড ভ্যাট্) হামি টোমার উপর সাংঘাটিক প্রটিশোড লইবে।

নন্দকুমার। আর তুমি মনে রেখ গভর্ণর সাহেব, আমিও তোমাকে সহজে ছাড়বো না। আমি তোমার বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ করবো।

ওয়ারেণ। You are so bold (ইউ আর সো বোল্ড) টুমি হামার বিরুড্ডে অভিযোগ করিবে।

নন্দকুমার। হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করবো ওয়ারেণ

হেষ্টিংস! তুমি অন্যায়ভাবে রাণী ভবানীর বাহারব পরগণা কেড়ে নিয়েছ, মণিবেগমের কাছ থেকে নজরাণা নিয়ে তুমি তাকে মোবারক-উদ্দৌলার অভিভাবিকা করেছ, মহম্মদ রেজা খাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে তুমি তাকে দেওয়ান সুবা করেছ, এমন কি আমার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ ক'রে তুমি আমার পুত্রকে নবাবের গৃহকার্যের দেওয়ানী দিয়েছ।

ওয়ারেণ। Hold! Hold your tongue! Otherwise I will make you silent forever. (হোল্ড! হোল্ড ইওর টাঙ। আদার-ওয়াইজ আই উইল মেক ইউ সাইলেণ্ট ফরএভার) হামি টোমাকে চিরডিনের মটো নিষ্টবট করিয়ে ডিবে।

নন্দকুমার। তা হয়তো তুমি পার! বেনে কোম্পানীর কেরাণী থেকে তুমি আজ বৃটিশ-ভারতের বড়লাট হয়েছ। তোমার আজ অসীম প্রতিপত্তি —অগাধ ক্ষমতা। কিন্তু তবু মনে রেখ চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি অকুণ্ঠ-কণ্ঠে তোমার সমস্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবো,—ন্যায়ের দরবারে নির্ভয় হৃদয়ে অভিযোগ করবো।

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। বড় বাড় বেড়ে উঠেছে হুজুর। ওর বিষদাঁত আপনাকে ভাঙতেই হবে।

ওয়ারেণ। Certainly (সার্টেন্‌লি) হামি উহাকে এবার এমন শিক্ষা ডিবে যে, সে উহা মৃট্যুর পরেও ভুলিটে পারিবে না।

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। তা যদি আপনি পারেন হুজুর, তাহ'লে আপনার পায়ের ধূলো আমি মাথায় নেব।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—রাজপথ

ছিন্ন মলিনবেশ উন্মাদ মিরকাসেম

মিরকাসেম। কাঁদছে—কাঁদছে—এখনও সে কাঁদছে! এই সুদূর দিল্লী থেকেও আমি যেন শুনতে পাচ্ছি, তার কান্না! কে সে? বাংলা—বিধবা বাংলা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কাঁদুক,—কাঁদুক,—ডাক ছেড়ে ডুকরি পিটে সে কাঁদুক। [একটু থামিয়া, বার কয়েক পায়চারি করিয়া] না—না…, তার জন্য আমার দুঃখ হয়—আমার দুঃখ হয়। কতদিন—কতদিন হ'ল আমি তাকে ছেড়ে এসেছি, তবু আজও—আজও ভুলতে পারলাম না, তার সেই ভুবন-ভোলান শ্যামল রূপ। সেই ছায়া ঢাকা গ্রাম্যপথ, পাতাকাঁপা বেনু বন… সেই দিগন্ত-ছোওয়া সবুজ মাঠ সারি-গান গাওয়া নদীর স্রোত!—সে যেন একটা বিস্মৃতপ্রায় সুখ স্বপ্ন! বাংলা - বাংলা—আমার সোনার বাংলা—

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ

পাগল। **গীত**

সোনার বাংলা নেইকো সে আর ওরে।
সর্বনেশে আকাল তারে
দেছে শ্মশান করে।
লোক চলে না গাঁয়ের বাটে
ভীড় জমে না আর সে হাটে
মানুষ নেইকো ঘরে রে ভাই,
আগল নেইকো দোরে।

জন মানবের নেইকো সাড়া
নীরব নিঝুম সকল পাড়া
শিয়াল শকুন মরা মানুষ
ছেঁড়ে পথের 'পরে ॥

মিরকাসেম। কে তুমি?

পাগল। কে আমি? দাঁড়াও ভেবে দেখতে হবে!

মিরকাসেম। ভেবে দেখতে হবে?

পাগল। তা হ'বে বৈকি। আমি যে কে তা কি না ভেবে বলা যায়।

মিরকাসেম। তা যায় না বটে! কেউ যদি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কি উত্তর দেব,—কি উত্তর দেব আমি? নবাব—না ভিক্ষুক? ভারি দামী কথা তুমি বলেছ দোস্ত! আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। কিন্তু—কিন্তু—হাঃ-হাঃ-হাঃ। এই পিস্তল আর একটা গুলি,—এ ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। অথচ একদিন ছিল, যেদিন মুঠো মুঠো মোহর আমি দু'হাতে দান করেছি। আমার সব গেছে, কিন্তু সেই মেজাজটা আজও যায়নি দেখ্‌ছি।

পাগল। কে আপনি—কে আপনি মেহেরবান?

মিরকাসেম। এর উত্তর—তোমারও যা, আমারও তাই। না ভেবে বলা যায় না বন্ধু—না ভেবে বলা যায় না।

পাগল। এইমাত্র আপনি বাংলার কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছিলেন। জান্‌তে পারি কি হজরত, বাংলার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

মিরকাসেম। কেন? সেটা জানবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? লাখটাকা পুরস্কারের সেই ইস্তাহারটা তুমিও দেখেছ নাকি? কিন্তু সে নবাব তো আর নেই দোস্ত,—এ যে ভিক্ষুক। কোনদিন এক

বেলা এক মুঠো জোটে,—কোনদিন তাও জোটে না। দিনের পর দিন অনাহারে কেটে যায়। উপবাসক্লিষ্ট আমার মুখের দিকে চেয়ে ফতেমা কাঁদে, নজাফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ; আর খোদাতালা কি করেন বলতে পার ? —খোদাতালা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আচ্ছা, বাংলার লোক এখনও পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় !

পাগল। না জনাব ! বাংলার স্বাধীনতার শেষ উপাসককে যারা আজ ভিক্ষুকের মত অনাহারে থাকতে বাধ্য করেছে, ঈশ্বর তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেছে। সমস্ত দেশ আজ শ্মশান। প্রেতের মত যে দু'চার জন এখনও সেখানে আছে, এক মুঠো দানার অভাবে তারাও পথে পথে প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'রে মরছে। সৎকারের লোক নেই ! দিনের বেলাতেই রাজপথের ওপরে সেই গলিত শব শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

মিরকাসেম। আল্লার বিচার,—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, উধুয়ানালার অভিশাপ ! আনন্দে আমার লাফানো উচিত, কিন্তু আমি তা পারছি না—আমি তা পারছি না। বাংলা—বাংলা—ওরে আমার মাটির মা, তোর জন্যে আমার দুঃখ হয় ! আমি বাংলায় ফিরে যাব, দোস্ত—আমি বাংলায় ফিরে যাব। যারা পথে প'ড়ে মরছে আমি সযত্নে তাদের বুকে তুলে নেব,—মুমূর্ষুর মুখে অন্ন দিতে না পারি, অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জলও দেব। আমার উপরে তারা যত অন্যায়ই করুক, তবু তারা আমারই ভাই—আমারই বোন।

পাগল। ঠিক বলেছেন জনাব,—তারা আমারই ভাই, আমারই বোন। দিল্লীতে পালিয়ে এসে আমি ভুল করেছি।—বাংলায় যে কত বড় কর্তব্য আমার জন্য পড়ে রয়েছে, তা আপনার কথায় আমি আজ

বুঝতে পেরেছি। আমি আজই বাংলায় ফিরে যাব। নবাব মির মহম্মদ কাসেম আলি খাঁ সাহেব বাহাদুরের ইচ্ছা এই বান্দাই সেখানে পূর্ণ করবে।

[প্রস্থান

মিরকাসেম। দাঁড়াও দোস্ত—দাঁড়াও। আমি যাব তোমার সঙ্গে,—আমিও যাব

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। কোথায় জনাব ?

মিরকাসেম। বাংলায়।

নজাফ। বাংলায় !

মিরকাসেম। হাঁ নজাফ ! আমার উপরে বেইমানি করেছিল বলে খোদা নাকি তাদের ভীষণ শাস্তি দিচ্ছেন। তাই বাংলার মাটিতে ব'সে আল্লাতালার কাছে আমি একবার শেষ প্রার্থনা করবো। বলবো,—"আমি তাদের কায়মনোপ্রাণে মার্জনা করেছি, তুমি তাদের ক্ষমা কর মেহেরবান।"

নজাফ। কিন্তু কোম্পানীর অনুচরেরা আপনাকে সে সুযোগ দেবে কেন জাঁহাপনা ?

মিরকাসেম। দেবে না ? আমি তো আর তাদের রাজ্য কেড়ে নিতে যাচ্ছি না নজাফ !

নজাফ। তা না গেলেও, তারা দেখ্‌তে পেলে শৃঙ্খলিত করে আপনাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। বাংলায় আপনার কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না জনাব !

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। আমাদের কাছে বাংলাও যা, দিল্লীও তাই নজাফ! সেই লক্ষ টাকা পুরস্কারের ইস্তাহার এখানেও বিলি হয়েছে! নবাব যে দিল্লীতে

আছেন, সে সংবাদও কোম্পানীর কানে পৌঁচেছে। কর্ণেল কাষ্টিংসের চর আতাউল্লা এখানে এসে আমাদের অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে।

নজাফ। শুধু তাই নয়, বাদশাহের উজীর মজাদউদ্দৌলা লক্ষ টাকার লোভে জাঁহাপনাকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য আতাউল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। আমি যে আর বুঝতে পারছি না, মা, ভারতবর্ষের কোথায় আমাদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

মিরকাসেম। নিরাপদ স্থান? হাঃ-হাঃ হাঃ। একটা আছে—আমি জানি! কে যাবে সেখায়? তুমি না ফতেমা? আমি পাঠাতে পারি। আমার আর কিছু না থাকে, সে পাথেয় কিন্তু এখনও আছে আমার হাতে।

নজাফ। আপনার জীবনের জন্যেই আমরা চিন্তিত জনাব।

মিরকাসেম। আমার জীবনের জন্য! হাঃ হাঃ-হাঃ। পারবে না—পারবে না নজাফ,—আমার জীবন আর তোমরা রাখতে পারবে না। একদিকে যেমন ইংরেজ, অন্যদিকে তেমনি মৃত্যু—দুজনের লোভ পড়েছে এই বেদামী জিনিষটার ওপরে—আমি আজ ক'দিন অনাহারে দোস্ত।

নজাফ। বাদশার দরবারে বহু চেষ্টায় আমি একটা নোকরি যোগাড় করেছি জনাব! আল্লার দোয়ায় আর আমাদের অনাহারে থাকৃতে হবে না।

মিরকাসেম। কিন্তু তুমি জান না দোস্ত, নোকরির পয়সায় নফর খায়, নবাব খায় না।

ফতেমা। নজাফ আমাদের সন্তানতুল্য। তার উপার্জনে জীবনধারণ করায় আমাদের অগৌরব নেই জনাব।

মিরকাসেম। দুঃখে দারিদ্রে তোমার মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়েছে, বেগম!

ফতেমা। তুচ্ছ মর্যাদাবোধের চেয়ে তোমার জীবন অনেক বড়।

এমনি ধারা আমার চোখের ওপরে তুমি অনাহারে শুকিয়ে মরবে,—আর মর্যাদাবোধ নিয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো—এ হ'তে পারে না—হ'তে পারে না। তা যদি তুমি কর তাহ'লে তোমার পায়ের তলায় আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।

[মিরকাসেমের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িলেন]

মিরকাসেম। চমৎকার! চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ নজাফ,—বাংলার সঙ্গে আমার ফতেমার কি চমৎকার সাদৃশ্য। সেই বাংলার মতই ছল ছল দুটি কালো চোখ,—বাংলার মতই ম্লান বিষণ্ণ মুখখানি! ইংরেজরা আমার বাংলা কেড়ে নিয়েছে। আমার ফতেমাকেও যদি কেড়ে নেয়। না—না,—সে আমি সইতে পারবো না—সইতে পারবো না নজাফ।

নজাফ। আমার মাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, এমন শক্তি দুনিয়ার কারো নেই জনাব।

মিরকাসেম। না—না, আমার মাকে আমি রাখতে পারিনি, তোমার মাকেও তুমি রাখতে পারবে না। তার চেয়ে আমি ওকে লুকিয়ে ফেলবো—লুকিয়ে ফেলবো নজাফ!—এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবো যে,দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই ওকে আর খুঁজে পায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভারী নিরাপদ স্থান, [পিস্তল দেখাইয়া] এই তার পাথেয়। তুমি যাবে ফতেমা?

নজাফ। জনাব—জনাব—

ফতেমা। না, বাধা দিও না তুমি বাধা দিও না নজাফ! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের এই উপবাসক্লিষ্ট ভিক্ষুকের দশা আমি আর সইতে পারছি না—সইতে পারছি না। এ দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যুই আমার পরম বাঞ্ছনীয়। গুলি কর—গুলি কর জনাব—আমাকে তুমি গুলি কর। [মন্ত্রমুগ্ধের মত মিরকাসেম গুলি করিলেন] ওঃ!

[আহত হইয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান

নজাফ। জনাব—জনাব! কি করলেন—কি করলেন আপনি?

মিরকাসেম। কি করলুম—কি করলুম—?

নজাফ। মাকে আমার গুলি ক'রে মারলেন!

মিরকাসেম। গুলি ক'রে মারলুম! কাকে! আমার ফতেমাকে?

নজাফ। জীবনের সুখে দুঃখে প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপে যে ছিল আপনার ছায়ার মত অনুসঙ্গিনী,—বাঁদীর মত শুশ্রূষাকারিণী,—তাকেই আপনি গুলি ক'রে মারলেন। ও!

[প্রস্থান

মিরকাসেম। গুলি ক'রে মারলুম। কাকে?—আমার ফতেমাকে? সত্যিই মেরেছি?—বেশ করেছি,—চমৎকার করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আর ওকে দিনের পর দিন অনাহারে কাটাতে হবে না,—আর ওকে ভিখারিণীর মত আমার সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না,—আর ওকে আমার মুখের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলতে হবে না! আজ থেকে ওর সকল দুঃখের অবসান, সকল দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি! বেশ করেছি,—চমৎকার করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নন্দকুমারের বহির্বাটি

ক্ষেমঙ্করী ও গুরুদাস কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

ক্ষেমঙ্করী। মহারাজ কি সত্যই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে কাউন্সিলে অভিযোগ করেছেন, গুরুদাস ?

গুরুদাস। হাঁা মা ! হেষ্টিংসের সমস্ত কুক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ ক'রে বাবা কাউন্সিলে পেশ করেছেন। কিন্তু এর ফল যে কি হবে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ক্ষেমঙ্করী। কেন ?

গুরুদাস। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিজেই কাউন্সিলের সভাপতি। তা ছাড়া কাউন্সিলের বাকি চারজন সভ্যের মধ্যে বারওয়েল তার বিশেষ অনুগত। তাই বাবার সেই অভিযোগ পত্র যেদিন প্রথম পাঠ করা হয়, সেদিন হেষ্টিংস কাউন্সিল ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কৃতকার্য না হ'য়ে রাগ ক'রে তিনি সভাগৃহ ছেড় চলে যান—সেই সঙ্গে বারওয়েলও তার অনুসরণ করেন।

ক্ষেমঙ্করী। তারপর ?

গুরুদাস। ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং আর মন্সন্ গভর্ণরের এই ব্যবহার ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মামলার তদন্ত আরম্ভ করলেন। হেষ্টিংসের বেনিয়া কান্তমুদী ছিল এই মামলার একজন সাক্ষী। কাউন্সিল থেকে তাকে ডেকে পাঠান হ'ল, কিন্তু হেষ্টিংসের উৎসাহে কান্ত এল না !

ক্ষেমঙ্করী। কান্ত এল না ?

গুরুদাস। না, সে ব'লে পাঠালে,—হেষ্টিংস সাহেব যে সভা ত্যাগ ক'রে গেছেন, তার আদেশ সে মানে না।

ক্ষেমঙ্করী। আশ্চর্য।

গুরুদাস। কান্তমুদীর জবাব শুনে জেনারেল ক্লেভারিং আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লেন, "কান্ত পোদ্দার যদি না আসে, তবে আমি তাকে চাবুক মেরে নিয়ে আসবো"। হেষ্টিংসের কানে সে কথা উঠতেই তিনিও চীৎকার ক'রে বল্লেন, "কান্তকে যে চাবুক মারবে আমি নিজে তাকে চাবুক মারবো।" তারপর আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল সে মামলা ধামা চাপা পড়ে আছে!

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। কিন্তু আর একটা মামলা গজিয়ে উঠেছে গুরুদাস! তবে সেটা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নয়, —আমার বিরুদ্ধে!

ক্ষেমঙ্করী। তোমার বিরুদ্ধে! কিসের অভিযোগ?

নন্দকুমার। ষড়যন্ত্র!

গুরুদাস। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ! কে করেছে বাবা?

নন্দকুমার। হিজলীর কামালউদ্দিন!

গুরুদাস। কামালউদ্দিন!

নন্দকুমার। হ্যাঁ গুরুদাস! ভারতের ভীষ্ম বধে এবার কামালউদ্দিন শিখণ্ডী আর হেষ্টিংস সাহেব অর্জুন!

গুরুদাস। এই কামালউদ্দিন না একদিন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার জন্য আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে দ্বারস্থ হয়েছিল?

নন্দকুমার। শুধু তাই—নবাব মিরজাফরের রাজত্বকালে বহু অর্থব্যয়ে আমি একদিন তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেছিলুম। হেষ্টিংসের প্ররোচনায় এবার সে আমাকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছে। কিন্তু এ কথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি গুরুদাস, লাট সাহেবের সাধ্য নেই যে, এই ষড়যন্ত্র মামলায় সে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে।

ক্ষেমঙ্করী। আমি কিন্তু তোমার এ কথায় ভরসা পাচ্ছি না প্রভু! বুলাকীদাসের সেই দলিল অতর্কিতে সেদিন আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে নিলে, সেইদিন থেকেই আমি যেন কেবলই একটা অমঙ্গলের ছায়া দিনরাত আমার চোখের ওপর দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেদিন আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান?

নন্দকুমার। কি?

ক্ষেমঙ্করী। না—না—পারবো না—পারবো না—, আমি তোমাকে সে কথা কোনদিন বলতে পারবো না। সে কথা তোমার শুনতে নেই—আমারও উচ্চারণ করতে নেই।

নন্দকুমার। কিন্তু দুঃস্বপ্নের কথা সকলকে বলতে হয় রাণি! না বললে, সে স্বপ্ন সত্য হয়!

ক্ষেমঙ্করী। চুপ—চুপ। সে স্বপ্ন সত্য হবার পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান? বুলাকীদাসের সেই দলিল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যাদুমন্ত্রে প্রকাণ্ড একটা রজ্জু হ'য়ে সহসা তোমার গলায় ফাঁস দিয়ে কোন সুদূর মহাশূন্যে যেন তোমাকে নিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলুম। অমনি আমার হাতের শাঁখা দু'গাছা ঠিকরে কোথায় হারিয়ে গেল!....গুরুদাস, গুরুদাস, দেখ্‌তো বাবা, আমার সিঁথির সিঁদুর আজও সেই পূর্বের মত উজ্জ্বল কি না?

গুরুদাস। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলির মিশ্রণে তোমার সিঁথির সিঁদুর পূর্বের চেয়েও উজ্জ্বলতর মা!

ক্ষেমঙ্করী। না—না—তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না! বোঝবার মত দৃষ্টি শক্তিও নেই তোমার। আমি আমার লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করবো,—আমার লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করবো। অদৃশ্য নিয়তি দেবতার দৃষ্টিকে কখনও ফাঁকি দিতে পারবে না।

[প্রস্থান

নন্দকুমার। দারুণ দুশ্চিন্তায় তোমার মায়ের বোধ হয় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে গুরুদাস! তুমি শীগ্‌গির যাও, উপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করগে!

গুরুদাস। ঐ স্বপ্ন দেখার পর থেকেই মা'র এই বৈলক্ষণ দেখা দিয়েছে বাবা—জানিনা অদৃষ্টে আমাদের কি আছে। [প্রস্থান

নন্দকুমার। অদৃষ্টে যা আছে তা আমি বুঝতেই পারছি! আজ চারিদিকে আমার ষড়যন্ত্রজাল। দেশের সর্বপ্রধান রাজপুরুষ আমার আজ সর্বপ্রধান শত্রু। তার ওপরে আমারই স্বদেশবাসী, আমারই স্বজাতি তার সাহায্যকারী। নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ সবাই চায় আমার সর্বনাশ। এই ষড়যন্ত্রের মামলা থেকে কেটে উঠলে ভবিষ্যৎ আকাশ বিপদের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন!

ক্লেভারিংয়ের প্রবেশ

ক্লেভারিং। Good evening Maharaja (গুড্ ইভ্‌নিং মহারাজা) হাপনি ঠিকই হনুমান করিয়াছেন! হাপনার ভবিষ্যট্ হটিশয় বিপডপূর্ণ! টাই হাপনাকে সটর্ক করিটে হাসিয়াছে।

নন্দকুমার। এই কষ্ট স্বীকারের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিষ্টার ক্লেভারিং! [handshake (হ্যাণ্ডশেক) করিয়া কহিলেন:] চল—আমার বৈঠকখানায় বসবে চল।

ক্লেভারিং। Thank you Maharaja (থ্যাঙ্ক ইউ মহারাজা) লেকীন এইখানে হামি হাপনাকে কিছু বলিটে চায়।

নন্দকুমার। বেশ,—বল।

ক্লেভারিং। মুন্সি নবকিষণ, গঙ্গাগোবিণ্ড, মাণ্ডমুডী, কামালউড্ডিন আউর মোহন প্রসাড, হাপনার এই শত্রুগণ লাট সাহেবের কুঠিটে বহুট্ যানা আনা করিটেছে। হামার মনে হয়, হাপনার বিরুডে কামাল উড্ডীনের conspiracy case (কনস্পিরেসি কেস) যে ফাঁসিয়া যাইবে, উহারা টাহা বুঝিটে পারিয়াছে। টাই উহারা আপনাকে নূটন কোন বিপডে ফেলিবার সল্লা করিটেছে।

নন্দকুমার। আমার বিপদের জন্য আমি একটু ভাবি না সাহেব আমি চাই আমাদের স্বদেশের মঙ্গল। হেষ্টিংস আর তাঁর স্বার্থপর অনুচরদের অত্যাচার থেকে আমি আমার দেশকে বাঁচাতে চাই। এর জন্য যদি আমার জীবনও উৎসর্গ করতে হয় আমি তা-ও করবো! তোমাদের কাউন্সিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আমার যে অভিযোগ, তা আমার ব্যক্তিগত নয় মিষ্টার ক্লেভারিং, সে অভিযোগ আমার এই নির্যাতিত দেশেরই অভিযোগ।

ক্লেভারিং। হাপনার ডেশের হভিযোগ শুনিবার জন্য Court of Directors (কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস) হইটে হামি হাসিল, মিষ্টার মন্সন্ হাসিল, মিষ্টার ফ্রান্সিস্ হাসিল। হাপনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হভিযোগ করিলেন। হামরা বিচারে বসিল। হাপনি কাণ্টমুডীবে সাক্ষী মানিলেন। হামরা টাহাকে টলব করিল। But he did not turn up to the council (বাট হি ডিড নট টার্ণ আপ টু দি কাউন্সিল সট্য নিরুপণ করিটে যদি হাপনার স্বডেশবাসী সাহায্য না করে what can we do then Maharaja? (হোয়াট ক্যান উই ডু দেন মহারাজা?

নন্দকুমার। তবুও এই বিচারে তোমরা যে নিরপেক্ষ নির্ভীকতা দেখিয়েছ, বাংলার লোক তা কোনদিন ভুলবে না! বিশেষ ক'রে তুমি আমার জন্যে যা করেছ—

ক্লেভারিং। Oh, no! Not for you my friend (ও নো নট্ ফর ইউ মাই ফ্রেণ্ড) হামি যাহা করিটেছে, টাহা আমার ডেশের সুনাম আউর জাটির সম্মান বাঁচাইবার জন্য করিটেছে। ইংলণ্ড হইটে যাহারা হাসিয়া টোমার ডেশের ও জাটির উপরে হট্যাচার করিল টাহাডের ডেখিয়া টুমি হামার স্বজাটিকে ভুল বুঝিওনা মহারাজ। হেষ্টিংস যে সকল হন্যায় করিয়াছে টাহার জন্য একডিন পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় দাঁড়াইয়া হামার জাটির সম্মুখে টাহাকে কৈফিয়ট্ ডিটে হইবে।

নন্দকুমার। এও কি কখনও সম্ভব হবে ?

ক্লেভারিং। হালবট্ হইবে। হামার স্বজাটি হট্যাচারীকে কোনডিন ক্ষমা করিবে না। ডরকার হইলে টাহারা ভারটবর্ষ হইটে কোম্পানীর রাজট্ব একডম খটম করিয়া ডিবে। But beware of your country-men, my friend. (বাট বিওয়ার অফ ইওর কানট্রিমেন, মাই ফ্রেণ্ড) হাপনার ডেশের লোক হইটে হাপনি সাবঢান হউন মহারাজ !

নন্দকুমার। সাপের সঙ্গে একঘরে বাস ক'রে আত্মরক্ষার জন্যে আর কি সাবধান হ'তে পারা যায় সাহেব।

ক্লেভারিং। টঠাপি হাপনাকে সাবঢান হইটে হইবে। এখন Supreme court (সুপ্রিম কোর্ট) ষ্টাপিট হইয়াছে। টাহার চীপ জাষ্টিস স্যার ইলাইজা ইম্পের সহিট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বহুট ডোষ্টি হাছে। যডি উহারা মতলব করিয়া হাপনার বিরুদ্ধে Supreme court (সুপ্রিম কোর্ট) এ কোন case (কেস) রুজু করে, টাহা হইলে হামি লোক হাপনাকে বাঁচাইটে পারিবে না। So, you should keep eyes on your native friends, Maharaja. (সো, ইউ সুড কীপ আইজ অন ইওর নেটিভ ফ্রেণ্ডস্, মহারাজা !)

নন্দকুমার। তোমার এই উপদেশ আমি স্মরণ রাখতে চেষ্টা করবো, সাহেব।

ক্লেভারিং। Well, good night. (ওয়েল, গুড নাইট) [প্রস্থান

নন্দকুমার। ওয়ারেণ হেষ্টিংসও ইংরেজ—আর এই ক্লেভারিংও ইংরেজ, দু'জনের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ ! একজন শয়তান —আর একজন দেবতা।

ব্যস্তভাবে গুরুদাসের পুনঃ প্রবেশ

গুরুদাস। বাবা—বাবা ! কলকাতার বেলিফ সসৈন্যে আমাদের সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করেছেন।

নন্দকুমার। কেন? আমাদের অপরাধ?

গুরুদাস। আমি সেই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এই সমন-খানা আমার হাতে দিলেন।

নন্দকুমার। শমন কই? দেখি। [শমনখানি হাতে লইয়া] একি! এ যে দেখ্‌ছি স্বপ্রীম কোর্টের শমন। [পাঠান্তে] বাঃ! চমৎকার! এবার হেষ্টিংস আমাকে নূতন জালে জড়িয়েছে গুরুদাস! বুলাকীদাসের সেই দলিল এতদিন পরে জাল ব'লে মোহনপ্রসাদ আমার নামে স্বপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করেছে?

গুরুদাস। মোহনপ্রসাদ?

নন্দকুমার। বুলাকীদাসের আম্‌মোক্তার।

গুরুদাস। এ হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্র বাবা,—এ হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্র।

নন্দকুমার। এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে একটু পূর্বেই ক্লেভারিং আমাকে সাবধান হ'তে ব'লে গিয়েছিল গুরুদাস। কিন্তু সে উপদেশ আর কার্যে পরিণত করবার অবকাশ হ'ল না আমার! মুসলমান রাজত্বে যে হস্ত একদিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছে, কোম্পানীর রাজত্বে সেই হস্তে আমাকে আজ কয়েদীর হাতকড়া পরতে হবে।

গুরুদাস। কিন্তু আমি জীবিত থাকতে তা হ'তে দেব না বাবা! যে তোমাকে শৃঙ্খলিত করতে আসবে আমি তাকে গুলি ক'রে মারবো।

নন্দকুমার। গোলমাল ক'র না গুরুদাস, নিঃশব্দে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করতে দাও! তোমার মায়ের মস্তিক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সে যদি এ সংবাদ জানতে পারে, এখনি ছুটে আসবে। তা হ'লে বেলিফ হয়তো তারই সম্মুখে আমাকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যাবে।

গুরুদাস। না—না,—আমি আপনাকে যেতে দেব না বাবা—, আমি আপনাকে যেতে দেব না।

[নন্দকুমারের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন]

নন্দকুমার। অবুঝ হয়ো না গুরুদাস,—শক্ত হও। আমি যদি যাই,

আমার অসমাপ্ত কর্তব্য তোমাকেই মাথায় তুলে নিতে হবে। হয়তো তোমার মায়ের সেই স্বপ্ন এতদিন পরে আজ সত্য হ'ল বাবা! আমিও যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, হেষ্টিংসের যাদুমন্ত্রে বুলাকীদাসের সেই দলিল সুদৃঢ় রজ্জু হয়ে ফাঁসীর মঞ্চ থেকে আমার কণ্ঠ লক্ষ্য ক'রে লম্ববান।

গুরুদাস। বাবা—বাবা—

নন্দকুমার। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না গুরুদাস। কিন্তু বড় দুঃখ যে, আমি আজ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী আমি—আজ জোচ্চোর,—জালিয়াৎ!

গুরুদাস। এর চেয়ে মিথ্যা জগতে আর কিছু হ'তে পারে না!

নন্দকুমার। অদৃষ্টের পরিহাস বাবা,—অদৃষ্টের পরিহাস। চঞ্চল হ'য়ো না তুমি। এবার থেকে তুমি শক্ত হও গুরুদাস, শক্ত হও তুমি!

[প্রস্থান

গুরুদাস। বাবা—বাবা—

আলুথালুবেশে ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। মহারাজ কোথায় গুরুদাস—মহারাজ কোথায়?

গুরুদাস। মা—মা—[কাঁদিয়া ফেলিলেন]

ক্ষেমঙ্করী। ঐ—ঐ উর্ধ্বে মহাশূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। শ্মশান—শ্মশান—সমস্ত বাংলাজোড়া একটা বিরাট শ্মশান। ওকি! ওকি! সমস্ত শ্মশান আলোকিত ক'রে ধু ধু ক'রে জ্বলে উঠলো ও কার চিতা? আমার সিঁথির সিঁদুর?—আমার হাতের শাঁখা? লক্ষ্মী-নারায়ণ! ওগো লক্ষ্মী নারায়ণ! কি করলে—কি করলে তুমি— [প্রস্থান

গুরুদাস। বজ্রাঘাত—বজ্রাঘাত করেছে মা তোমার লক্ষ্মী-নারায়ণ আমাদের মাথায়— [প্রস্থান

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সুপ্রীম কোর্টের বহিরাঙ্গণ

গঙ্গাগোবিন্দ ও মহম্মদ রেজা খাঁ কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

গঙ্গাগোবিন্দ। বিচার এখনও চলছে খাঁ সাহেব ?

রেজা খাঁ। নিশ্চয়! আজ বিচারের শেষ দিন।

গঙ্গাগোবিন্দ। কি রকম বুঝছো বল দিকি ?

রেজা খাঁ। এর আবার বোঝাবুঝি কি। নন্দকুমারকে এবার ফাঁসীকাঠে ঝুলতেই হবে। যে আইনের প্যাঁচে ফেললে ফাঁসী হ'তে পারে, প্রধান বিচারপতি ইম্পে সাহেব মামলার শুনানী হবার আগেই ঘোষণা করেছেন, সেই আইন অনুসারেই মহারাজার বিচার হবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। শুনলুম, শুনানী হবার প্রায় একমাস আগেই নাকি বিচারক লেমেইষ্টার বলেছেন,—এলাকার প্রশ্ন না আটকালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হবে।

রেজা খাঁ। বলবেই তো! তদ্বিরকারক যে কে, সেটা তো দেখতে হবে। নন্দকুমারের সৌভাগ্য যে বিচারের আগেই তাঁরা ফাঁসীর হুকুম দিয়ে বসেন নি।

গঙ্গাগোবিন্দ। আজই বোধ হয় রায় বেরুবে—কি বল খাঁ সাহেব ?

কামালউদ্দিনের প্রবেশ

কামাল। খাঁ সাহেব আর কি বলবেন সিঙ্গী মশাই! এই কামাল

উদ্দিন আলী খাঁ যেদিন সাক্ষী দিয়ে এসেছে, ধরতে গেলে, মামলার রায় একরকম সেইদিনই বেরিয়ে গেছে।

রেজা খাঁ। অর্থাৎ—

কামাল। অর্থাৎ যে রকম ঠেলে সাক্ষী দিয়েছি মশাই, তাতে নন্দকুমারকে কুপোকাৎ হতেই হবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। আচ্ছা, নবাব মিরজাফরের আমলে নন্দকুমার নাকি একবার অনেক টাকা দিয়ে তোমাকে জেল থেকে খালাস করেছিল?

কামাল। ও—হ্যাঁ, তা করেছিল বটে। সে বহুৎ দিন আগেকার কথা। এতদিনে সে উপকার তামাদি হ'য়ে গেছে। আর তা ছাড়া সব কথা স্মরণ রাখতে গেলে কি সংসার করা চলে মশাই?

রেজা খাঁ। যতই বলুন সিঙ্গী মশাই, বিচার যা হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত!

ক্লেভারিংয়ের প্রবেশ

ক্লেভারিং। Never. (নেভার) বিচারের নামে উহা একটা farce—I mean. (ফার্স—আই মীন) প্রহসন হইটেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। বলেন কি হুজুর। এমন সুবিচারকে আপনি প্রহসন বলছেন।

ক্লেভারিং। হাল্‌বট্‌।

কামাল। তার কারণ?

ক্লেভারিং। মহারাজ নাণ্ডকুমারকে হাডালট পুছ্ করিল,—আপনি কাহার ডারা বিচার চাহেন?" মহারাজা বলিলেন "হামি—হামার বিচার করুন ভগবান, আউর হামার সমপদস্থ স্বদেশবাসী।" আডালট টাহা শুনিল না, ইংরাজ ও ইউরেশিয়ান হইতে বারোজন জুরী মনোনীট করিল।

রেজা খাঁ। এই মাত্র।

ক্লেভারিং। No. Not only that (নো। নট ওন্‌লি দ্যাট্) সুপ্রীম কোর্টের এলাকা কেবল Calcutta (ক্যালকাটা); কিন্টু, মহারাজা মুর্শিডাবাডের অটিবাসী। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টে টাহার বিচার হইটে পারে না। টাহা ছাডা, যে আইনে টাহার বিচার হইটেছে, ইংলণ্ডের বাহিরে কোন ডেশেই টাহার চলন নাই; Not even in Scotland (নট ইভিন ইন স্কটল্যাণ্ড) মহারাজকে হট্যা করিবার জন্য সমুড্র পার হইটে সেই আইন এখানে হামডানী করা হইয়াছে। টঠাপি টোমরা ইহাকে সুবিচার বলিতে চাও?

রেজা খাঁ। আইন যাই হোক, সাক্ষী সাবুদ না নিয়ে তো বিচার হ'চ্ছে না, স্যার।

ক্লেভারিং। Damn your (ড্যাম ইওর) সাক্ষী সাবুড। টাহারা টোমাডের লাট বাহাডুরের টাঁবেডার হাছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। কিন্তু এই কামালউদ্দীন সম্বন্ধে আপনি সে কথা বলতে পারেন না হুজুর!

ক্লেভারিং। Yes, I can call him a great liar without any hesitation. (ইয়েস, আই কান কল্ হিম এ গ্রেট লায়ার উইদাউট এনি হেজিটেশন)

কামাল। তার মানে?

ক্লেভারিং। টুমি একটি প্রকাণ্ড মিঠ্যাবাডি।

কামাল। মিথ্যাবাদী আমি?

ক্লেভারিং। Certainly. (স্যার্টেনলি) টুমি ঐ ডলিলের বিষয় কিছু জানে না।

কামাল। বলেন কি মশাই। সেই দলিলে সাক্ষীর জায়গায় দস্তুর মত আমার শীল মোহর রয়েছে।

রেজা খাঁ। জাল দলিল জেনেও তুমি তাতে তোমার নামের শীল মোহর দিয়েছ।

কামাল। আরে আমি দেব কেন মশাই? মহারাজ নন্দকুমারের কাছে আমার নামের শীল মোহর ছিল! তিনি আমাকে না জানিয়ে নিজেই দলিলের ওপরে সেটা মেরে নিয়েছেন।

ক্লেভারিং। কিণ্টু মহারাজ নাণ্ডকুমার বলিয়াছেন—ডলিলে যাহার নাম হাছে, সেই লোক মরিয়া গিয়াছে।

কামাল। বলেন কি মশাই! আমি শেখ কামালউদ্দিন হালি খাঁ স্বয়ং সশরীরে দস্তুর মত এখনও বেঁচে আছি।

ক্লেভারিং। Good God! (গুড্ গড্) তোমার নাম—"শেখ কামালহুদ্দিন হালি খাঁ"!

কামাল। নিশ্চয়ই!

ক্লেভারিং। টুমি ঠিক জান—টোমার নাম "শেখ কামালহুদ্দিন হালি খাঁ?

কামাল। কি বিপদ! আমার নাম আমি জানি না! আমার জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত দেশ শুদ্ধ লোক যে আমাকে ঐ নামেই ডেকে আসছে মশাই!

ক্লেভারিং। If that so, (ইফ্ ছাট সো) ডলিলে যে শীল মোহর হাছে টাহা টোমার নামে হইটেই পারে না—উহাটে যে নাম হাছে, টাহা শেখ কামালহুদ্দীন হালি খাঁ নহে।

কামাল। তবে?

ক্লেভারিং। উহা "হাবডুল কামাল মহম্মড" and not (এণ্ড নট্) "কামালহুদ্দীন খাঁ।"

কামাল। এঁ্যা! তাই নাকি! ও—তা—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।

আমার নাম আগে আব্দুল কামাল মহম্মদই ছিল, পরে একটু পাল্টে করে নিয়েছি কামালউদ্দীন আলি খাঁ।

ক্লেভারিং। Why? (হোয়াই)

কামাল। কামালউদ্দীন মানে "ধর্মে পরিপূর্ণ।" আজকাল আমার ধর্মে খুব মতিগতি হয়েছে ব'লে সম্প্রতি আমি এই নামটা নিয়েছি মশাই।

ক্লেভারিং। হাঃ-হাঃ-হাঃ! টুমি আজকাল খুব ঢর্মশীল হইয়াছে—টাই টুমি recently (রিসেণ্টলি) এই নাম লইয়াছে! But just before a minute (বাট জ্যাষ্ট বিফোর এ মিনিট) টুমি বলিয়াছ, টোমার জন্ম ডিন হইটে সকলে তোমাকে এই নামে ডাকিটেছে।

কামাল। এঁ্যা! বলেছি নাকি! তা এ রকম জেরা করলে কোন্ ভদ্রলোক তার মাথা ঠিক রাখতে পারে মশাই?

ক্লেভারিং। পারে—পারে। টুমি যদি প্রকৃট আবডুল কামাল মহম্মড হইটে টাহা হইলে নিশ্চয়ই মাঠা ঠিক রাখিটে পারিটে। But my silly friend, I pity you (বাট্ মাই শীলি ফ্রেণ্ড, আই পিটি ইউ) টোমরা যে কি করিটেছ, টাহা টোমরা নিজেরাই বুঝিটেছ না। লেকীন এখনও সময় হাছে। এখনও যডি টোমরা হাডালটে যাইয়া সট্য কঠা বল, টাহা হইলে টোমাডেরই ডেশের একজন নির্ডোষ, মহট্ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিটে পার।

গঙ্গাগোবিন্দ। জীবন রক্ষা করবার আমরা কে হুজুর? কথার আছে, "রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি রাখে কে?"

ক্লেভারিং। বণ্ডুগণ, তোমরা নিজের ডোষে নিজেডের সর্বনাশ করিটেছ! ভাবিয়া ডেখ, টোমাডের রাজট্ব ছিল, স্বাটীনটা ছিল, কিণ্টু হাজ তাহা কোঠায় যাইল? হামি লোক কাডিয়া লইয়াছে? No never (নো নেভার) টুমি লোক হামার হাটে টুলিয়া ডিয়াছ।

টাই হামি রাজট্ব করিটেছি—টুমি গোলামী করিটেছে। হামি হুকুম করিটেছে—টুমি টালিম করিটেছে! হামি জুটি মারিটেছে—টুমি হাট বুলাইটেছে। কেন এরূপ হইল?

গঙ্গাগোবিন্দ। আমরা আদার-ব্যাপারী হুজুর, জাহাজের খবর রাখি না।

রেজা খাঁ। রায়টা জানতে পারলে স্যার, আমরা সব যে যার ঘরে ফিরে যাব।

কামাল। মামলাটার সাক্ষী দিয়েছি মশাই, তাই বিচারের ফলটা জেনে যেতে চাই।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

ওয়ারেণ। বিচার শেষ হইয়াছে। মহারাজ নাণ্ডকুমার—

সকলে। নন্দকুমার—

ওয়ারেণ। Proved guilty. (প্রুভড্ গিলটি)

ক্লেভারিং। Not "Proved, declared" you should say. (নট "প্রুভড, ডিক্লেয়ার্ড" ইউ স্যুড সে)

গঙ্গাগোবিন্দ। বাংলায় বলুন হুজুর—বাংলায় বলুন।

ওয়ারেণ। জুরীগণ নাণ্ডকুমারকে ডোষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে!

রেজা খাঁ। শাস্তি কি হ'ল স্যার?

ওয়ারেণ। Capital punishment (ক্যাপিটাল পানিস্‌মেণ্ট) —ফাঁসি।

সকলে। [ক্লেভারিং ব্যতীত] জয় লাট বাহাদুরের জয়—জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়।

ওয়ারেণ। [রুক্ষকণ্ঠে] Silence Please (সাইলেন্স প্লিজ) ডয়া করিয়া টোমরা মট্ চিল্লাও।

গঙ্গাগোবিন্দ। বলেন কি হুজুর!—আজকের দিনে আমরা আনন্দ করবো না?

রেজা খাঁ। আপনাকে আমরা মাথায় ক'রে নাচবো, স্যার!

কামাল। আমি আজ মশাই, একটা বিরাট ভোজ দেব।

ওয়ারেণ। Excuse me my friends, (এক্সকিউজ মি, মাই ফ্রেণ্ডস্) মেরা তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। Very tired—am very tired (ভেরি টায়ার্ড—য়্যাম ভেরি টায়ার্ড)

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। [ক্লেভারিংকে] চলুন হুজুর, আমাদের ভোজের সভায় লাট বাহাদুরের অভাব আপনিই পূর্ণ করবেন চলুন।

ক্লেভারিং। Excuse me gentlemen, (এক্সকিউজ মি জেণ্টেলমেন) এই বিচারে টোমরা হানও কড়িটে পাবে লেকীন বিডেশী হইলেও হামি টাহা পারিবে না। You should remember (ইউ সুড রিমেম্বার) শুধু নাণ্ডকুমারের ফাঁসি হইল না,—ফাঁসি হইল টোমাডের সমষ্ট বাঙালী জাটির।

[প্রস্থান

কামাল। চুলোয় যাক্ বাঙালী জাতি। চলুন মশাই, আমি আজ আপনাদের একটা ভোজ দেব।

গঙ্গাগোবিন্দ। খুব ভাল কথা। চল হে খাঁ সাহেব।

রেজা খাঁ। চলুন—চলুন!

[সকলের প্রস্থান

—যবনিকা—